শাপ-মুক্তি

(ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা (৬)

প্রকাশক—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর
১০৪, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

গ্রন্থকারের কতিপয় নাটকাবলি

ধর্ম্ম-বল	আত্মাহুতি
মাটির-মা	ব্যথার-পূজা
পলাশীর পরে	আগুন নিয়ে খেলা
গ্রহশান্তি	চক্র-ছায়া

সামাজিক নাটক :—

দাদা মাতৃপূজা সমাজ দেশের ডাক
পতিতা বন্দেমাতরম্ বন্দির দেশ

প্রিণ্টার—শ্রীখগেন্দ্র নাথ চন্দ্র
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা।

২য় মুদ্রণ, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৫৭]

পাত্র-পাত্রী

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকী, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দণ্ডী (অবন্তীর রাজা) সৌবীর (অবন্তীর সেনাপতি), কঞ্চুকী, মার্দ্দব (অবন্তীর শ্রেষ্ঠিপতি), দুর্ব্বাসা, নারদ, রাজবৈদ্য, বালকগণ, সুদর্শন, কৃষ্ণতেজ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

কালী, উর্ব্বশী, কুন্তি, সুভদ্রা, বিনতা (অবন্তীর রাণী) বাসবী (মার্দ্দবের কন্যা), অপ্সরাগণ, তরঙ্গবালাগণ, যোগিনীগণ, পরিচারিকা ইত্যাদি।

শাপ-মুক্তি

সূচনাঙ্ক

স্বর্গ—ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত পুরী।

অপ্সরাগণ গাহিতেছিল।

অপ্সরাগণ। গীত।

মোরা হাস্যে-লাস্যে চল-চঞ্চলা চির যৌবনা কামিণী।
যেন চন্দ্র-আলোকে ফেণিলোচ্ছলা কল-তরঙ্গা তটিনী॥
এই কজ্জল আঁকা আঁখি অপাঙ্গে ঝলে বিদ্যুত-বিন্দু,
এই চুম্বন আশে উন্মনকরা ললাটে হাসিছে ইন্দু,
এই অধরে অমিয় সিন্ধু!
মোরা মুনি-মনোহরা, হা'সির ফোয়ারা, সুখ-সঙ্গীত রাগিণী॥

(ইন্দ্র দুর্ব্বাসা ঋষিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন)

ইন্দ্র। আসুন মহর্ষি,
পূত পাদস্পর্শে তব ধন্য আজি আমি,
ধন্য এই তুচ্ছ মোর বৈজয়ন্ত পুরী।
থাকুন এখানে যত দিন ইচ্ছা তব।
সহস্র বৎসর তপে ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু
হ'বে স্নিগ্ধ সুনিশ্চয়, ইন্দ্র-ইন্দ্রানীর
প্রাণ ঢালা শুশ্রূষায় চন্দন-লেপনে।

দুর্ব্বাসা। হে দেবেশ,
বড় তুষ্ট আমি তব মিষ্ট ব্যবহারে।
সহস্র বৎসর তপে
উপবাস-ক্ষিন্ন মোর ইন্দ্রিয় নিচয়
চাহে শুধু সম্ভোগের অমৃত আস্বাদ।
ইন্দ্র-ইন্দ্রানীর সেবা নাহি প্রয়োজন ;
আজ্ঞা দাও এই তব অপ্সরাগণেরে,
হেম পাত্রে সুরা সম,
দেহ ভরা যৌবনের লাবণ্য-মদিরা
তৃষাতুর ওষ্ঠে মোর তুলি' ধরে যেন
কুণ্ঠাহীন আনন্দের সাগ্রহ আবেগে।
নুপুর-নিক্কনে আর কণ্ঠ-কাকলিতে,
প্রমোদের পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ ফুল্লতায়,
কেটে যায় যেন মোর দীর্ঘ দিবা-নিশা
ক্ষুদ্র এক স্বপ্নময় মুহূর্ত্তের মত !

ইন্দ্র। যথাদেশ ঋষিবর !
[অপ্সরাগণের প্রতি] হে বান্ধবীগণ,
বহু ভাগ্যে আজি মোর মহর্ষি দুর্ব্বাসা
এই দীন-গৃহে
কৃপা করি' করেছেন আতিথ্য গ্রহণ।
কিন্তু মোর চেয়ে
সমধিক সুপ্রসন্ন ভাগ্য তোমাদের,
তাই ঋষি উপেক্ষিয়া ইন্দ্র-ইন্দ্রানীরে,
তোমাদের শুশ্রূষার মন্দাকিনী-নীরে

চান জুড়াইতে তাঁর তপঃ-ক্লিষ্ট তনু।
আশা করি তৃপ্ত করি' অতিথিরে মোর
রাখিবে অক্ষুণ্ণ সবে সম্মান আমার।
(অপ্সরাগণ নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল)

দুর্ব্বাসা। হে দেবেশ,
মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা,
রম্ভা আদি সকলেরে হেরিতেছি হেথা ;
কিন্তু কোথা
প্রধানা অপ্সরা তব উর্ব্বশী সুন্দরী ?

ইন্দ্র। করুন বিশ্রাম।....
আমি নিজে সঙ্গে লয়ে আনিতেছি তারে।
[চলিয়া গেলেন।

দুর্ব্বাসা। হে অপ্সরাগণ,
অচঞ্চল বিদ্যুতের স্থির দীপ্তি সম,
অপরূপ রূপরাশি হেরি' তোমাদের,
পরিতৃপ্ত আজি মোর নয়ন-ইন্দ্রিয় ;
কুন্তল সুগন্ধে তৃপ্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় মোর,
গাহ গান,
তুষ্ট হোক কর্ণেন্দ্রিয় মম।

অপ্সরাগণ। গীত।

নাগরি লো, নাগর আজি এসেছে।
সোহাগ ভরে আঁখি ঠেরে টিপেটিপে হেসেছে।
ওলো, মদনে হেনেছে শর,
বঁধু তাহে জরোজর,

হাত পা ছেড়ে তাইতো লো সই, প্রেমের বানে ভেসেছে।
মোরা হুকুমেতে কাঁদি হাসি
হুকুমেতে ভালবাসি
তাই তো বঁধু বেছে বেছে মোদের ভালবেসেছে॥

দুর্ব্বাসা। সুন্দর—সুন্দর।
হে অপ্সরাগণ, পরিতৃপ্ত শ্রবণ আমার।

(উর্ব্বশীকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র পুনর্ব্বার আসিলেন)]

ইন্দ্র। ঋষিবর,
আসিয়াছে পদযুগ পূজিতে উর্ব্বশী।

দুর্ব্বাসা। [উর্ব্বশীকে দেখিয়া] মরি! মরি!
কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রতিমা!
ফুল্ল তনু যৌবন উচ্ছল,
দুটি গণ্ডে ফেটে পড়ে স্নিগ্ধ অরুণিমা,
আঁখি-তটে সমুদ্রের অগাধ বিস্ময়!
সর্ব্ব অঙ্গ ভরি' জ্বলিতেছে যেন কোন্
অনির্ব্বাণ লাবণ্যের দীপ্ত দীপ শিখা!
হে বাসব,
তপস্যায় শুষ্কপ্রায় অন্তরে আমার,
শ্রেষ্ঠা অপ্সরীর এই অপূর্ব্ব রূপাগ্নি,
দৃষ্টি মাত্রে জ্বলিয়াছে তীব্র কামানল!
দেহ আজ্ঞা,—আর কেহ নহে,—
শুধু তন্বী উর্ব্বশীর সাহচর্য্যে
আজি রাত্রি মোর
হউক সুন্দরতম সুখ-সপ্ন সম।

ইন্দ্র। অতিথির মনোবাঞ্ছা অবশ্য পুরাব।
হে উর্ব্বশী,
আজি রাত্রে মহর্ষির মনস্তুষ্টিভার,
সুনিপুণা তব' পরে অর্পিলাম আমি।

উর্ব্বশী। [মনে মনে] অর্থাৎ
আজি রাত্রে ভক্ষ্য আমি বন্য ভল্লুকের!

দুর্ব্বাসা। [সক্রোধে] আরে আরে বহুভোগ্যা স্বর্গবেশ্যা নারি,
কি বলিলি তুই! অরণ্য ভল্লুক আমি!
স্রষ্টা যার মহাদেব সয়ম্ভু শঙ্কর,
সন্তপ্ত সংসার যার রুদ্র তপস্যায়,
রক্ত চক্ষু হেরি' যার ভীত ত্রিভুবন,
সেই আমি মহাতপা মহর্ষি দুর্ব্বাসা,—
আমারে কহিলি তুই অরণ্য ভল্লুক!
ভেবেছিস্,
মনে মনে করিলে কটুক্তি,
সাধ্য নাই জানিবারে তপস্বীর তাহা!
ভুলেছিস্, তপোবলে অন্তর্য্যামী আমি!
রে রূপ গর্ব্বিতা,
দিনু আমি অভিশাপ তোরে,
পশি মর্ত্ত্যধামে,
দিবসে অশ্বিনী হয়ে ভ্রমিবি অরণ্যে ;
রাত্রে পুনঃ লভি' নিজ কায়,
অশ্রুজলে সিক্ত করি' শুভ গণ্ড দু'টি,
ভাবিবি আপন ভাগ্য বসি' একাকিনী।

উর্ব্বশী। ঋষি—ঋষি—ঋষি—

[আর্ত্তনাদ করিয়া দুর্ব্বাসার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।]

দুর্ব্বাসা। [অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ,
নহি ঋষি,—লো রূপসি, অরণ্য ভল্লুক আমি।

উর্ব্বশী। ঋষি—ঋষি—কর ক্ষমা,—ক্ষমা কর মোরে।
দুর্ব্বলা রমণী আমি,
অতি অসতর্ক ক্ষণে মুহূর্ত্তের তরে,
স্থান কাল, পাত্রা পাত্র না করি' বিচার,
মহাপাপ মনে মোর পাইয়াছে স্থান!
ধরি পদে,
অশ্রুজলে করি হে মিনতি,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে মহাভাগ।

ইন্দ্র। হে মহর্ষি,
হীন বুদ্ধি অপ্সরা উর্ব্বশী,
মহাজ্ঞানী, মহামনা তপস্বী আপনি।
কাঁদে তব পদতলে বসি' করযোড়ে
জ্ঞানহীনা, অসহায়া, অনুতপ্তা নারী,
হে মহাত্মা, করি অনুরোধ,
নিজগুণে ক্ষমা তারে করুণ আপনি।
বলে দিন,
কিসে হবে অবলার শাপ বিমোচন।

দুর্ব্বাসা। হে দেবেন্দ্র, শোন, কহি তব অনুরোধে,
ব্রহ্ম-অস্ত্র, বিষ্ণু-চক্র, শিবের ত্রিশূল,
বরুণের ভীমপাশ খড়্গ চণ্ডিকার,

যমের অমোঘ দণ্ড, শক্তি কার্ত্তিকের,
বৃত্র ধ্বংসী আর তব প্রচণ্ড কুলিশ,
এই অষ্ট বজ্র,
মহারণে যেই দিন হ'বে সম্মিলিত,
সেই দিন--সেই দিন—
উর্ব্বশীর হবে এই শাপ বিমোচন।

[চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্র। ভাবিও না সখি,
শাপ বিমোচনে তব,
সতত চেষ্টিব আমি নিজে দেবরাজ।

[চলিয়া গেলেন।

উর্ব্বশী। নারায়ণ! নারায়ণ!
নাহি জানি কি কারণ,
হল হেন মতিচ্ছন্ন মোর!
হায় ঋষি, জ্ঞানী তুমি,
তবু বুঝিলে না—নহি প্রাণহীনা মোরা,
নহি মোরা সম্ভোগের যন্ত্র মাত্র শুধু,
রুচি ও অরুচি,
আমাদেরো আছে ঠিক তোমারই মতন!
আয় সখি,
দুর্ভাগিনী ভগ্নীরে তোদের
স্বর্গ হতে নির্ব্বাসনে দানিবি বিদায়।

[অপ্সরাগণের সহিত উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন।

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অবন্তী কারাগার

বাসবী একাকিনী ভাবিতেছিলেন

বাসবী। আজও সূর্য্য উঠছে…বাতাস বইছে…মেঘে বৃষ্টি হচ্ছে। আজও মা সন্তানকে স্তন দিচ্ছে…স্ত্রী স্বামীর পা পূজা করছে…বন্ধুর জন্যে বন্ধু প্রাণ দিচ্ছে। পৃথিবীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নি? যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনিই আছে! আশ্চর্য্য!

(দণ্ডী আসিলেন)

দণ্ডী। কি আশ্চর্য্য বাসবি?

বাসবী। আপনার রাজ্যের এই স্থির প্রশান্তি, আপনার অশ্রুহীন ঐ চক্ষু, আপনার অনাহত ঐ উন্নত মস্তক!

দণ্ডী। অর্থাৎ!

বাসবী। অর্থাৎ আজও বিপ্লবের প্রচণ্ড অগ্নিদাহে আপনার এই রাজ্য জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় নি…নিরন্তর অশ্রু প্রবাহে আজও আপনার চোখের আলো চিরদিনের মত নিভে যায় নি…আপনার উন্নত মস্তক আজও বজ্রাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয় নি!

দণ্ডী। যদি হত!

বাসবী। তা হ'লে আমার মত সুখী বোধ হয় এ জগতে আর কেউ হত না মহারাজ।

দণ্ডী। চমৎকার তোমার ভালবাসা তো বাসবি!

বাসবী। ভালবাসা! বলতে একটুও লজ্জা হ'লো না আপনার!

সহস্র প্রহরী বেষ্টিত আমাদের দুর্গের মত সুদৃঢ় প্রাসাদ থেকে দস্যুর মত আপনি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন, আমাদের যথা সর্ব্বস্ব লুট করে' নিয়েছেন—অবন্তীনগরের শ্রেষ্ঠিপতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী আমার পিতাকে আপনি পথের ভিক্ষুক করেছেন···

দণ্ডী। কিন্তু কেন বাসবী ?

বাসবী। আপনার পাপ লালসার আগুনে আজও আমি আমার এই দেহটিকে উৎসর্গ করিনি বলে।'

দণ্ডী। না,—তা নয় বাস্‌বি ! পুষ্পিতা লতার মত তোমার ঐ সুকুমার দেহের পবিত্রতাটুকু ইচ্ছা করলে আমি যে কোনো মুহূর্ত্তেই নষ্ট করতে পারতুম। কিন্তু আমি তা করিনি।

বাসবী। আপনার এ অনুগ্রহের অর্থ ?

দণ্ডী। লুণ্ঠিত রত্নের চেয়ে স্বেচ্ছাদত্ত ধুলিমুষ্টিও যে বেশী তৃপ্তির বাসবি।

বাসবী। স্বেচ্ছাদত্ত ! আপনার আশাকে আমি বাহবা দিই। লতার মুলোৎপাটন করে, আপনি তার কাছ থেকে ফুল আদায় করতে চান মহারাজ ?

দণ্ডী। এই কে আছিস ?

(অনেক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিল)

নতুন বন্দী।　　　(অভিবাদন করিয়া প্রহরী চলিয়া গেল।)

এখনও বলছি, সম্মত হও। আমি রাজা—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাকে আমি আমার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করে' রেখে দেব।

বাসবী। এমনি প্রতিশ্রুতি তো আপনি আরও অনেক:ক দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের ক'জনকে আপনি আপনার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করে

রেখেছেন মহারাজ ? যে দিন তারা আত্মদান করেছে, তার দু'দিন পরেই আপনি তাদের বাসি ফুলের মতই পরিত্যাগ করেছেন !

দণ্ডী। তোমার কথা আমি অস্বীকার করিনা বাসবি। দুঃখ হয় যে মেয়ে মানুষের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী নয়। সত্যি কথা বলতে কি বাসবি আমি যা চাই তা মেয়ে মানুষ নয়,—মেয়েমানুষের যৌবন। আলোর শিখার মত উজ্জল যৌবন—যা দেখলে পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে সাধ হয় !

বাসবী। অনন্ত নরকেও স্থান হবে না মহারাজ।

দণ্ডী। তা না হোক। আমার এতটুকু দুঃখ নেই তাতে যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও বাসবি। শপথ করছি আমি তোমাকে ইন্দ্রানীর ঐশ্বর্য্য দান করব। তুমি দেবে আমাকে তোমার মন,—আমি দেব তোমাকে আমার ভালবাসা। তোমার দৈহিক কৌমার্য্য আমার করায়ত্ত হলেও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি বাসবি—দয়া কর, ফিরে চাও····

বাসবী। পদাঘাত করি আমি আপনার এই ঘৃণিত অনুনয়ে।

দণ্ডী। [আত্মসংবরণ করিয়া) হুঁ। এতদূর স্পর্দ্ধা। উত্তম !

(শৃঙ্খলিত মার্দ্দবকে লইয়া প্রহরী পুনর্ব্বার আসিল)

এই যে। আসুন শ্রেষ্টিপতি। আমি এতক্ষণ আপনারই অপেক্ষা করছিলুম। এই—(প্রহরীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন)।

[প্রহরী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

বাসবী। একি ! বাবা ! বাবা —বাবা—বাবা—শেষে শয়তান তোমাকেও বন্দী করে এনেছে এখানে। ওঃ—শয়তান !

মার্দ্দব। মা—মা আজও—আজও তুই বেচে আছিস ? কতদিন—কতদিন তোকে দেখিনি বাসবি—

দণ্ডী। মিলনের প্রথম অধ্যায় এর চেয়ে আর বেশী দীর্ঘ হওয়া আমার বাঞ্ছনীয় নয় বণিগ্‌রাজ। শুনুন, যে জন্যে আমি আপনাকে এখানে

আনিয়েছি। আপনি জানেন আমি আপনার কন্যার রূপমুগ্ধ! আপনার কন্যা স্বেচ্ছায় আমার প্রমোদ ভবনে আসতে রাজী হয়নি, তাই জোর করে একদিন তাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি। অবশ্য সে জন্যে আমি দুঃখিত! এখন আপনার কন্যার দেহটি আমার আয়ত্ত বটে কিন্তু স্বেচ্ছায় সে আমাকে আত্মদান করতে অসম্মত। আমি শুনেছি, আপনার অনুরোধ সে না কি প্রাণান্তেও উপেক্ষা করে না। তাই আমি আপনাকে এখানে আনিয়েছি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনি তাকে—

মার্দ্দব। তোমার নরক যাত্রার সঙ্গিনী করে দিই।

দণ্ডী। অবিকল। এত বড় একটা প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি আমি, আমিই যদি নরকে যেতে পারি, তবে আপনাদের আর সেখানে যেতে আপত্তি কি শ্রেষ্ঠিপতি? আপনার কন্যা যদি ভালবেসে আমাকে আত্মদান করে, তা হ'লে পরলোকের স্বর্গ পরলোকে থাক, ইহলোকে আমি এক নতুন স্বর্গ সৃষ্টি করব। সে স্বর্গ সুখ থেকে আপনারও বঞ্চিত হবেন না বণিগ্‌রাজ। আপনার একটা প্রাসাদ জালিয়ে দিয়েছি, দশটা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়ে দেব। আপনার একগুণ ঐশ্বর্য্য লুঠ করে নিয়েছি তার সহস্রগুণ ঐশ্বর্য্য আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

মার্দ্দব। মহারাজ, মানুষের নশ্বর জীবনে এই তুচ্ছ পার্থিব ঐশ্বর্য্য কি এতই বড় যে, তার প্রলোভনে ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হবে? পিতা হয়ে কন্যাকে কুপথগামিনী হবার অনুরোধ করতে হবে?

দণ্ডী। তা যদি না করেন তা হলে আমি আপনাকে কি করব জানেন?

মার্দ্দব। কি আর তুমি করবে রাজা? করবার আর তুমি বাকি কি রেখেছ আমার?

দণ্ডী। এখনও অনেক বাকী রেখেছি বৃদ্ধ—এখনও অনেক বাকী রেখেছি। বাকী রেখেছি হাত পা কেটে ফেলতে, বাকী রেখেছি ওই চোখ দুটো উপড়ে নিতে, বাকী রেখেছি—

মার্দ্দব। গলাটিপে মেরে ফেলতে ?

দণ্ডী। ঠিক এ রকম অনুমানকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

মার্দ্দব। তবে তাই কর রাজা, তাই কর। আমার গলায় পা তুলে দিয়ে মাড়িয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেল্।

দণ্ডী। সেটা পরে। আপাততঃ—এই কে আছিস ?

(জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। দণ্ডী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন)

বন্দীকে কক্ষান্তরে নিয়ে গিয়ে চোখ দুটো উপড়ে নে।

(প্রহরী মার্দ্দবকে কিছু দূরে টানিয়া লইয়া গেলে বাসবী সহসা উচ্ছাসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

বাসবী। বাবা—বাবা—বাবা—

দণ্ডী। (প্রহরীর প্রতি) দাঁড়া। (বাসবীর প্রতি) তোমার কিছু বলবার আছে ?

বাসবী। ভালবাসব—ভালবাসব—ভালবাসব আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রাণ মন অকাতরে ঢেলে দিয়ে। আমার বাবাকে আপনি মুক্তি দিন রাজা, আমার বাবাকে মুক্তি দিন। (আবেগে আত্মবিস্মৃত হইয়া যোড়হস্তে দণ্ডীর পায়ের তলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন)

মার্দ্দব। না—না বাসবি তা হ'তে পারে না, তা হ'তে পারে না মা। হাসিমুখে আমার চোখ নিজ হাতে আমি উপড়ে দেব—শুধু তুই আমার নিষ্পাপ থাক, শুধু তুই আমার পবিত্র থাক। ঈশ্বরের কাছে গিয়ে

তুই যেন বলতে পারিস, ভগবান দেহে আমার শক্তি ছিল না, তাই দস্যুতে তা কলঙ্কিত করেছে ; কিন্তু আমার আত্মা নিষ্পাপ, পবিত্র।

বাসবী। না বাবা, যাক আমার ইহকাল—পরকাল, যাক আমার দেহ-আত্মা, যাক আমার যথাসর্ব্বস্ব, শুধু তুমি—এই রুগ্ন, দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ তুমি—জীবনের অবশিষ্ট কটা দিন শুধু একটু শান্তিতে কাটিয়ে যাও।

মার্দ্দব। শান্তি ! শান্তি বাসবি ! দুর্ব্বলের জীবনে শান্তি নেই মা, দরিদ্রের জীবনে শান্তি নেই। আছে শুধু জ্বালা আর হাহাকার আর্ত্তনাদ আর অশ্রুজল। তুই কি মনে করিস বাসবি তোর এই গণিকাবৃত্তি আমার দুটো চোখ ওপড়ানোর চেয়ে কম কষ্টকর হবে। না, না মা, সে দৃশ্য আমার মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক।

বাসবী। বাবা ! বাবা ! বাবা ! [মার্দ্দবের বক্ষে যাইয়া লুটাইয়া পড়িলেন।]

মার্দ্দব। মা ! মা। মা আমার [সস্নেহে পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন]

দণ্ডী। বাসবি !

বাসবী। আমাকে একটু ভাববার অবকাশ দিন রাজা।

দণ্ডী। [প্রহরীকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন] বন্দীকে কক্ষান্তরে নিয়ে গে রেখে দে।

মার্দ্দব। নারায়ণ—নারায়ণ আমার কন্যার হৃদয় দৃঢ় কর দয়াল।

(প্রহরী মার্দ্দবকে লইয়া চলিয়া গেল)

দণ্ডী। আশা করি তোমার চিন্তাটা আমার কামনার অনুকূলেই সায় দেবে বাসবি।

বাসবী। উৎপীড়ন করে ভালবাসা আদায়।

দণ্ডী। কেন তাকি সম্ভব নয় বাসবি ?

বাসবী। তা যদি সম্ভব হত তা হলে আপনার রাজ্যের প্রায় সমস্ত নারীর প্রাণঢালা ভালবাসা আজ একমাত্র আপনিই পেতেন মহারাজ। কারণ—

দণ্ডী। আমার মত উৎপীড়ন তাদের উপরে আর কেউ কখনো করেনি। কেমন?

বাসবী। সে কথা বোধ হয়, আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানেন মহারাজ।

দণ্ডী। আচ্ছা, সত্যিকারের যা ভালবাসা, তা না হয় তুমি আমাকে নাই বাসলে; কিন্তু তুমি কি আমার প্রতি একটা লোকদেখানো ভালবাসার অভিনয়ও করতে পার না বাসবি?

বাসবী। তাতে আপনার লাভ?

দণ্ডী। লাভ এই যে, অন্ততঃ লোকে বুঝবে যে আমি তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করিনি; বরং অনুগ্রহ করেছি। আর ভাণ করতে করতে একদিন হয়ত তা সত্যে পরিণত হতে পারে বাসবি।

বাসবী। আচ্ছা আমি তবে [মুহূর্ত্তকাল কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন] না না। সে অসম্ভব—অসম্ভব। সে অভিনয়ও হবে আমার পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও মর্ম্মান্তিক।

দণ্ডী। তাহলে আর আমার অপরাধ নেই বাসবি, তোমার বৃদ্ধ পিতা কিন্তু আজ অন্ধ হলেন। [চলিয়া গেলেন।

বাসবী। বৃদ্ধ পিতা আমার অন্ধ হলেন। ওঃ। শয়তান—শয়তান না, না, মহারাজ—মহারাজ, ভালবাসব—ভালবাসব—সর্বান্তঃকরণে ভালবাসব আমি তোমাকে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও রাজা, বৃদ্ধ পিতাকে আমার ছেড়ে দাও। [ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্ব্বাসার আশ্রম

ঋষিবালকগণ গাহিতেছিল।

ঋষিবালকগণ — গীত।

নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ।
নমো শ্যাম জলধর জিনি' কলেবর,
নমো নমো নমো শ্রীমধুসূদন॥
নমো কমলা-হৃদয় কমলচারী,
নমো গোলক আলোক, ভূভারহারী,
নমো সৃজন পালন প্রলয়কারী,
নমো নমো নমো পতিত পাবন॥
নমো ঘনঘোর মোহ তিমিরনাশী,
নমো কালীয় কংস অসুর ত্রাসী,
নমো ভক্ত হৃদয় দেউলবাসী,
নমো নমো নমো পাতকী তারণ॥

(দুর্ব্বাসা নারদকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন)

দুর্ব্বাসা। আসুন দেবর্ষি,
পূত পাদস্পর্শে তব
ধন্য হ'ল আজি এই আশ্রম আমার।

নারদ। হে মহর্ষি,
শুনি' আজি আশ্রমে তোমার
সুকুমার শিশু কণ্ঠে স্নিগ্ধ হরিনাম
জুড়াইয়া গেল মোর তনু মন প্রাণ।
করি আশীর্ব্বাদ,
গুরু তুল্য জ্ঞানী হোক শিষ্যগণ তব।

দুর্ব্বাসা। যাও শিষ্যগণ,
অতিথি সৎকার তরে কর আয়োজন,
সৌভাগ্য মোদের,—দেবর্ষি অতিথি আজি।

[ঋষিবালকগণ চলিয়া গেল

হে ঋষি প্রধান,
শুনি' আশীর্ব্বাদ তব,
মনে হয়,
পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়।
মোর তুল্য
জ্ঞানি যদি হয় কভু শিষ্যগণ মোর,
জনে জনে হয় যদি দুর্ব্বার দুর্ব্বাসা,
একদিনে জ্বলে যাবে ত্রিভুবন তবে,
হবে ভস্মীভূত
এক দিনে বিধাতার সৃষ্টি সুমহান।

নারদ। নারিনু বুঝিতে আমি,
হে মহর্ষি কিবা হেতু হেন আত্মগ্লানি।

দুর্ব্বাসা। হায় ঋষিবর,
অনাহারে অনিদ্রায়

সহস্র বৎসর ধরি' বসি একাসনে,
সন্তাপিয়া ত্রিভুবন,
করিয়াছি সুকঠোর তপস্যা ভীষণ।
কিন্তু কিবা লভিয়াছি তাহে ?
নহে জ্ঞান,—
শুদ্ধ ক্রোধ লভিয়াছি তপস্যার ফলে।
কথায়-কথায়,
জ্বলে ওঠে অন্তরের রুদ্র দাবানল,
কথায়- কথায়
করি' দেয় ভস্মীভূত
সংসারের কত শত ফুল্ল পুষ্পোদ্যান।

নারদ। হে মহর্ষি,
জীব মাত্রে ক্রীড়নক হস্তে বিধাতার ;
কেবা তুমি—আমি,—
কি করিতে পারি মোরা আপন ইচ্ছায় ?
তাঁহারি ইচ্ছায় মোরা হাসি কাঁদি গাই,
তাঁহারি ইঙ্গিতে মোরা চলি ফিরি ঘুরি,
তাঁহারি নির্দ্দেশে মোরা সর্ব্ব কর্ম্ম করি।
তিনি যন্ত্রী, মোরা যন্ত্র ;
তিনি কর্ত্তা, মোরা শুধু কর্ম্মের নিমিত্ত।
তাঁহারি ইচ্ছায়,
সাধিতে তাঁহারি কার্য্য,
শঙ্করের রুদ্র অংশে জন্ম তব ঋষি ;
সফল করিতে তাঁর উদ্দেশ্য মহান,

মূর্ত্তিমান ক্রোধ সম
অনাচার অন্যায়ের দণ্ডদাতা তুমি ।

দুর্ব্বাসা । তবু হে দেবর্ষি,
প্রাণে মোর জাগে অনুতাপ,
তুচ্ছ তম ত্রুটি, পারিনা সহিতে কভু ;
ভুলে যাই কালাকাল,
লুপ্ত হয় পাত্রাপাত্র জ্ঞান,
পুরুষ—রমণী হায়, না ক'রি বিচার,
যারে তারে রক্ত নেত্রে দিই অভিশাপ !
তারপর,
যত তার ঝরে অশ্রুজল,
তত মোর সিক্ত হয় শুষ্ক এই প্রাণ !
তারি সাথে কাটে মোর বিনিদ্র রজনী,
দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক দংশনে !
তারি সাথে
অরণ্যে প্রান্তরে হায় ঘুরি নিশিদিন !
ভাবি শুধু,
কি সে হবে শাপান্ত তাহার ।

নারদ । বুঝিয়াছি মহাভাগ,
উর্ব্বশীরে দিয়া অভিশাপ,
তারি লাগি আজি তব কাঁদিছে অন্তর ।

দুর্ব্বাসা । সত্য ঋষিবর,
অবলা রমণী সে যে চির জ্ঞানহীনা !
ইন্দ্র-ভোগ্যা বিলাসিনী বরাঙ্গ সুন্দরী,

হেরি' যদি মোর এই
শ্মশ্রু গুম্ফ বিশোভিত শুষ্ক কৃশ তনু,
ঘৃণায় কুঞ্চিত তার করি থাকে নাসা,
কিবা অপরাধ তার ?
তবু তার অন্তরের সে স্বাভাবিকতা
না করি বিচার,
অম্লান বদনে আমি দিছি অভিশাপ !
মোর শাপে আজি হায় হইয়া অশ্বিনী
ত্রিদিব বাসিনী বামা অরণ্য-চারিণী !
নাহি জানি অভাগিনী কাঁদিতেছে কত,
কত দুঃখে যাপিতেছে দীর্ঘ নিশিদিন,
কত কষ্ট সহিতেছে আসি মর্ত্তলোকে !

নারদ। অনুতাপ ত্যজ ঋষিবর,
অচিরেই হবে তার শাপ বিমোচন।

দুর্ব্বাসা। না দেবর্ষি,
অষ্টবজ্র সম্মিলন বিনা,
শাপ তার নাহি হবে বিমোচিত কভু।
তাই ভাবি মনে,
কত-কালে হবে হেন দৈব সংঘটন,
কত কাল ভুঞ্জিবে সে দুঃখ ধরণীর !

নারদ। সকলি তাহারি ইচ্ছা,—ইচ্ছাময় তিনি,
তাঁহারি ইচ্ছায়
উর্ব্বশী অপ্সরা তোমা করিয়াছে ঘৃণা,
তাঁহারি ইচ্ছায় তুমি দেছ অভিশাপ,

তাঁহারি ইচ্ছায় হবে মহা সন্মিলন !
হবে উর্ব্বশী উদ্ধার,
হইবে সার্থক ঋষি নয়ন মোদের !
এস ঋষি,
অষ্টবজ্র মিলনের মহারঙ্গভূমি
তুমি—আমি আজি হতে করি সুসজ্জিত।

দুর্ব্বাসা। তবে তাই হোক,
এস ঋষি, আজি হতে, তুমি আর আমি,
উর্ব্বশী উদ্ধার তরে করি আয়োজন।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অবন্তী—সীমান্তের অরণ্য।

দণ্ডী ও সৌবীর কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

দণ্ডী। অপদার্থ-অকর্ম্মণ্য সব !
সামান্য অশ্বিনী এক জীবন্ত ধরিতে
শতাধিক সৈন্য আর রথ-হস্তী লয়ে
প্রভাত হইতে এই সূর্য্যাস্ত অবধি
কি করিলে সেনাপতি বীরেন্দ্র পুঙ্গব ?

সৌবীর। মহারাজ,
সামান্য অশ্বিনী তারে না হয় প্রত্যয়।

ছুটাইয়া অশ্ব মোর ঝড়ের মতন
মহাবেগে ধাইয়াছি পশ্চাতে তাহার,
ধরি ধরি হইয়াছে যেই
অমনি তখনি
উল্কাবেগে রজ্জুপাশ করেছি নিক্ষেপ,—
কিন্তু সে কি অদ্ভুত ব্যাপার,—
চক্ষুর পলকে শুনি দৃষ্টি অন্তরালে
উঠে তার খুর-ধ্বনি দূর বন পথে।

দণ্ডী। শোন সেনাপতি,
মৃগয়ার হইয়া বাহির,
ব্যর্থ হয়ে ফিরি নাই কোন দিন আমি;
কিন্তু শুধু আজি
নিস্ফল সন্ধান মোর জীবনে প্রথম।
সহস্র শিকারে তুমি চির সঙ্গী মোর;
আশা করি জান, মানুষ অথবা পশু,
যার পরে দৃষ্টি মোর পড়িয়াছে কভু,
অনায়ত্ত রাখি তারে ফিরি নাই আমি।
শোন, কহি প্রতিজ্ঞা আমার,—
বিদ্যুৎগামিনী ওই মায়া তুরঙ্গিনী
না করি বন্দিনী,
ফিরিব না কভু আমি স্বরাজ্যে আমার।
যাও তুমি,
বনান্ত বেষ্টন করি সারা রাত্রি আজ
সতর্ক প্রহরা দাও সৈন্যদল লয়ে।

সাবধান,
তুচ্ছ পিপীলিকা যেন আজি রাত্রে আর
বন হতে নাহি পারে হইতে বাহির।

সৌবীর। যথা আজ্ঞা তব।

[চলিয়া গেলেন।

দণ্ডী। অদ্ভুত ঘটনা!
যার পদার্পণে কাঁপে অরণ্য অন্তর,
অশ্বহ্রেষা শুনি যার ত্রস্ত হস্তীদল,
ধনুর টঙ্কারে যার
শঙ্কাতুর সিংহ-ব্যাঘ্র না ছাড়ে বিবর,
সেই আমি—
মৃগয়ায় সিদ্ধহস্ত অবন্তী ঈশ্বর,—
আমারে এড়ায়ে যাবে
পশুর অধম এক তুচ্ছ তুরঙ্গিনী
আচ্ছা ভাল,
কালি প্রাতে দেখা যাবে কত শক্তি তার।

(দণ্ডী চলিয়া গেলেন। পরে সেইখানে উর্ব্বশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

উর্ব্বশী। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমে গাঢ়তর,
নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে গোধূলির শিরে,
থেমে আসে দূরন্তের গ্রাম্য কোলাহল!
ঘুচিল অশ্বিনী মূর্ত্তি;
দিনান্তে আবার লভিলাম পুনঃ সেই
সৌন্দর্য্যের ইন্দ্র ধনু নিজ কলেবর।
কিন্তু হায়,

কি দারুণ দুঃখময়
ঘৃণ্য এই অভিশপ্ত জীবন আমার!
অনাহারে অবিশ্রান্ত আছি সারাদিন,
ছুটিয়াছি প্রাণ ভয়ে বন বনান্তরে,
শিকারীর তীব্র দৃষ্টি লইয়া পশ্চাতে।
নাহি জানি কোন জন,—কোথাকার রাজা,—
কেমন প্রকৃতি,
আসিয়াছে মৃগয়ায় এ অরণ্যে আজি!
এই বনবাস-ক্লেশ অকথ্য অসহ্য;—
তবু না পারি বুঝিতে
ধরা তারে দিব কি দিবনা।

গীতকণ্ঠে নিয়তি সেখানে আসিয়া উর্ব্বশীকে দেখা দিল।

নিয়তি। গীত

ধরা দাও,—ধরা দাও,—
ধরা দাও তুমি তারে।
উদিবে অরুণ তব
আঁধার জীবন পারে॥
জুড়াইবে সব জ্বালা,
ব্যথা হবে ফুল মালা,
সোণার তরণী সে যে
আকুল তব পাথারে॥

উর্ব্বশী। একি! দেবী নিয়তি!
কি কহিলে মাতা!—
দিব ধরা—ধরা দিব তা'রে?

তাহলে কি হবে মাগো শাপান্ত আমার ?
হইবে প্রভাত কিগো,
অভিপপ্ত জীবনের অন্ধ-নিশিথিনী ?

নিয়তি । **পূর্ব্ব গীতাংশ**

নিশিথিনী পারে উষা
পরিছে কনক ভূষা,
ফুটিবে কমল তব
অাঁখির সলিল ধারে ॥

[চলিয়া গেলেন ।

উর্ব্বশী । তবে তাই হোক···দিবধরা···
যে হোক সে হোক····
তবু তারে ধরা দিব আমি ।—
বনবাস কষ্ট আর সহিতে না পারি ।
(দূরে রাজা দণ্ডিকে আসিতে দেখা গেল)

দণ্ডী । রমণীর কণ্ঠস্বর এ-ঘোর অরণ্যে ।
[অগ্রসর হইয়া উর্ব্বশীকে দেখিয়া]
মরি ! মরি ! কি অপূর্ব্ব রূপের প্রতিমা
সূর্য্যাস্তের শোভা বুঝি মূর্ত্তি ধরি• আজ,
লুকায়েছে অরণ্যের গহন অন্তরে ।
কিম্বা বন-লক্ষ্মী নিজে
দাঁড়াইয়া একাকিনী উপত্যকা পরে
সবিস্ময়ে নেহারিছে আপনার দেহে
অফুরন্ত যৌবনের পুষ্পিত সম্ভার ।

[উর্ব্বশীর নিকটে যাইয়া]
কে তুমি সুন্দরী,
রূপের প্রভায় করি বন আলোকিত,
ভ্রমিতেছ একাকিনী
শ্বাপদ-সঙ্কুল এই নির্জ্জন কাননে ?
দাও পরিচয়,
অবন্তী ঈশ্বর আমি,—নাম দণ্ডী মোর।

উর্ব্বশী। [দণ্ডীর কণ্ঠস্বরে উর্ব্বশী প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। পরে কহিলেন]—
পরিচয়!—পরিচয় কিবা দিব রাজা।
অভাগিনী নিরাশ্রয়া ভিখারিণী আমি,
ভ্রমিতেছি যথা তথা উদরান্ন তরে।
কিন্তু, তুমি কেন রাজা,
এ ঘোর কান্তারে একা নিশা-সমাগমে ?

দণ্ডী। নিদারুণ দুর্দ্দৈব সুন্দরী,
এসেছিনু মৃগয়ায় এ অরণ্যে আজি।
সর্ব্ব সুলক্ষণা এক হেরিয়া অশ্বিনী,
জীবন্ত ধরিতে তারে,
মৃগয়ায় সুনিপুণ সৈন্যদল লয়ে,
সারাদিন
ছুটিয়াছি বনে বনে পশ্চাতে তাহার ;
কিন্তু হায় সর্ব্ব চেষ্টা ব্যর্থ করি মোর,
লুকায়েছে তুরঙ্গিণী এঘোর অরণ্যে।

উর্ব্বশী। তাই বুঝি তারি অন্বেষণে···

দণ্ডী। ভ্রমিতেছি একা আমি এ-নির্জ্জন বনে।

উর্ব্বশী। কিন্তু রাজা,

আজি রাত্রে আর, দেখা তো দূরের কথা,

চিহ্ন মাত্র নাহি পাবে সেই অশ্বিনীর।

দণ্ডী। কেন ?

কেমনে জানিলে তুমি তাহা ?

উর্ব্বশী। জানি আমি।

দণ্ডী। ভাল,

পার কি বলিতে তুমি

কোথা এবে

করিছে বিশ্রাম সেই মায়া তুরঙ্গিনী ?

উর্ব্বশী। তোমারি সম্মুখে।

দণ্ডী। (সাশ্চর্য্যে) আমারি সম্মুখে ?

উর্ব্বশী। হ্যাঁ রাজা, তোমারি সম্মুখে

নহে সে অশ্বিনী শুধু,

ঋষিশাপে দুর্ভাগিনী দিবসে অশ্বিনী,

রাত্রে লভে নিজ কায়া স্বর্গের অপ্সরা !

দণ্ডী। লো রূপসি,

রহস্য তোমার নারিনু বুঝিতে আমি

উর্ব্বশী। নহে রহস্য ভূপাল—সত্য কথা মোর।

স্বর্গের অপ্সরা আমি ইন্দ্র-সহচরী,

দুর্ব্বাসার অভিশাপে

দিবসে অশ্বিনী হয়ে ভ্রমি বনে-বনে,

রাত্রে লভি, নিজ কায়া তিতি অশ্রুজলে !

দণ্ডী। কি নাম তোমার দেবি ?

উর্ব্বশী। উর্ব্বশী আমার নাম।

দণ্ডী। উর্ব্বশী তোমার নাম।
যে উর্ব্বশী
নারায়নী কল্পনার স্বপ্ন-সিন্ধু হতে
লভিল আপন কায়া সৃষ্টির প্রভাতে,
যাহার সৌন্দর্য্যে ভুলি'
জিতেন্দ্রিয় মহাতপা মুনিঋষিগণ,
ধ্যান ভাঙি, দেয় পদে তপস্যার ফল,
যাহার কটাক্ষ পাতে
আত্ম-হারা ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল
তুমি—তুমি—
তুমি সেই বিশ্বরমা অনন্ত যৌবনা,—
বিদ্যুৎ-লাবণ্য কায়া উর্ব্বশী অপ্সরা!

উর্ব্বশী। আমি সেই অভাগিনী উর্ব্বশী অপ্সরা।

দণ্ডী। নহ অভাগিনী তুমি।
লো সুন্দরি,
চল সাথে আমার আলয়ে,
জীবন বিছায়ে দিব চরণে তোমার,
প্রেমের সলিলে তোমা করি অভিষেক,
বসাইব হৃদয়ের সিংহাসনে মোর!

উর্ব্বশী। কিন্তু রাজা,
অভিশাপ ফিরিতেছে পশ্চাতে আমার।

দণ্ডী। মৃণাল-কণ্টক ভয়ে

ক্লান্ত হব প্রস্ফুটিত কমল তুলিতে,
হেন কাপুরুষ তুমি ভাবিওনা মোরে।

উর্ব্বশী। বেশ, চল তবে,…
আজি হতে দাসী আমি চরণে তোমার!

দণ্ডী। নহে দাসী—
মুকুটের শীর্ষতম মণি তুমি মোর।
এস প্রিয়ে,
বক্ষে ধরি লয়ে যাই শিবিরে আমার।

[উর্ব্বশীকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অবন্তী।—প্রাসাদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণ।

রাজবৈদ্য ও কঞ্চুকী কথা কহিতে কহিতে আসিলেন।

রাজবৈদ্য। কি বল্লেন আপনি…

কঞ্চুকী। ঘোড়ারোগ হে—ঘোড়ারোগ। ঘোড়ারোগ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঘোড়ারোগ। তুমি যে একেবারে গাছ থেকে পড়লে দেখছি হে! বলি কেন, ঘোড়ারোগের নাম শোননি?

রাজবৈদ্য। ঘোড়ারোগ? কই শুনেছি বলে তো মনে হয় না!

কঞ্চুকী। তবে তুমি বদ্যিগিরি কর কি করে বাপু? ঘোড়া রোগের নাম শোননি'—তুমি বদ্যিগিরি কর কি করে! আর বদ্যি বলে' বদ্যি—একেবারে রাজবাড়ীর বদ্যি! অথচ তুমি কিনা ঘোড়ারোগের নামটা পর্য্যন্ত শোননি,—এঁ্যা! অবাক করলে যে হে!

রাজবৈদ্য। কই, অশ্বিনীকুমার দত্তাত্রেয় অগ্নিবেশ, ধন্বন্তরি প্রভৃতির আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তো এ রোগের কোন উল্লেখ আছে বলে, মনে হচ্ছে না।

কঞ্চুকী। বলি বাপু, পড়েছ কি যে কিছু মনে হবে। ভাগ্যে বাপ পিতমোর উইয়ে-খেকো পৈঁতেটা পেয়েছিলে তাই চাষা পাড়ায় মালসাটি মেরে বোকা ভুলিয়ে করে, খাচ্ছ। কিন্তু এখানে তো চাঙ্গাকীটি চলবে না বাপু। যার তার অসুখ নয়,—এ হ'লো স্বয়ং মহারাজের অসুখ। এখানে তো আর ট্যাঁ ফোঁটি চলবে না বাবা!

রাজবৈদ্য। আচ্ছা, অসুখের লক্ষণ গুলো আপনি একবারটী বলুনদিকি শুনি।

কঞ্চুকী। এই যেমন, সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, রাত দিন শুধু আস্তাবলেই পড়ে থাকে। বন থেকে একটা ঘুড়ী ধরে এনেছে রাত দিন শুধু তাকে নিয়ে ব্যস্ত! তার গা ডলে দেয়, লেজ মলে দেয়, ঘাড়ের চামর আঁচড়ে দেয়।

রাজবৈদ্য। কিন্তু এতো কোন অসুখের লক্ষণ নয় কঞ্চুকী মশাই।

কঞ্চুকী। কি রকম? অসুখের লক্ষণ নয়তো কি এগুলো খুব সুখের লক্ষণ বাপু? এত বড় একটা রাজ্যের রাজা,—রাজ সভায় যায় না রাজকার্য্য দেখে না, এমন কি রাণীটার মুখের দিকেও একবার ফিরে চায় না! এগুলো কি বাপু সুখের লক্ষণ?

রাজবৈদ্য। সুখের লক্ষণ না হলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-মতে এগুলোকে ঠিক অসুখের লক্ষণ বলা চলে না।

কঞ্চুকী। চলে—চলে—আলবৎ চলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঘোড়া-রোগের নাম নেই। একি একটা কথা হল বাপু? যেখানে বড় লোকদের অসুখের কথা লেখা আছে সেখানটা একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখ দিকি। ও রোগ তো আর যার—তার হয় না—হয় শুধু বড়লোকদের। বুঝলে?

রাজবৈদ্য। একটু একটু বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে।

কঞ্চুকী। হ্যাঁ তা পারবে বৈকি। নেহাত হাতুড়ে তো আর নও। তা দেখ, পুরণো পেঁতেগুলো একটু ঘেঁটে ঘুটে দেখদিকি নিশ্চয়ই ও রোগের কোনো—না কোনো একটা ওষুধ মিলবেই মিলবে। এই ধর যেমন "অশ্বরোগারি বটিকা" কিংবা "ঘোটকাসুখভঞ্জক মোদক"— বুঝেছ?

রাজবৈদ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। না বুঝলে আর ছাড়ে কে বলুন!

কঞ্চুকী। বেশ—বেশ! অমনি ধারা খুব একটা জোরালো ওষুধ কাল সকালেই রাজবাড়ীতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। বুঝলে?

রাজবৈদ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ! খুব বুঝেছি।

কঞ্চুকী। আহা তা বুঝবে বৈকি,—বুঝবে বৈকি। হাজার হোক, ভিষকরত্নের ছেলে তো বটে। কথায় বলে—বাপকে বেটা!...হবে বৈকি!

রাজবৈদ্য। তা হলে আমি এখন...

কঞ্চুকী। এস বাপু এস। তবে আমার কথাটা যেন মনে থাকে।

রাজবৈদ্য। বিলক্ষণ! আপনার কথা কি আমি ভুলতে পারি! [মনে মনে] বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসা,—এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা বোধ হয় চিকিৎসক জীবনে আর কিছু হতে পারে না।

[চলিয়া গেলেন।

কঞ্চুকী। তাইতো রাজাটার আমার হ'ল কি। আহা সেই এতটুকু বেলা থেকে ছেলেটাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি—এখন যদি তার সত্যিই কোনো ভাল মন্দ হয়...না—না, ষাট—ষাট! নারায়ণ—নারায়ণ, আমার রাজাটাকে ভাল করে দাও ঠাকুর। আবার সে রাজকার্য্যে মন দিক, রাণীটার দিকে একবার ফিরে চা'ক।

[চলিয়া গেলেন।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অবন্তী।—কারাগার।

আলু-থালু বেশে উন্মাদিনী বাসবী—আপন মনে কি বকিতে বকিতে কক্ষান্তর হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসবী। হাঃ হাঃ হাঃ। চোখ উপ্‌ড়ে নেব চোখ উপ্‌ড়ে নেব—আমি চোখ উপ্‌ড়ে নেব। হাঃ হাঃ হাঃ। এমনি করে গলায় পা তুলে দিয়ে চেপে ধর্‌ব… একহাত জিভ বেরিয়ে গালের একপাশে ঝুলে পড়বে। চোখ দুটো ঠিকরে এতবড় হয়ে কপালে উঠবে তখন দুহাতে মুটো ধারাল ছোরা না নিয়ে…হাঃ হাঃ হাঃ….চোখ উপড়ে নেব—চোখ উপড়ে নেব—আমি চোখ উপ্‌ড়ে নেব। (যেন কাহার কথা শুনিবার জন্য মনোযোগ সহকারে কাণ পাতিয়া কহিলেন) এ্যাঁ,—কি বলছ তুমি? ইন্দ্রানীর ঐশ্বর্য্য দেবে আমাকে? কেন—আমার বাবার ধনাগারে কি তা ছিল না? [সহসা পিতার কথা মনে পড়ায় ঈষৎ চাঞ্চল্যের সহিত সকাতরে কহিলেন] বাবা—বাবা—আমার বাবা! দেখা হতেই বল্লে—, কতদিন—কতদিন দেখিনি বাসবি! সেই আমার বাবা,—রুগ্ন জরাজীর্ণ, অথর্ব্ব—দেখতে পাবে না—দেখতে পাবে না—আর আমাকে দেখতে পারে না কোনদিন! চোখ নেই! রাক্ষসে উপড়ে নেছে গো—রাক্ষসে উপড়ে নেছে! হায় বাবা—বাবা—বাবা আমার….

বলিতে বলিতে কান্নায় কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গেল। বাসবী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এমন সময়ে দণ্ডী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

দণ্ডী। বাসবি!

বাসবি। কে? কে তুমি? [চিনিতে না পারিয়া দণ্ডীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন]।

দণ্ডী। আমাকে চিনতে পারছনা বাসবি ?

বাসবী। [এতক্ষণে ঠিক চিনিতে পারিয়া কহিলেন] ওঃ মনে পড়েছে। তোমাকেই যে এতক্ষণ খুজছিলুম আমি। তুমি এসেছ! কিন্তু কই,—কই,—ছোরা কই ?

দণ্ডী। ছোরা কি হবে বাসবি ?

বাসবী। জান না ? ছোরা কি হবে তুমি জান না? হাঃ হাঃ হাঃ। চোখ উপড়ে নেব—চোখ উপড়ে নেব আমি তোমার চোখ উপড়ে নেব!

দণ্ডী। একি! এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ দেখছি!

বাসবী। কই দিলে না ? দিলে না ? ছোরা তুমি দিলে না আমাকে ? আচ্ছা দাঁড়াও তবে। আমি এখুনি নিয়ে আসছি। ছোরা এনে কি করব জান। এমনি করে গলায় পা তুলে দিয়ে চেপে ধরব··· একহাত জিভ বেরিয়ে গালের একপাশে ঝুলে পড়বে—চোখ দু'টো ঠিক্‌রে এত বড় হয়ে কপালে উঠবে····তখন দুহাতে দুটো ছোরা না নিয়ে ···হাঃ হাঃ হাঃ···চোখ উপড়ে নেবে—চোখ উপড়ে নেব—আমি তোমার চোখ উপড়ে নেব।

[ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দণ্ডী। [বাসবী চলিয়া যাওয়ায় পথের দিকে কয়েক মুহূর্ত্তে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন] একি! বাসবি কারা তোরণ অতিক্রম করে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে ঝড়ের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে! রক্ষী! রক্ষী! রক্ষী! [জনৈক রক্ষী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। দণ্ডী মনে মনে কি যেন একটু ভাবিয়া কহিলেন] না, প্রয়োজন নেই—যাও। [মনে মনে] উর্ব্বশীকে পেয়ে মেয়ে মানুষের তৃষ্ণা আমার মিটে গেছে। আমি ওকে মুক্তি দিলুম।

[প্রস্থানোদ্যত রক্ষীকে ডাকিয়া কহিলেন] হ্যাঁ—আর শোন, [রক্ষী ফিরিয়া দাঁড়াইল] বন্দী মার্দ্দব।

[রক্ষী চলিয়া গেল।

অনেক মেয়েমানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি আমি,—কিন্তু এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা জীবনে আমার এই প্রথম। দুঃখ হয় আমার ওর জন্যে। বেচারা সতীত্বটাকে অক্ষুন্ন নিয়ে গেল বটে, কিন্তু নিয়ে যেতে পারলে না ওর অবিকৃত আত্মচেতনা!

(শৃঙ্খলিত অন্ধ মার্দ্দবকে লইয়া রক্ষী পুনরায় আসিল)

এই যে—আসুন শ্রেষ্ঠিপতি।

[দণ্ডীর ইঙ্গিতে রক্ষী চলিয়া গেল।

মার্দ্দব। শ্রেষ্ঠিপতি! চমৎকার বিদ্রূপ তো!

দণ্ডী। বিদ্রূপ নয় বণিগরাজ।

মার্দ্দব। বিদ্রূপ নয়? আমার শ্রেষ্ঠিপতিত্বের আর কি আছে রাজা? আমার রাশি রাশি রত্ন,—কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা,—সমস্তই কি তুমি নিজে দস্যুর মত লুট করে নাওনি?

দণ্ডী। নিয়েছি। কিন্তু আজ আপনার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে,—আপনার যা কিছু নিয়েছি—সে সমস্তই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে আমি প্রস্তুত।

মার্দ্দব। দেবে? ফিরিয়ে দেবে? যা কিছু নিয়েছ আমার সে সমস্তই আমাকে ফিরিয়ে দেবে, তুমি!

দণ্ডী। সেইরূপই আমার সঙ্কল্প।

মার্দ্দব। আমার মেয়ে?

দণ্ডী। সে আগেই মুক্তি পেয়েছে।

মার্দ্দব। আমার চক্ষু?

দণ্ডী। পরিবর্ত্তে তার প্রচুর অর্থ নিন আপনি।

মার্দ্দব। অর্থ! চক্ষুর বিনিময়ে অর্থ! কত অর্থ সঞ্চিত আছে রাজা তোমার ভাণ্ডারে যে নারীর সতীত্ব—মানুষের জীবন,—চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি,—সব কিছুরই মূল্য নির্দ্দেশ করতে যাও তুমি তোমার অর্থ দিয়ে? অবন্তীর ধন কুবের আমি,—আমার কাছে তুমি ঐশ্বর্য্যের বড়াই কর রাজা। এই রুগ্ন, দুর্ব্বল জরাজীর্ণ শ্রেষ্ঠিপতি মার্দ্দব যদি আজও তার বাণিজ্য তরী নিয়ে একবার সমুদ্র-যাত্রা করে, তা হলে এখনি এই মুহূর্ত্তে তোমার দশগুণ ঐশ্বর্য্য সে আহরণ করে আনতে পারে।

দণ্ডী। আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনার চক্ষুর বিনিময়ে কি পেলে আপনি সন্তুষ্ট হন শ্রেষ্ঠিপতি?

মার্দ্দব। চক্ষুর বিনিময়ে আমি চক্ষু চাই রাজা,—চক্ষুর বিনিময়ে আমি চাই চক্ষু।

(বিনতা আসিয়া কহিলেন)

বিনতা। তাই দেব আপনাকে শ্রেষ্ঠিপতি,—তাই দেব আমি আপনাকে আপনি শুধু সর্ব্বান্তঃকরণে আমার স্বামীকে ক্ষমা করে যান!

মার্দ্দব। কে—কে তুমি মা এই নরকের কোলাহলে নারায়ণের বংশী ধ্বনির মত বেজে উঠলে,—এই রন্ধ্রহীন অন্ধকারের শীর্ষে মূর্ত্তিমতী উষার মত এসে দেখা দিলে—এই অগ্নিবর্ষী মরুভূমির আকাশে মেঘের সজলতা বয়ে নিয়ে এলে। কে-কে কে তুমি মা? আমি আজ অন্ধ দৃষ্টিশক্তি হীন। কিন্তু তবু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনশ্চক্ষুর সন্মুখে যেন জগন্মাতার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে। বল—বল মা, কে তুমি!

বিনতা। কে আমি। পরিচয় দিতে আমার মাথা লজ্জায় মাটিতে নুয়ে পড়ছে শ্রেষ্ঠিপতি। যার অত্যাচারে অবন্তীর ঘরে ঘরে আজ মর্ম্মভেদী হাহাকার—যার লালসার আগুন নেভাতে আজ শত শত নারীর চক্ষে

অশ্রুজলের বন্যাধারা, যার উৎপীড়নে অবন্তীর শ্রেষ্ঠ নাগরিক আপনি আজ বন্দী-নিঃস্ব-অন্ধ—আমি সেই অবন্তীশ্বরের ধর্ম্মপত্নী!

মার্দ্দিব। বা—বা—বা। এ যে হিমালয়ের প্রস্তর ভেদ করে গঙ্গার স্নিগ্ধ ধারা ঝরে পড়ল ভগবান!

বিনতা। নিন,—নিন শ্রেষ্ঠিপতি আমার চক্ষু। আপনি নিজে না পারেন, আমায় অনুমতি করুন, আমি নিজ হাতে আমার চোখ দু'টি উপড়ে আপনার পায়ের তলায় উপহার দিই—আমার স্বামীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক।

মার্দ্দিব। আগুন নিবে গেছে মা—আগুন নিভে গেছে। তোমার আত্মত্যাগের সুপবিত্র গঙ্গাজলে আমার অন্তরের প্রতিহিংসার আগুন নিভে ধুস হয়ে গেছে। না মা, আমি আর কিছুই চাই না। মহারাজ আমাদের মুক্তি দিয়েছেন এই জন্যেই আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।

[চলিয়া গেলেন

বিনতা। স্বামী।

দণ্ডী। (ব্যঙ্গস্বরে) ধর্ম্মপত্নী!

বিনতা। আমাকে তুমি যতই ব্যঙ্গ কর স্বামী, তাতে আমার ক্ষুব্ধ হবার কিছুই নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার চোখের ওপরে রাত্রিদিন প্রজাগণের এই অসহায় চাপা-কান্না—নারীগণের এই বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস—উৎপীড়িতগণের এই নীরব অভিসম্পাত—তবু তুমি স্থির, ধীর নির্ব্বিকার!

দণ্ডী। তা তো তুমি দেখতে পাচ্ছ।

বিনতা। প্রায়শ্চিত্ত কর মহারাজ—সময় থাকতে তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। মার্দ্দিবের মত তুমি যাদের সর্ব্বহারা করেছ,—তোমার লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে আজ যারা সমাজ-স্বজন পরিত্যক্তা—

তোমারই অত্যাচারে ভিক্ষান্নই যাদের উপজীবিকার একমাত্র অবলম্বন, তাদের জন্য তুমি নিজ হাতে তোমার কোষাগারের দ্বার খুলে দাও, পথে পথে ঘুরে তাদের সন্ধান নাও—পায়ে ধরে তাদের কাছে ক্ষমা চাও।

দণ্ডী। ক্ষমা কর বিনতা দেবি, তোমার অনুরোধটা আপাততঃ আমি রাখতে পারলুম না। সম্প্রতি স্বর্গের একজন অপ্সরা আমার ঘনিষ্টতম বান্ধবী হয়ে উঠেছে—কাজেই সময়ও আমার যেমনি কম, কোষাগারের অর্থেও আমার তেমনি প্রয়োজন। তোমার অযাচিত উপদেশের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করবার মত সময় প্রাচুর্য্য উপস্থিত আমার নেই মহারাণি।

বিনতা। তবে আমাকে বিদায় দাও রাজা। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—অর্দ্ধাঙ্গিনী,—পাপ-পুণ্যের সমান অংশভাগিনী। আমিই যাই তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

দণ্ডী। কোথায় যাবে?

বিনতা। যাব দুশ্চর তপস্যায় উন্মুক্ত রাজপথে,—অনাবৃত প্রান্তরে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলে!

দণ্ডী। স্বামীর ওপরে স্ত্রীর পরমতম শাসন,—সহশয়নবিমুখতা কিন্তু তুমি জান, তাতেও আমার অরুচি নেই! আর এটাও বোধ হয় তোমার বেশ জানা আছে যে, একনিষ্ঠ হবার মত সঙ্কীর্ণতা আমার চরিত্রে কোনদিন স্থান পায় নি! অতএব চলে যাবার ভয় দেখানটা কি বিশেষ কার্য্যকরী হবে বলে তুমি মনে কর?

বিনতা। তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমায় ভয় দেখাচ্ছি? কিন্তু তা নয় রাজা। আমি যাবো মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে! আমার রাণী জীবনের আজ এই খানেই শেষ—ভিখারিণীর জীবনই আজ থেকে আমার বরণীয়।

ক্ষোভে দুঃখে ও অভিমানে বিনতা দেবী সে স্থান ত্যাগ করিলেন ।
গীতকণ্ঠে অবন্তীর রাজলক্ষ্মী সেইখানে আবির্ভূত হইলেন।

রাজলক্ষ্মী । **গীত**

ফিরায়ে আনোগো—আনো।
তব জীবনের পথে মরনের ঘোর যবনিকা কেন টানে।
তোমার জ্বালানো অনলে সে যে গো ঢালিত সলিল ধারা,
তোমার জ্বালানো জগতে ছিল সে পরম শান্তি ধারা,
তাহারি পুণ্যে আজো আছ তুমি সে কথা কি নাহি জানো।

দণ্ডী । কে তুমি দুঃসাহসিনী বালিকা অবন্তীশ্বরকে উপদেশ দিতে এসেছ ?

রাজলক্ষ্মী । **পূর্ব্বগীতাংশ**

তোমারি রাজ্যে বসতি আমার, তোমারি লক্ষ্মী আমি;
কথা রাখ রাজা, আমিও নতুবা হ'ব তারি অনুগামী,
মোহবশে কেন আপনার শিরে দারুণ অশনি হানো।

(রাজলক্ষ্মীর অন্তর্ধান)

দণ্ডী । যাও—যাও। ক্ষত্রিয় সন্তান আমি—আমি তোমার অনুগ্রহ চাই না। অসিতে যদি আমার তীক্ষ্ণ ধার থাকে বাহুতে যদি থাকে, আমার শক্তির প্রাবল্য—তা'হলে যেখানেই যাও তুমি রাজলক্ষ্মী, আমি তোমার চুলের মুঠি ধরে এনে লোহার শৃঙ্খলে বন্দী করে রেখে দেব আমার রাজ্যে।

[চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অবন্তী—প্রান্তর।

অত্যাচারিত নারীগণ কাঁদিতেছিল

গীত

পুরুষগণ। মোরা বেঁচে আছি কেন জানি না।

স্ত্রীগণ। কোথায় মরণ করগো স্মরণ,—
এ জীবন আর চাহি না।

পুরুষগণ। ছিনু গৃহবাসী,—আজি পথচারী;

স্ত্রীগণ। অসহায়া সতী,—হনু বার-নারী;

পুরুষগণ। কোথা দুষ্কৃত দর্পনাশী,

স্ত্রীগণ। প্রলয়ে বাজাও মোহন বাঁশী,—
কাঁদে আশ্রয় বিহীনা।

(উন্মাদিনী বাসবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

বাসবী। ডাক্—ডাক্—আরও জোরে—আরও সকাতরে—আরও কেঁদে কেঁদে। পাবে—পাবে—একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। ডাক্—ডাক্—ডাক্।

পূর্ব্ব গীতাংশ

পুরুষগণ। নতশিরে সহি শত লাঞ্ছনা,

স্ত্রীগণ। ফেটে যায় বুক সহেনা যাতনা,

পুরুষগণ। এস হে শঙ্খচক্রধারী,

স্ত্রীগণ। কংস—কালীয় ধ্বংস কারী,
যাচিছে ধরণী মলিনা॥

[নরনারিগণ চলিয়া গেল।

বাসবী। আসবে—আসবে—সে নিশ্চয়ই আসবে। তাকে আসতেই হবে। রথ ঘর্ঘরে তার অশনি গর্জ্জে উঠবে—চক্র ঘূর্ণণে তার কালাগ্নি ঠিক্‌রে পড়বে—পদভরে তার পৃথিবী টলমল করবে। আকাশে উঠবে প্রলয় ঝঞ্জা—সমুদ্রে উঠবে উত্তাল তুফান—পৃথিবীতে উঠবে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ! ধ্বংসের করতালি বাজিয়ে সে তাথৈ তাথৈ তা তা থৈ থৈ করে নাচবে। আমিও নাচব—আমিও নাচব তার সঙ্গে—প্রলয় তাণ্ডবে—ধ্বংসের তালে। হাঃ হাঃ হাঃ। কই? আমার ছোরা? আমার ছোরা কোথায় গেল? চোখ উপড়ে নেব—চোখ উপড়ে নেব—আমি তার চোখ উপড়ে নেব। ওকি! কে কাঁদে?

(গীতকণ্ঠে অবন্তীর রাজলক্ষ্মী আবির্ভূত হইলেন)

রাজলক্ষ্মী। গীত

কাঁদে পৃথিবী—কাঁদে পৃথিবী!
দিবস-নিশি ঝরিছে আঁখি,
কাঁদিছে পশু, কাঁদিছে পাখী,
নিখিল হাঁকি' কহিছে ডাকি,'
"নিঠুর ওরে, কবে আসিবি—কবে আসিবি!"

বাসবী। আসবে—আসবে—সে নিশ্চয়ই আসবে! আর কি না এসে সে থাকতে পারে। হাঃ হাঃ হাঃ।

"নিখিল হাঁকি কহিছে ডাকি'
নিঠুর ওরে, কবে আসিবি—কবে আসিবি"।
হাঃ হাঃ হাঃ।

[চলিয়া গেলেন।

রাজলক্ষ্মী । **পূর্ব্বগীতাংশ**

গভীর শ্বাসে গগণ দোলে,
কাতর এত রোদন—রোলে,
কি ঘুম ঘোরে রহিলি ঢলে !
নিঠুর ওরে, কবে জাগিবি,—কবে জাগিবি ।

(রাজলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হইলেন ।
তখনই গীতকণ্ঠে অন্তরীক্ষে দ্বাপর আবির্ভূত হইলেন)

দ্বাপর । **গীত**

জাগো নারায়ণ—জাগো নারায়ণ ।
জাগো হিরণ্যকশিপু হিরণাক্ষ্যহারী,
কালীয়-কংস—বক্র বধকারী,
জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
চির কলুষ-নাশন,—
জাগো অভয়ঙ্কর শঙ্কা-হরণ ॥
জাগো সাধু পরিত্রাণে দুষ্কৃত দলনে,
ধর্ম্ম স্থাপনে পাপ-বিনাশনে,
জাগো পীড়িত ধরার আকুল রোদনে;
চির ভূভার-হরণ,—
ওগো জনগণ চির দুঃখ বারণ ॥

[অন্তর্ধান ।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা ।—রাজপ্রাসাদ ।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ । ভূভার-হরণ—ভূভার হরণ—!
কাঁদে ধরা নিপীড়িতা ক্ষত্রিয় পীড়নে,—
কাঁদে সাথে তার,
প্রাসাদ-নিভৃত-কোণে অন্তর আমার!
মথুরার কান্না শুনি অশ্রুসিক্ত চোখে,
বধিয়াছি নিজ হস্তে মাতুল কংসেরে;
দিগ্বিজয়ী জরাসন্ধ বক্ষের শোণিতে
নিভায়েছি মগধের দীপ্ত দাবানল;
বধি শিশুপাল, পরম আত্মীয় মোর,
চেদিরাজ্যে ফুটায়েছি আনন্দের-হাসি।
কিন্তু এবে হস্তিনায় রাজা দুর্য্যোধন
রাজ্য হতে করিয়াছে ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত;
অবন্তী নগরে
রাজা দণ্ডী করে পুনঃ তারি অভিনয়!
হে ধরনি, উৎপীড়িতা, ম্লান অশ্রুমুখি,
তোমার চোখের জল মুছাইব আমি।
অচিরেই আমি
আরম্ভিব রাজমেধ মহাযজ্ঞ এক,
সমন্ত পঞ্চক তীর্থ হবে বেদী পীঠ,
অস্ত্রের স্ফুলিঙ্গ হবে দীপ্ত হোমানল,

মন্ত্রধ্বনি হবে তার আর্ত্ত আর্ত্তনাদ,
ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্ত হবে পুত হবিঃ !
হোতা আমি নিজে
অত্যাচারী ভারতের রাজন্য বর্গেরে
দানিব আহুতি সেই যজ্ঞানলে !
শেষে ভস্ম লয়ে তার
মহা এক ধর্ম্ম রাজ্য করিব স্থাপন।

(নারদ আসিলেন)

নারদ। ধর্ম্মরাজ্য !
নিপীড়িতা ধরিত্রীর করুণ ক্রন্দন,
এতদিনে, হে কেশব, পশিল কি কানে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন দেবর্ষি, চরণে প্রণমে দাস।
কুশল তো সব ?

নারদ। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু অবতার,
দৃষ্টিমাত্রে পদে যার লুটায় মস্তক,
অকুশল তার কেমনে সম্ভবে প্রভু !

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর,
কিবা হেতু আগমন আজি দ্বারকায় ?

নারদ। ক্ষুদ্র এক অনুরোধ—

শ্রীকৃষ্ণ। নহে অনুরোধ,—"আদেশ" বলুন ঋষি ;
ভৃত্য আমি ব্রাহ্মণের আদেশ পালক।

নারদ। হে ভক্তবৎসল,
আছে কি স্মরণ তব.
যবে

ধর্ম্মরাজ-পত্নী গর্ভে লভিয়া জনম,
এক আত্মা দুই দেহ,
নর আর নারায়ণ রূপে
বদ্রিকা-আশ্রমে বসি' সহস্র বৎসর,
করেছিলে সুকঠোর তপস্যা ভীষণ—

শ্রীকৃষ্ণ। আছে তা স্মরণ।
দেবরাজ ইন্দ্র সাথে মিলি' দেবগণ।
তপস্যা করিতে ভঙ্গ কামদেব সহ
পাঠাইয়াছিল সেথা,
মদিরার হেম পাত্র,
অনন্ত যৌবন ময়ী স্বর্গের অপ্সরা!
কিন্তু যবে
ব্যর্থ করি' ইন্দ্রিয়ের হেন প্রলোভন,
কঠোর তপস্যা মাঝে রহিনু অটল,
মানিল বিস্ময় যত স্বর্গ অধিবাসী।
তার পরে
বাড়াইতে দেবতার বিস্ময়ের সীমা,
দেখাইতে সৌন্দর্য্যের কল্পনা আমার,
উরু হতে সৃজিলাম
যৌবন পুষ্পিত তনু জ্যোতির বল্লরী,
সৌন্দর্য্যের শত দল উর্ব্বশী অপ্সরা।

নারদ। সেই সে উর্ব্বশী তব দুর্ব্বাসার শাপে,
দিবসে অশ্বিনী আর নিশীথে অপ্সরা,
ভ্রমিতেছে মর্ত্ত্যধামে তিতি অশ্রুজলে।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই নাকি!
কিবা অপরাধ তার?

নারদ। হেরি' দুর্ব্বাসার
শ্মশ্রুগুম্ফ বিশোভিত তপঃক্লিষ্ট দেহ.
চটুলা অপ্সরা,
বনচর পশু সাথে
মনে মনে দিয়াছিল তুলনা তাহার।

শ্রীকৃষ্ণ। এই অপরাধে হেন গুরু অভিশাপ!

নারদ। দিয়া অভিশাপ,
গিয়াছে আহার-নিদ্রা ঋষি দুর্ব্বাসার;
গেছে তাঁর-জপ তপ, শান্তি জীবনের;
রাত্রিদিন দহিতেছে অন্তর তাঁহার
অনির্ব্বাণ জ্বালাময় অনুতাপানলে।

শ্রীকৃষ্ণ। অনুতাপ অনুবর্ত্তী সর্বদা ক্রোধের।

নারদ। তাই প্রভু, করি অনুরোধ,
ঋষির মনের জ্বালা কর তুমি দূর;—
কর দূর উর্ব্বশীর এই মহাশাপ,—
মহাশাপ অভাগিনী তনয়ার তব।

শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় উর্ব্বশী আছে এখন দেবর্ষি?

নারদ। অবন্তী নগরে রাজা দণ্ডীর আলয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। দণ্ডীর আলয়ে!
দণ্ডী—দণ্ডী—রাজা দণ্ডী—
যান ঋষি,—করুন বিশ্রাম!
বাঞ্ছা-কল্পতরু আমি,

অবশ্যই পুরাইব মনোবাঞ্ছা তব।
এই,—কে আছ?

(অনেক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল)

লয়ে যাও দেবর্ষিরে বিশ্রাম ভবনে।

(প্রহরী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন)

হ্যাঁ, আর শোন,
সাত্যকিরে জানাও সংবাদ,
এই দণ্ডে চাহি আমি সাক্ষাৎ তাহার।

নারদ। আসি তবে প্রভু!

(শ্রীকৃষ্ণ নারদকে প্রণাম করিলেন।
নারদ নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রহরীর সহিত চলিয়া গেলেন)।

শ্রীকৃষ্ণ। মিছে আর বিলম্বের কিবা প্রয়োজন,
সমিধের আরোহণ,
হোক তবে আজি হতে মহাযজ্ঞ হেতু।
এই উর্ব্বশীরে তবে উপলক্ষ্য করি'
বিধ্বস্ত করিব আমি অবন্তী নগর,
দণ্ডীরে করিব দীন পথের ভিক্ষুক,
ধর্ম্ম্যরাজ্য স্থাপি'
পাণ্ডবেরে দানিবারে শাসন তাহার
পরীক্ষিব তাহাদের ধর্ম্মপ্রীতি কত!

(সাত্যকি আসিলেন)

সাত্যকি। স্মরণ করেছ মোরে যাদব-প্রধান?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ সাত্যকি!
দূত রূপে এখনি তোমারে
যেতে হবে দণ্ডী-রাজ্য অবন্তীনগরে।

সাত্যকি। অবন্তী নগরে?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রিয়।
এই মাত্র শুনিলাম দেবর্ষির মুখে,
অবন্তী ঈশ্বর নাকি
আনিয়াছে ধরি' কোথা হতে
সর্ব্ব সুলক্ষণ এক অপূর্ব্ব অশ্বিনী,
আমি চাই লভিবারে সে অশ্বিনী তার।

সাত্যকি। তুমি চাও লভিবারে সে অশ্বিনী তার?

শ্রীকৃষ্ণ। চাই।
বিনিময়ে তার,
ধনরত্ন মণি মুক্তা যা চাহে ভূপাল,
অকাতরে তাহা দানিতে প্রস্তুত আমি।

সাত্যকি। নারিনু বুঝিতে দেব, ছলনা তোমার।
ক্ষত্রিয়ের খড়্গ, অশ্ব, পত্নী প্রেমময়ী,
জীবন হতেও প্রিয়,—জান তাহা তুমি।
আরো জান, দণ্ডী নহে অশ্ব ব্যবসায়ী।
তবু তুমি চাও
মূল্য দিয়া কিনিবারে অশ্বিনী তাহার?
অবন্তীর রাজা,—
মূল্য লয়ে বেচিবে সে অশ্বিনী তোমারে?

হেন অসম্মান,
অম্লান বদনে দণ্ডী ল'বে মাথা পাতি ?

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি যদি লয়,
মাথা কাটি' তার ধূলায় লুটাব আমি।

সাত্যকি। একি এ অন্যায় কোপ দণ্ডী' পরে দেব ?
অশ্বিনী কি ঠেকি দায় ডাকিছে তোমায় ?
কিংবা যাচে সকাতরে হেরিতে চরণ ?
অথবা দণ্ডীর
কাল বুঝি পূর্ণ হল এত দিন পরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কিছু নয়, রে সাত্যকি, শুধু ইচ্ছা মম।

সাত্যকি। শুধু ইচ্ছা তব !
ইচ্ছাময় পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি নারায়ণ,
তোমারি ইচ্ছায়
দেখা দেয় পূর্ব্বাচলে নিশান্তের নভে
জ্যোতির সপ্তাশ্ব রথে তরুণ তপন,
নিশীত আকাশে ফুটে নক্ষত্রের ফুল,
সমীরণ করে দান নিখিল জীবন,
ঘূর্ণ্যমান গ্রহদল নিজ কক্ষ পথে !
তোমার ইচ্ছায় দেব, দিতে পারে বাধা,
হেন শক্তিমান কেবা আছে ধরাতলে !

শ্রীকৃষ্ণ। আছে—আছে রে সাত্যকি,—বহুজন আছে
হস্তিনায় ছত্রপতি রাজা দুর্য্যোধন,
আছে শাল্ব সৌভপতি মহাবীর্য্যবান,
আছে, কাশীশ্বর, করুষের অধিপতি,

আছে দণ্ডী কৃষ্ণ দ্বেষী অবন্তী নগরে,
যাও বীর,
আজ্ঞা মম করগে পালন।

সাত্যকি। কর আশীর্ব্বাদ,
নির্ব্বিবাদে মিটে যেন সর্ব্ব গোলযোগ।

[চলিয়া গেলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ। হে ভারত,
অত্যাচার, অবিচার, রূঢ় উৎপীড়ন,
অধর্ম্ম, অন্যায় আর পুঞ্জীভূত পাপ,
যুগে—যুগে—যুগে—
জমায়েছে বক্ষে তব যত আবর্জ্জনা,
অতি দর্পী ক্ষত্ররক্তে ধৌত করি তাহা,
তোমারে করিব আমি উজ্জ্বল ভাস্বর,—
ধরণীতে ধর্ম্মরাজ্য মহান্ ভারত!

(সুভদ্রা আসিলেন)

সুভদ্রা। ধরণীতে ধর্ম্মরাজ্য মহান্ ভারত;—
তারি কল্পনায় তুমি রয়েছ বিভোর!
কিন্তু হে কেশব,
শুনি নাকি দুর্য্যোধন,
পাণ্ডব নিধন তরে,
করিয়াছে সম্মিলিত সমগ্র ভারত,—
মহাবল একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা!

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য ভদ্রা, কিন্তু যুদ্ধ বাধেনি এখনো

সুভদ্রা। না বাধুক,—

বাধিতে বা কতক্ষণ দাদা ?
শুনি এই প্রত্যাসন্ন সংগ্রাম বারতা,
দূরে গেছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিদ্রা নয়নের ;
মন মোর হইয়াছে বড়ই চঞ্চল।
আজ্ঞা দাও,
যাব আমি স্বামী পাশে বিরাট ভবনে !
ভয় হয় মনে,—
না জানি কি ঘটে এই ঘোর মহারণে !

শ্রীকৃষ্ণ। রণ বার্ত্তা শুনি ভদ্রা,
হেন চঞ্চলতা কভু সাজেনা তোমারে···
তুমি ভার্য্যা অর্জ্জুনের।
ধর্ম্ম বলে বলী পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
কার সাধ্য এ সংসারে করে পরাজয় !
শুন ভদ্রা,
চাহ যদি পাণ্ডব—কল্যাণ,
পাণ্ডব ঘরণী তুমি,—ধর্ম্মে রেখ মতি।
ধর্ম্ম যার আমি তার—ধর্ম্মে বাঁধা আমি।
আমারে রাখিলে বাঁধি,
পরাজয় অসম্ভব ত্রিভুবন মাঝে।

সুভদ্রা। হীন বুদ্ধি নারী,
কেমনে বুঝিব আমি ধর্ম্মের মহিমা !
দাও উপদেশ—সার ধর্ম্ম কিবা।

শ্রীকৃষ্ণ। সার ধর্ম্ম জগতের আশ্রিত পালন।
নিরাশ্রয়ে করে যেই আশ্রয় প্রদান,

আশ্রিতের তরে যেই ত্যজে ধন-প্রাণ
চিরদিন থাকি আমি বাঁধা তারি পাশে।

সুভদ্রা। তোমার করুণা বিনা শ্রীমধুসূদন
কোথা শক্তি করিবারে আশ্রিত রক্ষণ!
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মোর তোমারি চরণ,
তোমারি চরণ দু'টি রাখি হৃদি মাঝে
তোমারি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে যাব আমি।
আজ্ঞা দাও হে মাধব, সারথি দারুকে,—
ব্যাকুল অন্তর মোর,
যেতে চাই আমি আজি পাণ্ডব সদনে।

শ্রীকৃষ্ণ। চল ভগ্নি,
আমি নিজে করে দিই যাত্রা আয়োজন!

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অবন্তী।—প্রাসাদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণ।

কঞ্চুকীর পিছনে পিছনে কতকগুলি বালিকা কোলাহল করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কাহারও হাতে বরণ ডালা, কাহারও হাতে ফুলের মালা কাহারও হাতে চন্দনের পাত্র ইত্যাদি বিবাহ কালীন উপকরণ।

বালিকাগণ। ও কঞ্চুকীমশাই—কঞ্চুকীমশাই, আমরা তোমায় বিয়ে কর্‌ব,—আমরা তোমায় বিয়ে করব...

কঞ্চুকী। আরে রে-রে-রে ···না, এ তো বড় জ্বালাতন করলে দেখ্‌ছি! যত মনে করি যে আজকালকার ছুঁড়ীগুলোর ছায়া মাড়াব না

আর—তত কিনা এরা আমার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? কালে-কালে মেয়ে গুলো হলো কি,—এ্যাঁ! বলি আমার কাছে কেন বাপু! এ বুড়ো বামুনকে ছেড়ে বরং সমবয়সী দেখে একটা রাজপুত্তুর-টুত্তুর পাকড়াও করগে যা,—আখেড়ে কাজে লাগবে।

বালিকাগণ। না, আমরা তোমায় বিয়ে কর্‌ব কঞ্চুকীমশাই,—আমরা তোমায় বিয়ে কর্‌ব।

কঞ্চুকী। আরে আমায় বিয়ে করবি কিরে বাবা! আমার মাথার চুল পেকে ধুতরো বন হয়ে গেছে গায়ের্ মাংস লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে......তোরা আমায় বিয়ে করবি কিরে! আলো চাল খেকো বুড়ো বামুন আমি,—আমার ঘাড়ে কি তেমন জোর আছে বাছারা! এতগুলো তো দূরের কথা, তোমাদের মধ্যে একটী ঘুড়ীভূত যদি আমার ঘাড়ে চাপে,—তাহলে বাস—ঘাড়ের ডগাটি আমার মট করে ভেঙ্গে যাবে।

১মা বালিকা। তুমি আমাদের ঘুড়ীভূত বলছ কঞ্চুকীমশাই?

কঞ্চুকী। আমি কি আর স্বেচ্ছায় বল্‌ছি বাছা—তোমরাই বলাচ্ছ যে! সেকালে মেয়ে মানুষ মরে পেত্নী হত—আর মাদী ঘোড়া মরে হত ঘুড়ী ভূত। কিন্তু এখন যা দিন কাল পড়েছে—তাতে তো দেখছি আজকালকার ছুঁড়ীরা না মরেই ভূত হতে আরম্ভ করেছে!—তাও আবার যে-সে ভূত নয়—ঘুড়ীভূত! কেন বাছারা, পেত্নী হতে কি আর মন ওঠে না?

২য়া বালিকা। তোমার কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।

কঞ্চুকী। কেন? না বুঝতে পারার মত এতে আর আছে কি! আমাদের অমন সোনার চাঁদ রাজা,—তা ঘুড়ীভূত হয়ে ঘাড়ে চেপে তাঁর মাথাটি তো তোমরা দিব্যি চিবিয়ে খাচ্ছ! আগে মনে করেছিলুম, ঘোড়া রোগ-টোগ বুঝি হয়েছে কিছু। কিন্তু এখন দেখছি, তা তো না—

বদ্যি মশাই ঠিকই বলেছিল—এতো অসুখ-বিসুখ কিছু নয় বাবা—এ যে অপদেবতার দৃষ্টি! এখন খুজেপেতে ভাল দেখে একজন রোজা ডেকে এনে ঝাড়-ফুঁক করাতে না পারলে আর নিস্তার নেই।

১মা বালিকা। আমরা খুব ভাল ঝাড়-ফুঁক জানি কঞ্চুকীমশাই।

কঞ্চুকী। এ্যাঁ! বলিস্ কিরে!…তোরা ভুত হয়ে চাপিস্ আবার রোজা হয়ে ঝাড়িস্?

১মা বালিকা। হ্যাঁ, দরকার পড়লে চাপি, আর…

কঞ্চুকী। থাক। আর তোমাদের গুণ ব্যাখ্যায় কাজ নেই! এখন ভালয় ভালয় পথ দেখ দিকি বাছারা।

বালিকাগণ। পথ দেখব কি রকম! আমরা যে তোমাকে বিয়ে করব কঞ্চুকীমশাই।

কঞ্চুকী। আবার সেই কথা—এ্যাঁ! তোরা বলিস কিরে! আমি এই বুড়ো—

বালিকাগণ! তা হোক।

গীত।

আমরা তোমায় করবো বিয়ে ও আমাদের বুড়ো বর।
তোমায় নিয়ে মিলে মিশে মনের সুখে করব ঘর।
ফোক্‌লা মুখে দরাজ হাসি, আমরা বড় ভালবাসি;
পাকা চুল দেব তুলে তাতেই হাড়ে আসবে জ্বর॥
ছেলে পুলের অনেক জ্বালা, বুড়ো বরে নেই সে ভয়
বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা আদর নাকি বেশীই হয়।
শুকনো গাছে ফুল ফোটাব,
মান ভাঙাতে ঘাম ছোটাব,
চিবুনো পান গালে দিয়ে প্রাণটি তোমায় করব তর॥

[চলিয়া গেল।

কঞ্চুকী। যাক বাঁচা গেল? আজকাল কার ছুঁড়ীগুলো দিনে দিনে হল কি—এঁ্যা! লজ্জা নেই, সরম নেই, পুরুষমানুষ দেখে একটু সমীহ নেই—একেবারে অশ্বিনী অবতার! যাক্ এ বুড়ো বয়সে ছুঁড়ীদের কথায় আর কাজ নেই বাপু। এখন যাই রাজাটার ভূত ছাড়াবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করিগে। কিন্তু ভাল রোজার সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়।

সুদর্শন আসিয়া উপস্থিত হইলেন

সুদর্শন। সন্ধান আমি দিতে পারি ঠাকুর মশাই।

কঞ্চুকী। তুমি! তুমি কে? নব জলধর যিনি শ্যামল কান্তি—চন্দন চর্চ্চিত সুন্দর ললাট,—নীল নলিন দু'টি আঁখি—গলায় বন ফুল-মালা—হাতে মুরলী—তুমি কে হে বাপু?

সুদর্শন।　　গীত।

আমি অজয়-অমর, চির-অক্ষয়,
লোকোত্তর স্থিতিবান
আগম-নিগম সকল বিলয়
আমাতে হে সুমহান্।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি
ব্যাপিয়া রয়েছি আমি নিরবধি,
আমারি অসীম করুণা ধারায়
করিছে নিখিল স্নান।
ফুলে ফুলে ফুটে আমারি মহিমা
রবিশশি ঘোষে আমারি গরিমা,
সৃজন-পালন সৃষ্টি ও স্থিতি
আমারি সে অবদান।

কঞ্চুকী। বাঃ বেশ পরিস্কার বোঝা গেল তো! কি প্রাঞ্জল ভাষা রে! আজ-কালকার ছোঁড়া-ছুঁড়ী সব কি এই রকম রে বাবা। বলি ছোকরা পরিচয় দিতে হ'লে যে বাপ ঠাকুরদ্দার নাম বলতে হয় তাও কি তুমি জান না বাপু?

সুদর্শন। বাপ ঠাকুর্দ্দা না থাকলে তার নাম আর বলব কি করে বল।

কঞ্চুকী। বাপ ঠাকুর্দ্দা নেই? তবে তুমি কি বাবা, ভুই-ফোঁড় নাকি? এ ছোঁড়া বলে কি গো—এঁ্যা! এও কি আজ-কালকার ধরণ নাকি!

সুদর্শন। আমার যে জন্মই নেই ঠাকুর, তা বাপ ঠাকুর্দ্দা থাকবে কি করে।

কঞ্চুকী। এঁ্যা! তোমার জন্মই নেই! তা হলে তুমি হ'লে কি করে বাবা?

সুদর্শন! যেমন করে হ'ল ঐ নীল আকাশ—যেমন করে হল এই নিখিল বিশ্ব—

কঞ্চুকী। থাক বাবা থাক। আর তোমার ডেঁপোমিতে কাজ নেই! এখন হেঁয়ালি ছেড়ে, সোজা কথায় রোজার সন্ধানটা দাও দিকি বাবা।

সুদর্শন। মৎস্য দেশের নাম শুনেছ?

কঞ্চুকী। তা আর শুনিনি!—এ ছোক্‌রা বলে কি শোন! মৎস্য দেশে তো বিরাট রাজার রাজ্য! আরে সে দেশে যে আমার পিসতুতো শালার মামাশ্বশুরের ভায়রা-ভাইয়ের নাতজামাই বাড়ী।

সুদর্শন। বটে—বটে! তা হ'লে তো দেখ্‌ছি, সেখানে তোমার একজন খুব নিকট আত্মীয় থাকেন হে! তা বেশ—বেশ! সেই মৎস্য দেশে উত্তর—গো গৃহের কাছে অম্বিকা দেবীর এক মন্দির আছে! সতী অঙ্গ সেখানে পড়েছিল—মার পায়ের আঙ্গুল—দেবী বড় জাগ্রত!

তুমি যদি তোমার রাজার মঙ্গল কামনা করে' দেবী পূজার ফুল আন্‌তে পার, তা হলে মায়ের নাম নিয়ে আমিই তোমার রাজার ভূত ঝাড়িয়ে দেব।

কঞ্চুকী। এঁ্যা! তাই নাকি! তুমি এত বড় ওস্তাদ?

সুদর্শন। নিশ্চয়ই।

কঞ্চুকী। তা বেশ বাবা—বেশ। বুড়ো বামুন আমি—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি—হাজার বছর পেরমাই হোক তোমার বাবা—হাজার বছর পেরমাই হোক তোমার।

[নিজেই নিজের পায়ের ধুলা লইয়া বারবার সুদর্শনের মাথায় দিতে লাগিলেন]।

সুদর্শন। ওকি ঠাকুর, তোমার পায়ের ধাব্‌ড়া ধব্‌ড়া ধূলো তুমি আমার মাথায় দিচ্ছ!

কঞ্চুকী। তা দেব দেব বৈকি বাবা। তুমি আমার এত বড একটা উপকার করলে—আর আমি বামুনের ছেলে—তোমার মাথায় আমার একটু পা'র ধূলো দেব না!

সুদর্শন। দেখ ঠাকুর, তোমার মনটি বড় সরল। আমার ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে আমি বন্ধু পাতাই!

কঞ্চুকী। বেশ তো, আমার ও তাতে আপত্তি নেই। তোমার মত এঁচড়ে-পাকা ছোঁড়াদের আমার মত বন্ধু না হলে পোষাবে কেন বল! তা হলে এস—আমাকে আবার রাজবাড়ীতে যেতে হবে এখনি। রাজার জন্যে মনে আমার একটুও শান্তি নেই, বন্ধু। আমাদের অমন সোনার চাঁদ রাজা—রাজকার্য্যে আর তার মন নেই—ভাল ভাল ছুঁড়ীর জন্যে রাতদিন চুলবুল করে' বেড়ায়! তাতেই না ঘুড়ীভূত ওর ঘাড়ে চাপল! বলব কি বন্ধু, মনের দুঃখে রাণীটা পর্য্যন্ত কোথায়

বিবাগী হ'য়ে গেছে! যাই হোক, বন্ধু বলে যখন আমায় একবার ডেকেছ তুমি তখন আমাদের রাজার যা হোক একটা হিল্লে তোমাকে কর্‌তে হবে। মৎস্যদেশে আমি কাল রওনা হব। যাবার সময় কিন্তু তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

সুদর্শন। বেশ তাতে আর আমার আপত্তি কি! সারা জগত জুড়ে শুধু টো-টো করে ঘুরে বেড়ানই যে আমার কাজ বন্ধু।

কঞ্চুকী। তা তোমার হালচাল দেখে কতকটা বুঝতে পারছি। বেশ তা হলে এস আমার সঙ্গে।

সুদর্শন। চল।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অবন্তী—কুটিরের সম্মুখ ভাগ।

অন্ধ মার্দ্দব একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

মার্দ্দব। পারি—পারি—আজও আমি পারি। নিশ্চয়ই পারি। আমি যদি মনে করি, এই জীর্ণ পর্ণ কুটীর আবার আমি গগনস্পর্শী সৌধে পরিণত করতে পারি—দীন দরিদ্র পথের ভিক্ষুক আমি আবার এই মহানগরীর শ্রেষ্ঠিপতি হতে পারি। পারি না? কেন পারব না? এই অন্ধ, দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ হয়েছি বলে? হই আমি অন্ধ, দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ —তবু যদি আমি আমার ময়ূরমুখী সপ্তডিঙা নিয়ে একবার সমুদ্র তীরে গিয়ে দাঁড়াই—সসম্ভ্রমে রত্নাকর তার ভাণ্ডার উজাড় করে' এনে এখনো আমার পায়ের তলায় উপহার দিয়ে যায়! যার বাণিজ্য তরণী একদিন সপ্তসাগর মন্থন করে' পৃথিবীর দিগদিগন্তর হ'তে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য

আহরণ করে' এনেছে—আমি সেই অবন্তীর শ্রেষ্ঠ নাগরিক শ্রেষ্ঠীপতি মার্দ্দব,—আমি পারি না? খুব পারি আমি,—খুব পারি।

আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

আসক্তি। গীত।

খুব পার তুমি,—খুব পার
থাক্‌তে মনে শক্তি তোমার,
কেন জীবনটাকে শুকিয়ে মারো॥
বসে বসে কেন কাঁদ,
গুছিয়ে তোমার কোমর বাঁধ;
নতুন করে পাতো খেলা,
আগের চেয়ে জমবে আরো

মার্দ্দব। কিন্তু মেয়েটা বারন করে। বলে,—"কি হবে বাবা আমাদের ঐশ্বর্য্যে! এই তো আমরা বেশ আছি,—পর্ণ কুটিরে তৃণ শয্যায়, ভিক্ষান্ন ভোজনে।" তা বলে সে নেহাত্ মন্দ নয়। ঐশ্বর্য্য ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, কিন্তু দারিদ্র ও করিয়ে দেয় তাঁকে স্মরণ। ঐশ্বর্য্য জাগায় আকাঙ্ক্ষা,—দারিদ্র্য আনে নিবৃত্তি। ঐশ্বর্য্য জ্বালে আগুন,—দারিদ্র ঢালে জল। না বাঁধন যখন কেটেছে একবার তখন আর আমি জড়াচ্ছি না কিছুতে। ঐশ্বর্য্যটা ছেড়েছে বটে কিন্তু ছাড়েনি তার মায়া। না, ছাড়ব—ছাড়ব। ছাড়তে যখন একবার আরম্ভ করেছি, তখন এক এক করে' সব ছাড়ব আমি,—সব ছাড়ব।

বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৈরাগ্য। গীত।

সব ছাড় তুমি—সব ছাড়।
সকল ছাড়ায় সব পাওয়া যে
কেন সেই কথাটা বুঝতে নারো॥

হাসি কান্না সবই মিছে
সবই পড়ে রইবে পিছে
হাল্কা হ'লে জমবে পাড়ি,
মায়ার কেন ধার যা ধারো ॥

মার্দ্দিব। কে—কে তোমরা? বেশ তো আমার তালে তাল দিয়ে যাচ্ছ! আমি যখন উঠতে চাইছি, তখন এক জন আমাকে একেবারে, পর্ব্বত শিখরে তুলে দিচ্ছ,—আর, যখন নামতে চাইছি, তখন আর একজন আমাকে একেবারে সমুদ্র-গর্ভে ফেলে দিচ্ছ। কে—কে—কে—তোমার?

দ্বৈত গীত।

আসক্তি। আমি জীবনের সোণার স্বপন, মায়ার ইন্দ্রজাল।
বৈরাগ্য। আমি তারি কাটান মন্ত্র ফাঁসাই ভেল্কীর চাল।
আসক্তি। থাক্—থাক—থাক; বধূ তোমার মুরদ আছে জানা।
বৈরাগ্য। সখি, কিছুই জান না;
জানলে পরে চলতে বুঝে, বদলে যেত হাল ॥
আসক্তি। শোন, বধু শোন,
আমার পিছে লাগছ মিছে লাভ হবে না কোনো
বৈরাগ্য। লাভের আশায় ছাই,—
গয়লাভেতেই লোভ বেশী মোর, মাইরি বলছি ভাই।
আসক্তি। এমন ছিঁচ কাঁদুনে নেই আঁকড়ের জুড়ি মেলাই ভার
হেরে গিয়েও জিতবে তবু মানবো নাকো হার!
বৈরাগ্য। হার মানাতে পারলে কই আর,—
লড়তে এসে ঘাব্ড়ে গিয়ে খাচ্ছ শুধু টাল ॥

আসক্তি। আরে যাও—যাও— যাও—যাও [চলিয়া গেল।
বৈরাগ্য। আরে শোন—শোন—শোন—শোন [চলিয়া গেল।
মার্দ্দিব। চলে গেল,—বোধ হয় চলে গেল! হঠাৎ এক ঝলক দমকা

হাওয়ার মত এসে ওরা যেন আমার সব ওলট্‌-পালট্‌ করে দিয়ে গেল ! ঠিক বুঝতে পারছিনা,—কি আমার করা উচিত। দাঁড়াব আর একবার কোমর বেঁধে ?···না, যেমনি যাচ্ছি তেমনি ভেসে যাব স্রোতের টানে তৃণ খণ্ডের মত।····দেখব আর একবার পরীক্ষা করে' আমার পুরুষাকারের শক্তি ?...না, যেমনি চলেছি তেমনি চলে যাব দৈবের হাত ধরে এই বাকী জীবনের পথটুকু ! না, বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে দেখছি।

বিনতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন

বিনতা। কিসের ভাবনা বাবা ? আবার বুঝি মনে মনে তুমি বাণিজ্যে যাবার মতলব আঁটছিলে ?

মার্দ্দব। আঁটছিলুম মা—আঁটছিলুম। তুই আমার কত আদরের একমাত্র মা-হারা মেয়ে বাসবী,—দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে করে' এনে আমায় দিবি,—আর আমি,—অবন্তীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক শ্রেষ্ঠিপতি মার্দ্দব আমি—আমি তাই অম্লান বদনে বসে-বসে আমার মুখে তুলবো.!

বিনতা। কেন তুলবে না বাবা ! যখন তোমার শক্তি ছিল, সামর্থ ছিল,—তখন তো তুমি কারও গলগ্রহ হওনি। আজ তুমি বার্দ্ধক্যে স্থবির,—রোগে দুর্ব্বল,—উৎপীড়নে অন্ধ,—আমি তোমার একমাত্র সন্তান, আজ আমার সেবা শুশ্রূষা নিতে এত সঙ্কুচিত তুমি ?

মার্দ্দব। সঙ্কুচিত নই মা,—সঙ্কুচিত নই। সেবা শুশ্রূষা তুই যত পারিস আমাকে কর,—তা নিতে আমার একটুও আপত্তি নাই। কিন্তু কোটি কোটি অনাথা আতুরের যে ছিল একদিন অন্নদাতা,—তার মেয়ে হ'য়ে তুই দোরে দোরে ভিক্ষা করে' বেড়াবি...

বিনতা। সেই তো পিতৃভক্তির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা বাবা।

মার্দ্দব। বাসবি—বাসবি—

বিনতা। বাবা—বাবা—

মার্দ্দিব। কাছে আয় মা,—একবার কাছে আয়···[বিনতা যাইয়া মার্দ্দিবের বুকে লুটাইয়া পড়িলেন। মার্দ্দিব সস্নেহে তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার অন্ধ চক্ষু দুইটি হইতে দরদর ধারে অশ্রু ঝরিয়া বিনতার মাথার উপরে পড়িতে লাগিল।]

[অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন] পেতেই হবে—পেতেই হবে —এর প্রতিফল তাকে একদিন পেতেই হবে! নিস্পাপ, নিরপরাধ আমরা,—আমাদের ওপর এই অত্যাচার, আমরা মুখ বুজে সহ্য করলেও ভগবান তা' কখনও সহ্য করবেনা বাসবি। অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সত্য হয়,—তবে অত্যাচরিতের দীর্ঘশ্বাসও হবে তেমনি সত্য। যুগে যুগে অত্যাচারও হয়েছে যেমনি.....অত্যাচারিতার মিলিত দগ্ধ শ্বাসে অত্যাচারীও পুড়ে মরেছে তেমনি। মরবে—মরবে—রাজা দণ্ডীও তেমনি—

বিনতা। বাবা—বাবা—[মার্দ্দবের মুখ হাত চাপা দিয়া বলিলেন] ক্ষমা কর—ক্ষমা কর বাবা, তোমাদের এই হতভাগ্য রাজাকে। গিলে ফেলে দাও বাবা, তোমার অনুচ্চরিত অভিসম্পাত,—রোধ কর তোমার দু'ইটি চক্ষের উচ্ছ্বসিত অশ্রু,—চেপে রেখে দাও তোমার নাসা প্রান্তের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। যে অজ্ঞান,—অবিবেকী,মোহন্ধ, তাকে করুণা করাই যে মহত্তের ধর্ম্ম বাবা!

মার্দ্দব। কিন্তু আমরা তাকে করুণা করলেও,—সূর্য্য কিরণের মত যার সমদৃষ্টি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে.—সে তো তাকে করুণা করবে না বাসবি। আর বোধ হয়, তার সূত্রপাত ও হয়েছে। শুনলুম, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ নাকি অবন্তী আক্রমণে সসৈন্যে অভিযান করেছেন। মথুরার কংস, মগধের জরাসন্ধ, চেদির শিশুপাল যার রোষ-দৃষ্টিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—

বিনতা। বাবা—বাবা—তোমার সায়ং সন্ধ্যার সময় উপস্থিত। চল, কুটিরে চল।

মার্দ্দব। সায়ং সন্ধ্যার সময় উপস্থিত? তবে চ'মা আমাকে নিয়ে চ।

বিনতা। (মার্দ্দবের হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন) ভগবান—ভগবান! এই অসহায়—সর্ব্বহারা—অন্ধ মানুষটির দৃষ্টি হীনতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যে মিথ্যার আশ্রয় আমাকে নিতে হয়েছে,—তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা কর ঠাকুর। আশীর্ব্বাদ ক'র দয়াল, আমার এই দুঃখ-বরণের কঠোর তপস্যায় চিত্ত যেন আমার অটল থাকে—আমার চোখের জলে তাঁর সমস্ত কালিমা ধৌত হয়ে যায়। আমার পুণ্য নিয়ে আমার স্বামীকে তুমি ক্ষমা কর ঠাকুর—আমার স্বামীকে তুমি ক্ষমা কর।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

অন্তরীক্ষ পথে গীতকণ্ঠে দ্বাপরের আবির্ভাব হইল।

দ্বাপর।　　　　**গীত।**

ক্ষমা নাই,—ক্ষমা নাই
নয়নে তাহার জ্বলিছে আগুন,
পুড়ায়ে করবে ছাই॥
আপনার জনে সজল আঁখিতে,
বধিয়াছে সে যে বিশ্বের হিতে!
ক্রন্দন-রোল উঠে চারি ভিতে,
প্রতিকার তার চাই।
দুষ্কৃত জন দমন কারণ
নব নব রূপে তারি আগমন,
বেদনা বিহারী সে যে নারায়ণ,
বিঘোষিছে যুগ তাই॥

[অন্তর্ধান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অবন্তী—প্রমোদ কক্ষ

দণ্ডী ও উর্ব্বশী কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

দণ্ডী। প্রিয়ে,
মহতী পরীক্ষা আজি সম্মুখে আমার!
দ্বারকায় রাজ্য স্থাপি,
নীচমতি গোপের নন্দন,
অহঙ্কারে হারায়েছে স্পর্দ্ধা-সীমা তার।
তাই গর্ব্বভরে,—
ক্ষত্রিয় নৃপতি আমি—আমার আশ্বিনী—
নহে সে অশ্বিনী শুধু—
অশ্বিনীর ছদ্মবেশে মোর প্রিয়তমা,—
জীবনের ধ্রুবতারা তোমারে লো সখি,—
পদে তার দিতে উপহার,—
মহাদম্ভে দানিয়া আদেশ,—
দূতরূপে
পাঠাইয়াছিল তার বন্ধু সাত্যকিরে।
যোগ্য লাঞ্ছনায়
দানিয়াছি উপযুক্ত উত্তর তাহার।
তাই,
নারী বস্ত্র চোর সেই গোপের দুলাল,
সাজাইয়া সৈন্যদল মহা সমারোহে
করিয়াছে অবরোধ অবন্তী আমার।

উর্ব্বশী। হায় প্রিয়তম,
অভিশাপ ফিরিতেছে পশ্চাতে আমার !
দুর্ভাগিনী আমি ;—
আমার দুর্ভাগ্য সাথে
জড়াইয়া গেছে আজি অদৃষ্ট তোমার।
তাই মোর তরে,
এ হেন সঙ্কট আজি ঘিরিয়াছে তোমা !

দণ্ডী। সঙ্কট !
ক্ষত্রিয়ের তপ্তরক্ত অগ্নিস্রোত সম,
দিবা-রাত্রি ফুটিতেছে শিরায় আমার—
লো রূপসি,
সঙ্কটেরে আমি নাহি ডরি ;—
নাহি ডরি
গোপান্ন উচ্ছিষ্ট ভোজী রাখাল কৃষ্ণেরে
বাল্য যার কাটিয়াছে গোচারণ মাঠে
পাচনী লইয়া হাতে গাভীদল পিছু
তারি হস্তে হেরি আজি তীক্ষ্ণ তরবারি,
ভীত হব ক্ষত্র আমি অবন্তী ঈশ্বর !

উর্ব্বশী। জানি রাজা—মহাযোদ্ধা ক্ষত্রবীর তুমি।
কিন্তু প্রিয়তম,
কাজ নাই মোর তরে এহেন সংগ্রাম !
অবন্তীর শত শত অস্ত্রধারী বীর,
মোর তরে দেবে প্রাণ
কাঁদাইয়া তাহাদের পুত্র-পরিবার,

আর আমি এই তব প্রমোদ ভবনে
প্রবাল খচিত স্বর্ণ পালঙ্কের পরে
অম্লান বদনে বসি অশ্রুহীন চোখে,
নেহারিব তাহাদের সেই আত্মদান—
না- না—অসম্ভব—অসম্ভব তাহা।
তার চেয়ে,
হে প্রাণেশ, তুমি মোরে দাও গো বিদায়,
বনের অশ্বিনী আমি ফিরে যাই বনে।

দণ্ডী। বনের অশ্বিনী তুমি ফিরে যাবে বনে।
হায় নারী, বাজিবে না অন্তরে তোমার
মোর লাগি বিরহের করুণ ঝঙ্কার ?
জাগিবে না চোখে
মোর প্রেমে উদ্ভাসিত
অবন্তীর সুখতপ্ত এই দিনগুলি ?
অন্তর নিকুঞ্জে মোর এতদিন ধরি,
ঝরিল যে ফুলদল পূজায় তোমায়,
হায় গো পাষাণি,
অনায়াসে ভুলিবারে চাহ তুমি তাহা

উর্ব্বশী। তোমার পূজার ফুলে অন্তর আমার
প্রিয়তম চিরদিন রবে সুরভিত।
তব প্রেমে
অন্তরের দীপাধারে মোর,
জ্বলিয়াছে আলোকের যেই স্বর্ণ শিখা,
র'বে অনির্ব্বাণ তাহা

অন্তহীন মৃত্যুহারা জীবনে আমার।
কিন্তু রাজা,
মোর তরে অবন্তীর শত শত প্রজা
অকারণে রণক্ষেতে ত্যাজিবে জীবন,
কেমনে সহিব তাহা
নারী আমি—স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়া।

দণ্ডী। নহে অকারণে দেবি।
অবন্তীর একচ্ছত্র অধীশ্বর আমি,
আমার অশ্বিনী চাহি' মহাদম্ভ ভরে
সারা অবন্তীরে
করিয়াছে অপমান কৃষ্ণ গোপাধম।
অবন্তীর বীরপুত্র নিঃশব্দে নীরবে
সহিবে না কভু
বৃথা গর্ব্বী যাদবের হেন অহঙ্কার।

উর্ব্বশী। কিন্তু রাজা, আমি মাত্র নিমিত্ত তাহার।
আমি যদি চলে যাই রাজ্য হতে তব,
হয় তো বা
থেমে যাবে এই রণ-উত্তেজনা,—
উঠাইয়া অবরোধ
যাদব ফিরিয়া যাবে পুনঃ দ্বারকায়।

দণ্ডী। যাদব ফিরিতে পারে পুনঃ দ্বারকায়,
কিন্তু প্রিয়ে,
থামিবে না তাহে এই রণ-উত্তেজনা।
অবন্তী নীরবে কভু

করিবে না পরিপাক অপমান তার।
যাদব যদ্যপি ফিরে তুলি অবরোধ,
সাজাইয়া রণতরী অবন্তী তা হ'লে
আক্রমিবে তাহাদের
সাগর—তরঙ্গ ঘেরা দুর্গম দ্বারকা।

উর্ব্বশী। হায় প্রিয়তম!
অরণ্যের অগ্নি-শিখা আমি,
আমারে আনিয়া তুমি কক্ষে আপনার,
ইচ্ছা করি' ঘটাইলে এই অগ্নিদাহ।

দণ্ডী। ভুল—ভুল বুঝিয়াছ তুমি লো অপ্সরা;
অরণ্যের অগ্নি-শিখা নহ তুমি কভু!
নিশা-অন্ধকারে,
সুসজ্জিত এই মোর বিলাস-ভবনে,
মণিময় দীপাধারে গন্ধদীপ তুমি।
লো সুন্দরি,
অগ্নিদাহ ভয়ে, বল, কবে কে কোথায়
দীপহীন অন্ধকারে যাপে নিশিথিনী!

উর্ব্বশী। কিন্তু রাজা,
শান্তিপূর্ণ জীবনে তোমার
অশান্তির এই তীব্র উদ্বেগ চাঞ্চল্য...

দণ্ডী। জীবনের রঙ্গমঞ্চে নব দৃশ্যান্তর,—
নবীন রোমাঞ্চ!
সোনার স্বপন মাখি' তন্দ্রাতুর চোখে
জীবন ঘুমায়ে র'বে পুষ্প শয্যা 'পরে,....

মৃত্যু সে তো ক্ষত্রিয়ের দৈনিক জীবনে !
তার চেয়ে,
সিন্ধু-শকুন্তের সম দুরন্ত উল্লাসে
জীবন লভিবে মুক্তি
ঝঞ্ঝাদীর্ণ আকাশের বজ্রদীপ্ত মাঝে,
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে
বিস্তারিয়া সুবিশাল দু'টি পক্ষ তার
উড়ে যাবে অবারিত অশান্ত চঞ্চল
মত্ত মেঘ দল সাথে দুর্জ্জয় আগ্রহে
গতির দ্রুততা লয়ে জ্বলন্ত উৎসাহে
পরীক্ষিবে আপনার শক্তি কতখানি···
সে তো আশীর্ব্বাদ—
আশীর্ব্বাদ সে তো প্রিয়ে, জন্মের ললাটে ।

উর্ব্বশী। যুদ্ধ তবে অনিবার্য্য ?

দণ্ডী। অনিবার্য্য যুদ্ধ প্রিয়তমে !
নিশান্তেই রণভেরী উঠিবে বাজিয়া ,
না ফুটিতে পূর্ব্বাচলে উষার আলোক,
না ভাঙিতে নিদ্রা এই সুপ্ত ধরণীর,
ভৈরব হুঙ্কারে অস্ত্র উঠিবে গর্জ্জিয়া,
পৃথিবী উঠিবে দুলি' বীর পদ ভরে,
আকাশ হইবে দীর্ণ আর্ত্ত আর্ত্তনাদে !
প্রলয় তাণ্ডবে নাচি' রুদ্র মহাকাল
মহোল্লাসে বাজাইবে মৃত্যু করতালী !
ক্ষমা কর' প্রিয়ে,

দেহ গন্ধ সিক্ত তব নিশীথ শয্যায়,
কপোত-কপোতী সম বসি' মুখোমুখী,
মুগ্ধ চিত্তে করিব যে প্রেমের গুঞ্জন,
হেন অবকাশ
আজি রাত্রে আর সখি, নাহিক আমার।
গর্জ্জমান সিন্ধু সম উন্নত আক্রোশে,
যুদ্ধোৎসুক সৈন্যদল
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষিছে আদেশ, আমার···
যাই আমি, হাসি মুখে দাও লো বিদায়।

উর্ব্বশী। প্রিয়তম—

দণ্ডী। বৃথা চিন্তা আনিও না মনে প্রিয়তমে।
শঙ্কা কিবা?
তৃণবৎ যাদবের তুচ্ছ অবরোধ
মুহূর্ত্তেই করি' উন্মোচন
এখনি আসিব ফিরি' বিজয় গৌরবে।

এই কথা বলিয়া দণ্ডী যেমনি বাহির হইতে যাইবেন অমনি উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে বাসবী আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

বাসবী। হাঃ হাঃ হাঃ। চোখ উপড়ে নেব—চোখ উপড়ে নেব—আমি চোখ উপড়ে নেব।

দণ্ডী। একি? কে তুমি? বাসবী!

বাসবী। মরে গেছে—মরে গেছে—সে অনেক দিন হ'ল মরে গেছে। যেদিন এক অন্ধকার কারাগারে শয়তানের আদেশে যমদূতের মত অনুচরেরা তারই চোখের সামনে তার রুগ্ন, দুর্ব্বল বৃদ্ধ পিতার চোখ উপড়ে নিলে—সেইদিন, সেইখানে, সেই মুহূর্ত্তেই সে মরে গেছে। মরে

সে প্রেতিনী হয়েছে। প্রেতিনী দেখবে! প্রেতিনী! হাঃ হাঃ হাঃ। চোখ উপড়ে নেব—চোখ উপড়ে নেব—আমি তোমার চোখ উপড়ে নেব।

বাসবী দণ্ডীকে সহসা আক্রমণ করিলেন। দণ্ডী সভয়ে পিছাইয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিনতা ছুটিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝামাঝি দাঁড়াইলেন।

বিনতা। [বাসবীর প্রতি] নাও—নাও—আমার চোখ উপড়ে নাও তুমি আমি ওর অর্দ্ধাঙ্গিনী…একই ফল হবে…নাও,—নাও দিদি, আমার চক্ষুর বিনিময়ে আমার স্বামীর চক্ষু আমাকে ভিক্ষা দাও তুমি। [বলিতে বলিতে বিনতা বাসবীর পায়ের তলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

বাসবী। যাঃ! ঘুলিয়ে দিলে—ঘুলিয়ে দিলে—আমার সব ঘুলিয়ে দিলে! তুই এখানে এলি কেন? ওরে তুই কেন এলি এখানে?

বিনতা। প্রাণের টানে দিদি—প্রাণের টানে।

বাসবী। যাঃ। আমার সব এলোমেলো হয়ে গেল রে—আমার সব এলোমেলো হয়ে গেল! অন্ধের নড়ি, ভিক্ষুকের ঝুলি তুই—তোর চোখ উপড়ে নেব আমি! নেব? উপড়ে নেব? মজা দেখ্‌বি একবার? [চক্ষু উৎপাটন করিতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি যেন ভাবিয়া সহসা থামিয়া গেলেন!] কিন্তু সে বাঁচবে কি করে'—সেই শয়তান যার চোখ উপড়ে নিয়েছে—মেয়েটা যার বিবাগী হয়ে গিয়াছে—সেই বুড়ো—অন্ধ? যাঃ! খুব বেঁচে গেল রে—খুব গেল আজ। কিন্তু ভুলব না—ভুলব না কোনদিন। একদিন না একদিন দেখবি তোরা—নিশ্চয়ই দেখবি—চোখ উপ্‌ড়ে নেব—চোখ উপ্‌ড়ে নেব আমি—নিশ্চয়ই চোখ উপ্‌ড়ে নেব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। [চলিয়া গেলেন।

দণ্ডী। বিনতা, একি?

বিনতা। তোমার মহাপাতকের পরিণাম, আর তারই প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার এই দুশ্চর তপস্যা। [চলিয়া গেলেন।

উর্ব্বশী। এরা কারা মহারাজ?

দণ্ডী। জীবনের ধিক্কার, আর ভাগ্যের বিদ্রূপ।

সহসা নেপথ্যে যাদব সৈন্যগণের উন্মত্ত রণোল্লাস ধ্বনি ও বহু কণ্ঠের আর্ত্তনাদ উঠিল।

দণ্ডী। একি! এ যে যাদব-সৈন্যের উন্মত্ত গর্জ্জন! এত রাত্রে! তবে কি…

ঝড়ের মত বেগে সৌবীর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সৌবীর। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ হল মহারাজ!
নিশাযোগে আকস্মাৎ নিদ্রিত অবন্তী
করিয়াছে আক্রমণ দুরাত্ম যাদব!
নগর-সীমান্তে রোধ' পলায়ন পথ,
একযোগে ঘরে-ঘরে দিয়াছে আগুন!
না টুটিতে নয়নের নৈশ ঘুমঘোর,
দলে-দলে অবন্তীর হতভাগ্য প্রজা,
মহা ঘুমে লভিতেছে অনন্ত বিশ্রাম।

দণ্ডী স্পর্দ্ধিত যাদব!
ক্ষত্রিয়ের রণনীতি দিয়া জলাঞ্জলি,
অতর্কিতে করি এই নৈশ আক্রমণ,
ভাবিয়াছে বুঝি তারা, অতি অনায়াসে,
করিবে বিধ্বস্ত মোর সোনার অবন্তী!
যাও বীর,
সাজাও বাহিনী মোর সুরাসুর জয়ী—
ধ্যান ভঙ্গ কপিলের অগ্নিদৃষ্টি সম

জলে উঠি প্রচণ্ড জালায়,
ভস্মসাৎ করে দাও স্পর্দ্ধা যাদবের।
প্রভাতের সূর্য্যালোক কাল যেন আর
নাহি হেরে অবন্তীর জীবন্ত যাদব।

[সৌবীর চলিয়া গেলেন।

এস দেবি,
দাঁড়াইয়া দুর্গশীর্ষে নির্নিমেষ চোখে
নেহারিবে অবন্তীর সংগ্রাম-নৈপুণ্য।

[উর্ব্বশীর হাত ধরিয়া দণ্ডীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অন্তরীক্ষ পথ।

গীতকণ্ঠে দ্বাপরের আবির্ভাব।

দ্বাপর। গীত।

আকাশ জুড়ে ঝড় উঠেছে বজ্রে বাজে আগমনী।
চোখের জলে ধুইয়ে দিতে চরণ তাহার চায় ধরণী॥
দুর্য্যোগেরি অন্ধরাতে,
বজ্রনাদের ঝঞ্চনাতে,
লক্ষ প্রাণের হাহাকারে
জাগছে আকুল সম্বোধনী
যুগে যুগে এমন দিনে
এসেছে সে পথটি চিনে,
আজও পথের পিচ্ছলতায়
ঐ শোন তার পদধ্বনি॥

[অন্তর্ধান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অবন্তী—সীমান্তের রণক্ষেত্র।

উভয় পক্ষীয় যুধ্যমান একদল্ সৈন্য প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বেগে সাত্যকি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাত্যকি। সৈন্যগণ,
ভীমবেগে কর আক্রমণ।
রণোন্মত্ত তোমাদের বীরপদ দাপে
থেমে যাক পৃথিবীর গতির স্পন্দন,
বজ্র-হুহুঙ্কার সম উন্মত্ত গর্জ্জনে
স্তব্ধ হোক চিরতরে নিখিল ভুবন
বিঘূর্ণিত তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দীপ্তিতে,
অন্ধকার নৈশাকাশ উঠুক জ্বলিয়া।
মহাবীর্য্যে হও অগ্রসর,
যেখানেই থাক দণ্ডী, মৃত বা জীবিত
বন্দী করি আজি তারে অশ্বিনীর সহ
সুনিশ্চয় লয়ে যাব দ্বারকায় মোরা!

সৌবীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সৌবীর। বাথানি আশারে তব দুর্ম্মতি যাদব!
অতর্কিতে নিশাযোগে করি আক্রমণ,
ভাবিয়াছ মনে,
উড়াইব কীর্ত্তিধ্বজা নভোনীলিমায়?

সত্যাকি। যাদবের কীর্ত্তিধ্বজা
চিরদিন উড়িতেছে আকাশের গায়।

যাদব পৌরুষ
অবিদিত নহে কারো ত্রিভুবন মাঝে।

সৌবীর। তাই বুঝি সুপ্ত শত্রু করি আক্রমণ,
যাদবের পৌরুষের
দিলে আজি বীরবর যোগ্য পরিচয়!

সাত্যকি। দিই নাই পরিচয় সম্পূর্ণ এখনো!
অস্ত্র ধর বাক্যবীর;
যাদব পৌরুষ,
মর্ম্মে—মর্ম্মে আজি তোমা দিব বুঝাইয়া!

সৌবীর। ভাল,
অভিনব অভিজ্ঞতা হোক তবে লাভ!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। পরে উভয় পক্ষীয় একদল সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া চলিয়া গেল। দণ্ডী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দণ্ডী। সৌবীর দিয়াছে প্রাণ সত্যাকির রণে,
নিশাযুদ্ধে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল মোর!
অবন্তীর শত শত নিরীহ সন্তান
বহ্নিমুখে ক্ষীণ প্রায় পতঙ্গের মত
অন্যায় সংগ্রামে এই দিতেছে জীবন!
অবন্তী—অবন্তী—
সোনার অবন্তী মোর প্রাণের অবন্তী—
কালের সমুদ্রতটে বালুর প্রাসাদ—
একটি তরঙ্গাঘাতে
মুছে যাবে চিরতরে নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ।

না—না—না—
যতক্ষণ দেহে মোর রহিবে জীবন,
একবিন্দু রক্ত রবে ধমনীতে মোর,
সহিব না যাদবের হেন দর্পস্ফীতি।
সৈন্যগণ,—
অবন্তীর বীর পুত্র সব,—
ফের—ফের একবার—
প্রলয়ের শেষ দিনে দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড সম
বিশ্বধ্বংসী সংহারের অগ্নি—আঁখি জ্বালি
শুষ্ক তৃণ গুচ্ছবৎ
ভস্মসাৎ করে দাও যাদব-বাহিনী।

(দণ্ডী দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন। একদল সৈন্যসহ সাত্যকি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

সাত্যকি। সৈন্যগণ,
পরাজিত ছত্রভঙ্গ এবে
বীর্য্যবতী অবন্তীর দুর্ম্মদ বাহিনী।
এইবার ভেঙ্গে ফেল দুর্গের প্রাকার;
পশি অভ্যন্তরে
তন্ন তন্ন করি কর সবে অন্বেষণ
কোথা দণ্ডী.—কোথা তার অপূর্ব্ব অশ্বিনী।
মনে রেখ,
ধনরত্ন মণি মুক্তা করিতে লুণ্ঠন
করি নাই আক্রমণ অবন্তী আমরা।

কাম্য আমাদের
একমাত্র দণ্ডী সহ অশ্বিনী তাহার।
স্মরি নারায়ণ,
হও সবে মহাবীর্য্যে পুনঃ অগ্রসর।

যাদব সৈন্যগণ। জয় দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়—জয় দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়—জয় দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

[সাত্যকি ও যাদব সৈন্যগণ চলিয়া গেলেন।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

অবন্তীর—দুর্গশীর্ষ।

(নেপথ্যে) যাদব সৈন্যগণের জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। ভয়ত্রাস্ত পদে আলু থালু বেশে উর্ব্বশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উর্ব্বশী। মত্ত প্রভঞ্জন বলে দুর্জ্জয় যাদব
ভগ্ন করি, সু-উন্নত দুর্গের প্রাকার
উচ্ছ্বসিত জলস্রোত সম
মহোল্লাসে প্রবেশিছে অন্তপুর পথে।
পরাজিত ছত্রভঙ্গ অবন্তীর, সেনা—
নিশীথের অন্ধকারে দৃষ্টি নাহি চলে—
নাহি জানি মহারাজ কোথায় এখন!
কি করি উপায় আমি?
কোথা যাই?
কে দেবে আশ্রয় মোরে এ ঘোর সঙ্কটে?

দণ্ডী আসিয়া উপস্থিত হইলেন

দণ্ডী। সেই দেবে—
দিয়াছে যে একদিন আশ্রয় তোমারে
অভিশপ্ত জীবনের বনবাসে তব।
কিন্তু প্রিয়ে,
রাজ প্রাসাদের এই সুখপূর্ণ দিন
আজি হতে অবসান জীবনে মোদের।
ছত্রভঙ্গ অবন্তীর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী
পরাজিত আমি।
ভীমবলে চূর্ণ করি দুর্গের প্রাকার
মত্তকরীযূথ সম উন্মত্ত উল্লাসে
প্রবেশিছে অন্তপুরে দুর্ম্মতি যাদব।
মুহূর্ত্তে বিলম্বে আর ঘটিবে বিপদ।
চাহ যদি বক্ষে মোর এখনো আশ্রয়
রাজ্যহারা দীন হীন জীবনে আমার
চাহ যদি হইবারে সঙ্গিনী এখনো
তবে এস দেবি
পথবাসী জীবনেও মোর
তোমারে রাখিব আমি রাজ্যেশ্বরী করি!

উর্ব্বশী। কিন্তু কোথা তুমি যাবে প্রিয়তম?

দণ্ডী। ভাগ্য যথা লয়ে যাবে ধরি হস্ত মোর
ছায়াহীন রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের পারে
হয়তো বা অন্তহীন রুক্ষ রাজপথে
কিংবা কোনো তৃষ্ণাদগ্ধ দূর মরুভূমে!

উর্ব্বশী।　রাজা তুমি ;
সারাটি জীবন তব কাটিয়াছে সুখে
সৌভাগ্যের সুকোমল স্নেহ তপ্ত কোলে ;
এত কষ্ট সহিবে কি জীবনে তোমার ?

দণ্ডী।　সহিতেই হ'বে প্রিয়ে—সহিতেই হ'বে।
নিদ্রার দুঃস্বপ্ন সম
তুচ্ছ এই ভাগ্য-নিপীড়নে
যদ্যপি ত্যজিতে হয় জীবন আমার,
অনায়াসে তবে
ত্যজিতে তো পারিতাম আজি রণস্থলে।
কিন্তু প্রিয়তমে, জীবন ত্যজিলে পরে
প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে না আমার !
তাই রাখিতেই হবে
অতি যত্নে বাঁচাইয়া এ জীবনে মোর।

(নেপথ্যে যাদব সৈন্যের জয়োল্লাসধ্বনি শোনা গেল)

ঐ শোন,—ঐ শোন প্রিয়ে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের আস্ফালন সম
জয়োন্মত্ত যাদবের প্রমত্ত গর্জ্জন।
মুহূর্ত্ত বিলম্বে আর
দুর্গত্যাগ আমাদের হবে অসম্ভব।

উর্ব্বশী।　তবে চল প্রিয়তম,
কায়া তুমি, ছায়া আমি পশ্চাতে তোমার।

দণ্ডী।　এস তবে ছায়া,
ডাকিছে দুর্গম পথ হাতছানি দিয়া

কহিছে কাতরে ওই
পুত্রবৎ শত শত মৃত সৈন্য মোর
"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা চাই।"
প্রতিহিংসা তরে তাই,
ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী
রণক্ষেত্রে ত্যজি নাই জীবন আমার।
লব—লব প্রতিশোধ—নির্ম্মম, নৃশংস,...
যেই কৃষ্ণ নিজে থাকি' দূর দ্বারকায়,
পাঠায়েছে সাত্যকিরে করি' সেনাপতি,
করিতে বিধ্বস্ত মোর
শত শৌধ কিরীটিনী সোনার অবন্তী,—
স্নান করি' আমি তার তপ্ত রক্ত ধারে,—
লব প্রতিশোধ
দ্বারকায় সুবিপুল যদুবংশ পরে।

[উর্ব্বশীর হাত ধরিয়া বেগে চলিয়া গেলেন।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর।

গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গবালাগণ গাহিতেছিল

তরঙ্গবালাগণ। গীত

কুলু কুলু তুলি তান।
হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া
গেয়ে যাই মোরা গান।
সাগর ডাকিছে হাতছানি দিয়া,—
"এস এস এস, এস ওগো প্রিয়া!"
হরষে পরাণ উঠে উলসিয়া
করিতে তাহারে দান।
ত্যজি' কৈলাসে হর শির-জটা
বয়ে যাই মোরা ফেনময় ঘটা,
অঙ্গে উছলে যৌবন ছটা,
উল্লাসে ভরা প্রাণ।

[তরঙ্গবালাগণ চলিয়া গেল।

দণ্ডী ও উর্ব্বশী আসিলেন।

দণ্ডী। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল,—
একে একে ত্রিভুবন করিনু ভ্রমণ;
কিন্তু কোনোখানে
সাহায্যের না পেলাম বিন্দুমাত্র আশা।

রাজ্যহারা আজি আমি পথের ভিক্ষুক,
দীনহীন গৃহহারা, আশ্রয়-বিহীন !
পদতলে অন্তহীন রুক্ষ বসুন্ধরা,
উর্দ্ধে জ্বলে ছায়াহীন অনন্ত আকাশ !
একদিন ইঙ্গিতে যাহার
লক্ষ অসি সূর্য্যালোকে উঠিত ঝলকি,
আজি আর তার
দেহরক্ষা তরে নাই সৈন্য একজন !
অবন্তী—
সোনার অবন্তী মোর,—প্রাণের অবন্তী,—
শত সৌধ কিরীটিনী, নিত্য—উৎসবিতা,—
কালের ফুৎকারে হায়,
পত্রের কুটির সম ধূলিসাৎ আজি !

উর্ব্বশী। দুঃখ ত্যজ প্রিয়তম,
বীর তুমি ;—কাতরতা সাজে না তোমারে ।
নবোৎসাহে দৃঢ় করি হৃদয় তোমার
কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ তুমি হও অগ্রসর,
অবশ্যই হবে তব স্বরাজ্য উদ্ধার ।
যেন তুমি,
বিফলতা ভিত্তি সাফল্যের।
সুখ-দুঃখ,
ঘুরিতেছে অবিরত চক্রের মত ;
হাসি-কান্না সমবায়ে মানব জীবন ।
অন্ধকার নিশিথিনী আসে যদি নেমে,

স্থির জেন,
তারি পরপারে,
অপেক্ষিছে প্রভাতের অরুণ আলোক।
বাঁধ বুক,
নবীন উদ্যমে পুনঃ চেষ্টা কর তুমি,....
দেবতাও নাহি জানে ভাগ্য পুরুষের।

দণ্ডী। চেষ্টা!
হায় দেবি, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে,
আলোকে আঁধারে, মম উথান পতনে,
ছায়াসম তুমি ওলো সঙ্গিনী আমার,....
আর কেহ না জানুক,...
কিন্তু তুমি নিজে, জাননা কি প্রিয়তমে!
চেষ্টার কি কোনো ত্রুটি করিয়াছি আমি!
দুষ্টাশয় যাদবের নৈশ আক্রমণে
বিধ্বস্ত হইয়া গেছে বাহিনী আমার,
তাই সৈন্য সংগ্রহের তরে
ভ্রমিলাম ত্রিভুবনে প্রতি রাজদ্বারে,
কিন্তু কেহ নাহি দিল বিন্দুমাত্র আশা,—
নাহি দিল কৃষ্ণ ভয়ে দিনেক আশ্রয়!

উর্ব্বশী। কিন্তু প্রিয়তম,
তোমার উৎসাহ যদি নাহি যায় নিবে,
তোমার সাধনা যদি থাকে অবিচল,
ত্বষ্টার তপস্যা হতে বৃত্রাসুর সম,
তোমার তপস্যা হতে উঠিবে জাগিয়া

কৃষ্ণ ভয়ে নহে ভীত নব যোদ্ধা কোনো।
অধ্যবসায়ী যে,
পরাজয় কভু তার নহে চির-স্থির ;
চেষ্টা কভু হয় নাই বিফল জগতে।

দণ্ডী। বৃথা চেষ্টা,—বাতুলতা নামান্তর তার।
চাহে যদি কেহ
বাহুবলে উৎপাটিতে অভ্রভেদী গিরি,
বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া কি বলি তারে !
অসম্ভব—অসম্ভব দেবি,
পুনর্ব্বার হৃতরাজ্য উদ্ধার আমার।

উর্ব্বশী কিন্তু তব প্রতিহিংসা ?
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা জ্বলিতেছে অন্তরে আমার
এখনো—এখনো দেবি,
অন্তহীন অনির্ব্বাণ চিতাগ্নির মত।
কিন্তু কি করিব,
নিতান্তই নিরুপায়,—নিরাশ্রয় আমি।
বেশী নয়,
মাত্র পঞ্চশত সৈন্য কোনোরূপে যদি
পারিতাম একবার করিতে সংগ্রহ,
নিশাযোগে অতর্কিতে করি' আক্রমণ
যাদবের সুখ সুপ্ত প্রিয় দ্বারাবতী,
বুঝাতাম কৃষ্ণেরে তা'হলে
অবন্তীর ধ্বংস জ্বালা তীব্র কতখানি !

কিন্তু কি করিব !
ভিক্ষুক হ'তেও হীন,—
পথের কুক্কুর সম নিরুপায় আমি-!

উর্ব্বশী। কিন্তু—

দণ্ডী। এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নাহি দেবি।
দেশ হতে দেশান্তরে করিয়া সন্ধান,
ফিরিছে পশ্চাতে শত কৃষ্ণ অনুচর ;—
আর আমি ভীত-ত্রস্ত তস্করের মত
তোমারে লইয়া সাথে
লুকাইয়া ফিরিতেছি কানন-প্রান্তরে !
ছি—ছি—ছি—
লজ্জা হয় সূর্য্যালোকে দেখাতে বদন,
ঘৃণা হয় প্রিয়ে,
ধিক্ ত জীবন এই করিতে বহন।
রাজা আমি ;
রাজ্যহারা দীনহীন ভিক্ষুক-জীবন,
মোর তরে নহে প্রিয়তমে।
বাঁচিতে যদ্যপি হয় এই পৃথিবীতে,
বাঁচার মতন করি, রহিব বাঁচিয়া ;
তা' না হ'লে
হাসি মুখে দানিয়া ফুৎকার
নিবাইব জীবনের শেষ আলোটুকু।
দেবি,
করিয়াছি স্থির,

খরস্রোতা জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে
ঘৃণিত জীবন মম দিব বিসর্জ্জন।

উর্ব্বশী। বিসর্জ্জন দেবে প্রিয় জীবন তোমার।

দণ্ডী। হ্যাঁ প্রিয়তমে,
দিব বিসর্জ্জন আমি জীবন আমার।
ওই হের দেবি,
তরঙ্গের বাহুমেলি' জননী জাহ্নবী
ডাকিছে আমারে যেন উচ্ছ্বসিত স্নেহে!
কলকলস্বনে
কূলে কূলে যেন কহিতেছে ব্যথাতুরা,
"আয়—আয়—পাপী-তাপী যে আছিস্ যেথা,
আয়—আয়—হতভাগা নিরাশ্রয় যত,
সন্তাপহারিণী আমি,—শান্তি জলময়ী,--
তোদের জুড়ান স্থান
সুশীতল বক্ষ মোর চির অবারিত!
আয়—আয়—
আমার অতল তলে লভিলে আশ্রয়,
বিষ দিগ্ধ জীবনের সর্ব্বজ্বালা ওরে,
মুহূর্ত্তেই চিরতরে হবে নির্ব্বাপিত।

উর্ব্বশী। কিন্তু প্রিয়তম, আত্মহত্যা মহাপাপ।

দণ্ডী। হোক মহাপাপ।
এ জীবনে করিয়াছি বহু মহাপাপ;
পাপেরে ডরিনা আমি ভীরুদের মত।

উর্ব্বশী। কিন্তু আমার উপায়?

দণ্ডী।　　ওই—ওই শুধু দেবি,
মরণ কালেও মোর দুশ্চিন্তা অপার।
যতক্ষণ দেহে মোর রহিবে জীবন,—
আমার আশ্রিতা তুমি,
তোমারে কখনো আমি করিব না ত্যাগ।
এস তুমি বক্ষে মোর হৃদয়ের রাণি,
তোমারে লইয়া বুকে,
নেমে যাই জাহ্নবীর অতল সলিলে।
জানি আমি, মৃত্যুহীন তুমি লো অপ্সরা;
কিন্তু তবু—তবু চল,
রবে তুমি বাহুলগ্না আশ্রিতা আমার,
যতক্ষণ
স্খলিত না হও তুমি বক্ষ হতে মোর
মৃত্যুহেতু শক্তিহীন দেহের শৈথিল্যে

উর্ব্বশী।　　কিন্তু তারপর ?

দণ্ডী।　　তারপর ?
তারপর আমি-হারা জীবনে তোমার,
তোমার অদৃষ্ট সখি,
হবে তব একমাত্র প্রিয় সহচর।
কি করিব প্রিয়তম,···দুঃখ করোনাক।
জীবনে আমার,
ইহাছাড়া নাহি আর কোনো গত্যন্তর।
রাজা আমি,—রাজ্যহীন ভিক্ষুক জীবন,...
তার চেয়ে মৃত্যু মোর শ্রেয় শতগুণে।

ওই হের দেবি,
নিবে আসে শুকতারা আকাশের গায়,
প্রভাতী হাওয়ায় বনে পাখী উঠে জেগে,
এখনি ভাঙিবে ঘুম ঘুমন্ত ধরায়।
তার পূর্ব্বে
জীবনের চিহ্ন মোর চাই মুছে দিতে।
প্রভাতের সূর্য্যালোক কাল যেন পুনঃ
দণ্ডীরে না হেরে আর এ মর জগতে।
এস প্রিয়তমে,
শান্ত স্বচ্ছ দু'টি চোখে ভরি স্নিগ্ধ আলো,
আমারে বিদায় দিবে মৃত্যু অন্ধকারে।

উর্ব্বশী। প্রিয়তম,—প্রিয়তম,—
জীবন সর্ব্বস্ব মোর, হৃদয় দেবতা—

[দণ্ডীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দণ্ডী। শোক ত্যজ প্রিয়।
মর্ত্ত্যের মানব আমি,—
শোকহীন অমরার অধিবাসী তুমি।
এস প্রিয়তমে,
উষার বন্দনা শঙ্খ বাজে দূর গ্রামে,
সূর্য্যোদয়ে নাহি আর অধিক বিলম্ব।

উর্ব্বশী। [মুখ তুলিয়া সানুনয়ে কহিলেন] প্রিয়তম,
করিলে হ'ত না চেষ্টা আরো একবার!

দণ্ডী। হায় ভীরুমনা'

কোথায় করিব চেষ্টা আর!
নাহি আর জরাসন্ধ মগধ সম্রাট,
নাহি আর শিশুপাল বীর চেদীশ্বর,
নাহি কংস মথুরার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,...
বীর শূন্য যোদ্ধাহীন ত্রিভুবন আজি।

(জনৈক সখীর সহিত সুভদ্রা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সখীর কক্ষে জলপূর্ণ কলস, স্কন্ধে সুভদ্রার সিক্ত পরিধেয় বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী ও হস্তে চন্দনাদি স্নানোপকরণ।)

সুভদ্রা। অনুমান তব সত্য নহে মহাভাগ!
হতে পারে বীরশূন্য স্বর্গ রসাতল,
কিন্তু আর্য্য,
মর্ত্ত্য নহে যোদ্ধাহীন বীরশূন্য কভু।

দণ্ডী। নহে অনুমান,—প্রমাণিত সত্য দেবি।

সুভদ্রা। প্রমাণিত সত্য ?

দণ্ডী। হ্যাঁ দেবি,
ভাগ্য বিড়ম্বনা মম
মর্ম্মে মর্ম্মে, বুঝায়েছে এই সত্য মোর।
নিতান্তই নিরাশ্রয় দীন আজি আমি ;
প্রবল শত্রুর খড়্গ
রক্ত মোর করিয়া সন্ধান
অহরহঃ ফিরিতেছে পশ্চাতে আমার ;
তাই মাগো,
সাহায্য করিয়া ভিক্ষা

দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মানব
সকলের দ্বারে দ্বারে ভ্রমিয়াছি আমি ;
কিন্তু কেহ,
মহাবল শত্রুভয়ে মোর,
সাহায্য তো দূরে থাক
দের নাই ত্রিভুবনে আশ্রয় কোথাও।

সুভদ্রা। ত্রিভুবনে কেহ কোথা' দিলনা আশ্রয়!

দণ্ডী। ত্রিভুবনে কেহ, দেবি, দিল না আশ্রয়।
জীবন হয়েছে মোর অসহ্য, দুর্ব্বহ ;—
দুর্ব্বিষহ হইয়াছে অন্তরের জ্বালা!
তাই মাগো
আসিয়াছি হেথা,
সুশীতল গঙ্গা জলে করি' আত্মদান
জুড়াইতে জীবনের অগ্নিদাহ মোর।

সুভদ্রা। মহাভাগ,
মৃত্যুপণ ত্যজুন আপনি।
আমি আপনারে আজি দিলাম আশ্রয়,
দিলাম অভয় আমি শত্রু ভয়ে তব।

দণ্ডী। দিলেন আমারে মাতা, আশ্রয় আপনি—
দিলেন অভয় মোরে শত্রু ভয়ে মোর!
নাহি শুধালেন একবার কেবা' আমি,
শত্রু মোর কোন্ জন, কত বলবান্,
কেন আমি দীন হীন পথের কাঙাল!

সুভদ্রা। কি হবে জানিয়া তাহা?

আপনার বেদনায় অন্তর আমার
গলিয়াছে সূর্য্যতাপে তুষারের মত,
কাঁদিয়াছে প্রাণ ;
ভদ্র, তাই কিছুমাত্র চিন্তা নাহি করি,
দানিয়াছি আপনাকে আশ্রয় আমার।

দণ্ডী। দেবি,
পরিচয় আপনার পারি কি জানিতে ?

সুভদ্রা। যাদব নন্দিনী আমি পাণ্ডুকুল বধূ,
সুভদ্রা আমার নাম ;
দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ ভ্রাতা মোর,
স্বামী মোর মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব।

দণ্ডী। ধন্যবাদ মাতা,
অযাচিত শুভেচ্ছায় তব।
নাহি আর প্রয়োজন আশ্রয় আমার।

সুভদ্রা। কেন ভদ্র
পরিচয় দানিবার কালে
অজানিতে অপরাধ করিনু কি কিছু ?

দণ্ডী। না দেবি
অপরাধ কিছুমাত্র নহে আপনার ;—
অপরাধ যতকিছু ভাগ্যের আমার।
দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ ভ্রাতা তব—
অবন্তীর ধ্বংসকারী শত্রু সে আমার।

সুভদ্রা। কৃষ্ণ শত্রু তব ? পরিচয় আপনার ?

দণ্ডী। অবন্তীর অধীশ্বর রাজা দণ্ডী আমি।

সুভদ্রা। বুঝিয়াছি ;—
অপূর্ব্ব অশ্বিনী হেতু তব
কৃষ্ণসহ বেধেছিল ভীষণ সংগ্রাম।

দণ্ডী। তারি ফলে,
রাজ্যহারা আজি আমি পথের কাঙাল।
লক্ষ্য করি শির মোর কৃষ্ণের আদেশে,
ফিরিতেছে শত শত গুপ্ত অনুচর।
আপনি ভগিনী তার ;
আপনার আশ্রয়ের অর্থ যদি করি
দ্বারকার কারাগারে জীবন যাপন
অন্যায় কি কিছু মোর করা হবে দেবি ?

সুভদ্রা। অহেতুকী শঙ্কা আপনার
হতে পারি কৃষ্ণ ভগ্নী আমি,
কিন্তু আর্য্য,
পাণ্ডুকুল বধূ আমি—ভার্য্যা অর্জ্জুনের।
একচক্রা নগরীতে যে পাণ্ডব মাতা,
রক্ষিবারে অনাত্মীয় ব্রাহ্মণ তনয়,
হাসি মুখে সপেছিল আপন নন্দনে
রাক্ষসের মুখে,—আমি পুত্রবধু তাঁর।

দণ্ডী। কিন্তু দেবি,
পতি তব চিরদিন সখা শ্রীকৃষ্ণের!

সুভদ্রা। পতিমম হতে পারে সখা শ্রীকৃষ্ণের
কিন্তু তাই বলি বন্ধুরে করিতে তুষ্ট,
আশ্রিতেরে শত্রু হস্তে করিবে অর্পণ,

অসম্ভব পাণ্ডুবংশে এ হেন নীচতা।
সূর্য্য চন্দ্র যদি খসে কক্ষ হতে ত'ার,
জলশূন্য হয় যদি দক্ষিণ সমুদ্র
অগ্নি যদি হয় কভু দাহ শক্তিহীন,
তবু—তবু জেনো স্থির,
ত্যজিবে না কোনদিন আশ্রিতে পাণ্ডব।
শুনুন ভূপাল,
দাঁড়াইয়া গঙ্গাতীরে আজি ঊষাকালে
সাক্ষ্য করি, অন্তর্য্যামী ইষ্টদেবে মোর
কহিতেছি আমি,
অশ্বীসহ আপনারে রক্ষিতে যদ্যপি
কৃষ্ণসহ বাধে কভু যুদ্ধ পাণ্ডবের
স্বামী মোর সুনিশ্চয় ধরিবে গাণ্ডীব।
হলে প্রয়োজন,
সারথ্য করিতে তাঁর
নিজে আমি অশ্ববল্গা করিব ধারণ।
আপনার তরে,
যায় যদি পতি পুত্র জীবন আমার,
হাসি মুখে দিব তাহা বিসর্জ্জন আমি।

দণ্ডী। (মনে মনে)
"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা" রবে
ঘিরি চতুর্দ্দিক মোর
শূন্যচর প্রেতকায় কঙ্কালের দল
বিকৃত বিভৎস কণ্ঠে করিছে চীৎকার।

ঊর্দ্ধলোকে উঠে আর্ত্তনাদ—
"রক্ত দাও—রক্ত দাও—রক্ত দাও রাজা,
প্রতিহিংসা পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ আজি
নিশাযুদ্ধে হত মোরা লক্ষ পুত্র তব।"
দেব—দেব পুত্রগণ, মিটাইব তৃষ্ণা,
যাদবের তপ্তরক্তে ভরিয়া অঞ্জলি
তৃষাতুর কণ্ঠে তোমাদের
ঢেলে দেব—দেব ঢেলে তৃষ্ণার পানীয়।
করিব না আত্মহত্যা—রাখিব জীবন—
তোমাদের চিতাগ্নির আরক্ত আলোক,
আজি হতে অন্ধকার এ জীবনে যেন,
উজ্জ্বল করিয়া রাখে গতিপথ মোর।
আমার অন্তরে বহি,
তোমাদের অন্তরের অনির্ব্বাণ জ্বালা,
আজি হতে মূর্ত্তিমান ধূমকেতু সম
বিস্তারিয়া অগ্নিপুচ্ছ মহাভয়ঙ্কর
আলোড়িব আমি
যাদবের ভাগ্যাকাশ প্রচণ্ড জ্বালায়!
[প্রকাশ্যে] দেবি,
করিলাম আমি তব আশ্রয় গ্রহণ

সুভদ্রা। অশ্বিনীরে সঙ্গে লয়ে আসুন আপনি
কপিধ্বজ রথ মোর অপেক্ষিছে ওই।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মৎস্যরাজ্য। পাণ্ডবের অন্তঃপুর

ভীম ও কুন্তী কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

ভীম। বৃথা চিন্তা ত্যজ গো জননি
অবশ্যই রণ জয় হবে আমাদের।
দুর্যোধন করিয়াছে পণ,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচাগ্র মেদিনী—
গোবিন্দের পদে মাতা রাখ মতি স্থির,—
যুদ্ধ সাধ রণক্ষেত্রে মিটাইব তার।
সতী স্বাধ্বী দ্রুপদ দুহিতা
মাতৃসমা পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া তার,
তাহারে বর্ব্বর দেখাইয়া যেই উরু
করিয়াছে সভামাঝে কুৎসিত ইঙ্গিত,
গদাঘাতে চূর্ণ করি সেই উরু আমি
দিব তার ধৃষ্টতার যোগ্য প্রতিফল।
বিদারিয়া দুঃশাসনে বক্ষ রক্ত তার
সিক্ত করি পাঞ্চালীর রুক্ষ এলোকেশ
বেণী তার সুনিশ্চয় করিব বন্ধন।

কুন্তী। ভারতের অধিকাংশ মহা মহা রথী,
বীর্য্যবান মহাযোদ্ধা অধিকাংশ রাজা
হইয়াছে সম্মিলিত দুর্য্যোধনসহ!
তুষ্ট করিবারে তুচ্ছ পাণ্ডবেরে
একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা

হইয়াছে কুরুপক্ষে সংগৃহীত নাকি !
তদুপরি দিয়াছেন শ্রীমধুসূদন
নারায়ণী সেনা তার কৌরব সাহায্যে ।
তাই ভাবি মনে
নাহি জানি কি হইবে এই ঘোর রণে !

ভীম। সত্য বটে মাতা দিয়াছেন দুর্য্যোধনে
নারায়ণী সেনা তার শ্রীমধুসূদন
মানি আমি,
কৃষ্ণসম বীর তাহা প্রতি জনে জনে,
কিন্তু মাগো,
কটাক্ষে যাহার হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
ইঙ্গিতে যাহার চলে রবি শশী তারা,
ইচ্ছামাত্র যার মুহূর্ত্তে সৃজিতে পারে
কৃষ্ণসম কোটী কোটী নারায়ণী সেনা,
সেই ইচ্ছাময় পাণ্ডব সহায় নিজে ।
কোনো চিন্তা করোনা জননী,
ধর্ম্মবলে বলীয়ান পাণ্ডুপুত্রগণ
ভক্তিডোরে বাঁধা কৃষ্ণ পাণ্ডব-হৃদয়ে
সংশয় কি হেতু মাতা ?
জয়লক্ষ্মী নিজে এসে পরাইবে মালা
কৃষ্ণ যদি থাকে মাগো মিত্র পাণ্ডবের ।

সুভদ্রা উপস্থিত হইলেন

সুভদ্রা। কিন্তু দেব
কৃষ্ণ যদি হয় কভু শত্রু পাণ্ডবের

ভীম। কৃষ্ণ যদি হয় কভু শত্রু পাণ্ডবের!
অসম্ভব একি কথা কহিছ জননি!
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ জপ যার,
কৃষ্ণ মন্ত্র যে পাণ্ডব করিয়াছে সার,
সেই পাণ্ডবের
কৃষ্ণ যদি শত্রু হয় কভু!
পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী,—কৃষ্ণ ভগ্নী তুমি;
তুমি মাতা হেন কথা কহিলে কেমনে!
অন্য কেহ শুনে যদি এই কথা তব,
পাগলিনী বলি' মাগো ভাবিবে তোমারে!

সুভদ্রা। পাগলিনী!
হয়তো বা সত্য তাই হইয়াছি আমি।
তা না হলে,
স্বেচ্ছায় কি অগ্নি দেয় আপন আলয়ে!

ভীম। চঞ্চলতা হেরি তব মনে হয় মাতা,
জাগিয়া দেখিছ তুমি
যেন কোন্ বিপদের দুঃস্বপ্ন ভীষণ!

সুভদ্রা সত্য দেব,
বুদ্ধিহীনা আমি তব স্নেহের তনয়া,
মম কর্ম্মদোষে
বিপদ আসিছে ধেয়ে পশ্চাতে আমার!

ভীম বিপদ আসিছে ধেয়ে পশ্চাতে তোমার!
হাসাইলে তুমি!
ভ্রাতা যার নারায়ণ সর্ব্বশক্তিমান,

স্বামী যার মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল জয়ী,
জরাসন্ধ হন্তা ভীম পুত্র যার,
তাহার বিপদ! বিস্মিত করিলে মোরে!
বিপদের নাহি কি মা, বিপদের ভয়?
কহ দেবি,
শুনি আমি সঙ্কটের সমাচার তব!

সুভদ্রা। বৈশাখের অমাবস্যা,—ব্যতীপাত যোগে,—
গঙ্গাস্নান হেতু তাই আজি উষাকালে
গিয়েছিনু আমি, দেব, জাহ্নবীর তীরে।
স্নান শেষে দান তরে অনাথ আতুরে,
খুঁজিতেছিলাম যবে অভাবিত জন,
সেই কালে
অকস্মাৎ যার সাথে দেখা হল মোর,
যার মত অভাবিক বিরল জগতে!
নিরাশ্রয় সর্ব্বহারা শত্রু উৎপীড়ত,
ভ্রমিয়াছে ত্রিভুবন আশ্রয়ের তরে,
কিন্তু কেহ,
মহাবল শত্রুভয়ে তার,
দেয় নাই কোনোখানে আশ্রয় তাহারে!
তাই সে আসিয়াছিল
জাহ্নবীর জলতলে করি' আত্মদান,
জুড়াইতে জীবনের সর্ব্বজ্বালা তার!
শুনি তার বেদনার করুণ কাহিনী,
গলিল অন্তর তার সম বেদনায়,

আঁখি তটে অশ্রু মোর উঠিল উচ্ছ্বসি,
ভুলে গেনু দেব, দুর্ব্বলা রমণী আমি ,
অগ্রপর না করি' বিচার,
আমি তারে করিয়াছি আশ্রয়-প্রদান।

ভীম। পাণ্ডু-কুল-বধূ যোগ্য করিয়াছ তুমি।
অর্জ্জুনের ভার্য্যা তুমি, কৃষ্ণের ভগিনী,
তাহার উপরে তুমি জননী আমার,
তোমার উচিত কার্য্য করিয়াছ তুমি।
তার জন্য চিন্তা কিবা মাতা ?
আশ্রিত রক্ষণে যদি হয় প্রয়োজন,
অম্লান-বদনে প্রাণ ত্যজিবে পাণ্ডব।
পাণ্ডুকুলে আসিয়াছ তুমি সু-কল্যাণী,
তোমা হেতু পাণ্ডুকুল হইবে উজ্জ্বল,
বাড়িবে বংশের মান, কীর্ত্তি পাণ্ডবের।

কুন্তী। আশ্রয় যাহারে ভদ্রা, দিয়াছ তোমার,
কিবা পরিচয় তার,—জানিয়াছ কিছু ?

ভীম। জানিলেও,—
আমাদের তা'হে কিবা প্রয়োজন মাতা ?
নিরাশ্রয় সর্ব্বহারা,—পরিচয় তার,
শত্রু তার ত্রিভুবনে কোনো একজন।

সুভদ্রা। কিন্তু,
সেই কোনো একজন নহে তুচ্ছ দেব ;
শত্রু তার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, নাম দণ্ডী তার।

ভীম। দণ্ডী! দণ্ডী! দণ্ডী নাম তার!
অবন্তীর অধীশ্বর ছিল সেইজন?

সুভদ্রা। ছিল একদিন,
কিন্তু আজি দীনহীন পাণ্ডব আশ্রিত!

ভীম। শুনিয়াছি,
সুলক্ষণা তার এক অশ্বিনীর হেতু,
কৃষ্ণ সহ বেধেছিল ভীষণ সংগ্রাম।

সুভদ্রা। তারি ফলে হারাইয়া রাজৈশ্বর্য্য এবে
পাণ্ডব আশ্রিত রাজা অশ্বিনীর সহ।

কুন্তী। কিন্তু ভদ্রা, কৃষ্ণ বৈরী যার,
পাণ্ডব কেমনে তারে দানিবে আশ্রয়?

ভীম। দেবি,
বুঝিয়াছি এতক্ষণে বিপদ তোমার,
বুঝিলাম বিপদের গুরুত্ব বা কত!
সত্য মাতা কৃষ্ণ বৈরী যার,
পাণ্ডব কেমনে তারে দানিবে আশ্রয়!

সুভদ্রা। কিন্তু দেব,
কৃষ্ণ মুখে দ্বারকায় শুনিয়াছি আমি,
জগতের সার ধর্ম্ম আশ্রিত-পালন।
অসন্তোষ ভয়ে কা'রো,
সেই ধর্ম্ম কার্য্যে
বিমুখ হইবে আজ ক্ষত্রিয় পাণ্ডব!

ভীম। বড়ই সমস্যা মাতা!

একদিকে প্রিয় সখা কৃষ্ণ-অসন্তোষ,
অন্যদিকে সার ধর্ম্ম আশ্রিত পালন।

সুভদ্রা। একদিকে ভীরুতার প্রগাঢ় কলঙ্ক,
অন্যদিকে পৌরুষের পরম গৌরব।

ভীম। যথার্থই কহিয়াছ মাতা!
সমস্যার সমাধান হইয়াছে মোর।
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ফিরি যাও মা আমার,
তোমার আশ্রিতে, স্মরি শ্রীমধুসূদন,
দিলাম অভয় আমি নিজে ভীমসেন।
কৃষ্ণ যদি বাদী হয় এতে,—কি করিব!
তাই বলি,
ক্ষত্রিয় সন্তান আমি, পাণ্ডু বংশধর,
অসন্তোষ ভয়ে কারো ভীরুর মতন,
ত্যজিব কি পথি পার্শ্বে আশ্রিতেরে মোর!
কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ যদি ভেঙ্গে পড়ে,
সূর্য্য যদি নিভে যায় চিরদিন তরে,
কক্ষচ্যুত হয় যদি কভু গ্রহদল,
তবু জেন,—জেন দেবি স্থির,
পাণ্ডব না করিবে তার আশ্রিতে বর্জ্জন।

সুভদ্রা। কৃষ্ণ যদি করে তাতে রণ আয়োজন,

ভীম। কৃষ্ণ যদি করে তাতে রণ আয়োজন,
ত্রিভুবন হয় যদি সহায় তাহার,
রাতুল চরণ তাঁর করিয়া স্মরণ,
স্ফীত বক্ষে আমি তারে ভেটিব সমরে!

নারীকুলে মহীয়সী তুমি মা আমার
মূর্ত্তিমতী পাণ্ডবের যশোরশ্মি রেখা।
যাও দেবি,
গৃহ কার্য্য করগে মা, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
ভীমসেন পুত্র তব থাকিতে জীবিত,
নির্ভয় জানিও মাতা আশ্রিত তোমার।

সুভদ্রা। [মনে মনে] এতক্ষণে শ্বাস মোর হইল সরল,
নামিল পাষাণ-ভার বক্ষ হতে যেন!
[প্রকাশ্যে] প্রণাম চরণে মাতা,—
কন্যা তব করে দেব চরণ বন্দনা।

[চলিয়া গেলেন।

কুন্তী। কি করিলে ভীম!
দুর্যোধন সহ রণ প্রত্যাসন্ন যবে,
শস্ত্রপানি একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা
পাণ্ডব বিপক্ষে যবে সংগ্রাম উৎসুক,
সেই কালে
কৃষ্ণেরে করিলে বৈরী অম্লান বদনে?
তোমার এ বাতুলতা
শুনিবে যখন তব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ···

ভীম। আনন্দের আতিশয্যে মাতা,
সাদরে করিবে জ্যেষ্ঠ আলিঙ্গন মোরে।
জান না কি তুমি মাগো, জ্যেষ্ঠ পুত্র তব,
ধর্ম্মরাজ নামে খ্যাত এ তিন ভুবনে!
আশ্রিত পালন ধর্ম্ম

সেই ধর্ম্ম রক্ষা হেতু, অতি অনিচ্ছায়,
বাধে যদি কোন দিন কৃষ্ণ সহ রণ,
সাদরে অগ্রজে তাহে
করিবে মোদের মাতা সম্মতি প্রদান।

কুন্তী। বুঝিয়াছি,
তোমা হেতু পাণ্ডুকুল হবে উৎসাদিত,
দুর্য্যোধন নিষ্কণ্টক হবে এতদিনে।

ভীম। শুনি বাক্য তব,
হাসি পায় স্নেহময়ী জননী আমার।
পাণ্ডুকুল হবে না মা, কভু উৎসাদিত,
দুর্য্যোধন হবে না মা, কভু নিষ্কণ্টক।
জান তুমি মাগো,—ধর্ম্মবল মহাবল,
সেই বলে বলীয়ান পঞ্চভ্রাতা মোরা,
তাই কৃষ্ণ সখা আমাদের!
ধর্ম্মচ্যুত হয় যদি পাণ্ডব আজিকে,
কৃষ্ণসনে না রহিবে সম্বন্ধ তাদের।
শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা
তাই মা ভরসা,
ধর্ম্ম যুদ্ধে তার সনে অবশ্যই মোরা
লভিব অতুল কীর্ত্তি জিনিয়া তাহারে।
একান্তই যদি
মনের বাসনা মোর পূর্ণ নাহি হয়!
কিছুমাত্র ক্ষোভ তাহে নাহি করি আমি।
রাজ্যালয়ে দুর্য্যোধন থাকুক কুশলে,—

আশ্রিতের তরে
জীবন ত্যাজিব মোরা অতুল গৌরবে।

কুন্তী। তোমা হেতু পাণ্ডবের তাই পরিণাম।
তা না হলে
কৃষ্ণ সহ দ্বন্দ্বে তুমি হও অগ্রসর !
যাই আমি,—যুধিষ্ঠিরে জানাই বারতা।

[চলিয়া গেলেন।

ভীম হায় মাতা,
কৃষ্ণ-লীলা আজো তুমি বুঝিতে নারিলে !
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কৃষ্ণ ভয়ে কেহ যারে দিল না আশ্রয় ;
সুভদ্রা মায়েরে মোর উপলক্ষ্য করি'
কেবা তারে পাঠাইল আমার আলয়ে !
কে আমার অন্তরের অন্তরালে থাকি'
কৃষ্ণ বৈরী দণ্ডী রাজে দানিল অভয় !
কে আমার ধমনীর রক্ত স্রোত মাঝে
সঞ্চারিছে উৎসাহের ক্ষিপ্ত অক্ষমতা !
যার কার্য্য করিছে সে দৃষ্টি অন্তরালে,—
তুমি আমি মাত্র শুধু নিমিত্ত তাহার।

[চলিয়া গেলেন।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মৎস্য দেশ। প্রান্তর।

কঞ্চুকী ও সুদর্শন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঞ্চুকী। খোকা বন্ধুটির আমার মুখে মাপলসাট আছে খুব! তোমার রাজার ঘাড়ের ঘুড়ীভূত আমি ছাড়িয়ে দেব, রাজারাণীর মিলন করিয়ে দেব, অবন্তীর সিংহাসনে আবার তোমার রাজারাণীকে বসাব। বলি বাপু, করবে তো তুমি অনেক কিছু; কিন্তু এমন কোনো কাজের নাম করতে পার, যা বাস্তবিকই তুমি করেছ কোন দিন।

সুদর্শন। তা আর পারি না? খুব পারি। শুনবে?

কঞ্চুকী। শুন্‌লে তবু যদি একটু আশা হয়।

সুদর্শন। আচ্ছা বেশ শোন। দু'একটা না হয় তোমাকে শুনিয়ে দিই।

সুদর্শন। **গীত।**

জনম লভিয়া অন্ধকারায় শৃঙ্খল-বন্ধনে।
আমিই প্রথম মুক্তি-মন্ত্র ঘোষিনু বিশ্বজনে।
পীড়িতেরে আমি করিবারে ত্রাণ,
বধিয়াছি শত পীড়কের প্রাণ!
(আবার) বাঁশরী বাজায়ে যমুনা নাচায়ে
কদম-তলায় তুলেছি তান!
(আমি) গোপীনীর সনে করিয়াছি প্রেম
যুঝিয়াছি বহু রণে।

প্রিয়ার আমার দু'টি পায়ে ধরে'
ভাঙায়েছি মান সাধা-সাধি করে'
(আবার) নর্ত্তন ছলে চরণের তলে
দলিয়াছি আমি কাল বিষধরে !
(আমি) বাজাইয়া বেণু চরায়েছি ধেনু
গোঠে-মাঠে বনে বনে ॥

কঞ্চুকী। বাঃ! বাঃ! চমৎকার! এখন বেশ জলের মত বোঝা গেল যে, তুমি একজন মস্ত বড় কাজের লোক,—একেবারে বিশ্বকর্ম্মার পোষ্যপুত্র! তুমি যমুনা তীরের কদমতলায় বসে বাঁশী বাজিয়েছ, গোপীনীদের সঙ্গে প্রেম করেছ, কোন্ ছুঁড়ীর পায়ে ধরে' তার মান ভাঙিয়েছ, আবার বেণু বাজিয়ে গোঠে-মাঠে গরু চরিয়েছ! এমন সব শক্ত শক্ত কাজ......উঁহু, পৃথিবীতে এক তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারত না!

সুদর্শন। কেন, কারাগারে জন্মগ্রহণের পর আমার মুক্তিলাভ, উৎপীড়ক বধ করে' শত শত উৎপীড়িতের পরিত্রাণ, পদতলে দলিত করে মহাভয়ঙ্কর বিষধর বিনাশ......

কঞ্চুকী। বাস, ঐ পর্য্যন্তই। তুমি যে এক পোয়া দুধে একেবারে এক সের জল ঢেলেছ বন্ধু। ওকি আর সাদা আছে,—একেবারে নীল্‌চে মেরে গেছে! তা যাক্। এখন, তুমি যে কথা বলে' আমাকে এক মৎস্যরাজ্যে এনেছ, তাড়াতাড়ি তার একটা বিহিত কর। ঘুড়ীভূতের পাল্লায় পড়ে রাজাটা যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আজ কতদিন ধরে' তো তার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না!

সুদর্শন। তোমার রাজা এই দেশেই আছে।

কঞ্চুকী। এঁ্যা! বল কি হে! এই দেশেই আছে! তবে তার দেখা পাচ্ছিনা কেন বন্ধু?

সুদর্শন। দেখা পাবে। আগে অম্বিকা দেবীর মন্দিরে গিয়ে মার পায়ের ফুল কাড়িয়ে আনো, তা হইলেই তুমি তোমার রাজার দেখা পাবে। আর দেখা পেলেই আমিও অমনি তার ঘুড়ীভূত ছাড়িয়ে দেব।

কঞ্চুকী। আর রাজারাণীর মিলন?

সুদর্শন। তাও করিয়ে দেব।

কঞ্চুকী। অবন্তীর রাজ সিংহাসন?

সুদর্শন। তাও পাইয়ে দেব।

কঞ্চুকী। তা'হলে আর দেরী করে' কাজ নেই বন্ধু। চল, আজই দেবী-মন্দিরে গিয়ে পূজায় বসা যাক।

সুদর্শন। তুমি যাও বন্ধু। আমার যাওয়ার সময় হবে না।

কঞ্চুকী। তার মানে?

সুদর্শন। হঠাৎ আমার এখানে একটু বিশেষ কাজ পড়ে গেছে।

কঞ্চুকী। কাজটা কি শুনি।

সুদর্শন। কাজটা হচ্ছে এই যে, একটি বুড়ো অন্ধ মানুষ মিথ্যে মায়ার জগদ্দল পাথর গলায় বেঁধে সংসার-সমুদ্রের দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। লোকটি বড়ই পুণ্যাত্মা। তাই, আমি তাকে উদ্ধার কর্‌তে চাই।

কঞ্চুকী। পরের ভাবনা নিয়েই তোমার যত মাথা ব্যথা বন্ধু!

সুদর্শন।   গীত।

পর কেহ নয় ত্রিভুবনে মোর, সবাই আপন জন।
আমি সকলের সাথে-সাথে আছি অন্তরে অনুক্ষণ।
দুঃখ-পীড়নে সকল হারা
ঝরে যদি কারো নয়ন-ধারা,
তারি সাথে মোর ভিজে ওঠে আঁখি, গলে' যায় মোর মন।

গীত কণ্ঠে দ্বাপরের আবির্ভাব

দ্বাপর। গীত।

(আবার) সুখের আবেশে তোমারে ভুলি'
যে থাকে দুয়ারে আগল তুলি'
আঘাতে তাহার দ্বার খুলি' দাও দু' নয়নে বরিষণ ॥

সুদর্শন পূর্ব্বগীতাংশ।

(আমি) সুখ লাগি' দিই দুখেরি জ্বালা,
আঁখি জল করি' মুকুতা মালা
অনাহত হতে করি' আমি ওরে আঘাতেরি নিবেদন ॥

দ্বাপর। পূর্ব্বগীতাংশ।

(তোমার) কে পারে বুঝিতে অপার লীলা,
সলিলে ভাসাও পাষাণ-শিলা,
মুগ্ধ দু' আঁখি শ্রীচরণে আমি প্রণমামি অভাজন।

[প্রণমান্তে অন্তর্ধান।

কঞ্চুকী। ওটি আবার কে বন্ধু?

সুদর্শন। ওটি আমার একজন ভক্ত।

কঞ্চুকী। আমার মত আহাম্মুক তা হলে পৃথিবীতে আরো আছে?

সুদর্শন। আছে, কিন্তু হাজারে দু' একটি!

কঞ্চুকী। তাই যা রক্ষে! তা' না হ'লে সারা ব্রহ্মাণ্ডটা একটা পাগ্‌লা গারদ হয়ে উঠতো। তা যাক্। আমি তো এখন দেবী-মন্দিরে ফুল কাড়াতে যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে এসে তোমার আবার দেখা পাব কোথায়

সুদর্শন। এইখানেই, এসে যদি আমায় দেখতে না পাও, অপেক্ষা করে' থেক। আমি যেথাই যাই, আবার এইখানে এসেই তোমায় দেখা দেব।

কঞ্চুকী। দেখ, বুড়ো বামুনকে যেন বেঘোরে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়না, মানিক।

সুদর্শন। না বন্ধু, তোমার কোনো ভাবনা নেই। তুমি যাও।

[কঞ্চুকী চলিয়া গেলেন।

সুদর্শন। [কঞ্চুকীর উদ্দেশ্যে] এইবার বোঝা যাবে ব্রাহ্মণ, তোমার অন্তরের নিষ্ঠা, একাগ্রতার দৃঢ়তা, রাজভক্তির গভীরতা। যেন, ভীষণ পরীক্ষা তোমার সম্মুখে। [দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া] ওরা কারা? মহাদেবী বিনতার হাত ধরে' শ্রেষ্ঠিপতি মার্দ্দব এইদিকে আসছে না? হ্যাঁ তাই তো! বৃদ্ধ বিনতা দেবীকে নিজের কন্যা ভেবে তার মিথ্যো মায়ায় জড়িয়ে আসক্তি আর বৈরাগ্যের দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভুল ভেঙে দিয়ে ওর মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে দিতে হবে। জানি, ভুল ভাঙলে গুরুতর আঘাত লাগবে ওর মনে। কিন্তু কি করব—উপায় কি? আঘাত না দিলে ওর মন তো ভগবন্মুখী হবে না। একটু অন্তরালে যাই; কি জানি আমাকে দেখতে পেলে হয় তো ওরা এদিকে না আসতেও পারে।

[চলিয়া গেলেন।

বিনতার হাত ধরিয়া মার্দ্দব সেইখানে আসিলেন

মার্দ্দব। আর তো আমি চলতে পারি না মা! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ক্লান্তিতে সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে আসছে,....এ আমায় তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বাসবী?

বিনতা। আর যেতে হবেনা বাবা, আমরা এসে পড়েছি।

মার্দ্দব। এ কোন্ দেশ বাসবি?

বিনতা। মৎস্যদেশ।

মার্দ্দব। এক মুষ্টি উদরান্নের জন্যে শেষে আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি ছেড়ে মৎস্যদেশে আসতে হল বাসবি!

বিনতা। কি করব বাবা, যাদবের আক্রমণে সোণার অবন্তী শ্মশান হয়ে গেছে। আজ সেখানকার সকলেই ভিক্ষুক। কে আর আমাদে ভিক্ষা দেবে বাবা!

মার্দ্দব। মনে করেছিলুম, জন্মভূমির কোলে মাথা রেখেই এ জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটা ফেল্‌ব; কিন্তু তা আর হলনা দেখছি। বাসবি, একটু জল এনে দিতে পারিস মা? তৃষ্ণায় আমায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, জিব শুকিয়ে আসছে, মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম্ কর্‌ছে।

বিনতা। তুই এই গাছতলায় একটু বস বাবা, আমি এখনি জল নিয়ে আসছি।

[চলিয়া গেলেন।

মার্দ্দব। ভগবান—ভগবান, শেষে এও ছিল আমার অদৃষ্টে। যার অন্নসত্রের দ্বার একদিন দিবারাত্রি সমানভাবে খোলা থাকত, অবন্তীর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী শ্রেষ্ঠিপতি মার্দ্দব আমি,—আমাকে কিনা আজ এই বৃদ্ধ বয়সে এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য এই সুদূর মৎস্য দেশে মেয়ের হাত ধরে' পায়ে হেঁটে আসতে হল! জ্ঞানে নয়—অজ্ঞানে যদি কোনো পাপ করে' থাকি আমি, তার প্রায়শ্চিত্ত কি আজও হয়নি দয়াল। ওগো নিষ্ঠুর, আরও কত দুঃখ তুমি সঞ্চিত করে' রেখেছ আমার জন্যে!

গীত কণ্ঠে প্রথমে আসক্তি ও পরে বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বৈত গীত।

আসক্তি। (মার্দ্দবের প্রতি)

দুঃখ তুমি পাচ্ছ শুধু আপন দোষে ইচ্ছে করে'।
সুখের চরম হ'ত তোমার আমার কথা শুন্‌লে পরে॥

বৈরাগ্য। (মার্দ্দবের প্রতি)

কাণ দিওনা ওর কথাতে চল সোজা পথটি ধরে'
ঘোরাবে ও চরকী ঘুরণ ঘানিতে ওর জুড়লে পরে॥

আসক্তি। (বৈরাগ্যের প্রতি)

পিছে লাগার স্বভাব তোমার ঘুচবে নাকি কোনো কালে ?
ছুটে এসে ঠিক জুটেছ যা মেরেছ আচ্ছা তালে]

বৈরাগ্য। (আসক্তির প্রতি)

বেতালা যা কবে মারি ভাই,
সে কথা তোমার জানা নাই !

সন্ধি কর', নইলে তোমার দুঃখ আছে ঢের কপালে ॥

আসক্তি। (মার্দ্দবের প্রতি)

যাবড়ো নাক কথায় কারো, ওঠো তুমি আপন জোরে !

বৈরাগ্য। (মার্দ্দবের প্রতি).

বস তুমি যেমনি আছ, মজ'না আর নেশার ঘোরে।

আসক্তি। (বৈরাগ্যে প্রতি)

ফের তুমি সেই খাচ্ছ কামড়, দেখছি তোমার কাল ঘটালে !

বৈরাগ্য। (আসক্তির প্রতি)

কি করি সই, জড়িয়ে গেছি আমি তোমার প্রেমের জালে !

আসক্তি। (বৈরাগের প্রতি)

ঘুব্ ঘুরিয়ে তাইতে বুঝি
করছ খরচ আমার পিছে তোমার যত আছে পুঁজি !

বৈরাগ্য। (আসক্তির প্রতি)

খরচ করেও পাইনে যে মন সেই ক্ষোভেতে যাচ্ছি মরে।

আসক্তি। (বৈরাগ্যের প্রতি)

বলিহারি যাই বুদ্ধি তোমার মন পেতে চাও ঝগড়া করে' !

বৈরাগ্য। (আসক্তির প্রতি)

ঝগড়া করেও সুখ আছে সই, তাইতো আছি সঙ্গ ধরে।

আসক্তি। (বৈরাগ্যের প্রতি) চল্লুম তবে ফাঁকি দিয়ে— [চলিয়া গেলেন।

বৈরাগ্য। (আসক্তির প্রতি) আছি আমি ঠিক পিছু নিয়ে—

[চলিয়া গেলেন।

মার্দ্দিব। এখানেও এসেছে ওরা! কোথায় অবন্তী আর কোথায় এই মৎস্যদেশ,—এত দূরেও ওরা সঙ্গ ছাড়েনি আমার! আমাকে যেন ওরা ওদের শিকারের লক্ষ্য ঠিক করেছে দেখছি। আমাকে অবলম্বন করেই ওরা যেন পরীক্ষা করতে চায় ওদের শক্তির প্রাধান্য। ওরা কারা?

সুদর্শন আসিয়া উপস্থিত হইলেন

সুদর্শন। ওরা তোমারই অন্তরের প্রতিচ্ছবি।

মার্দ্দিব। আমারই অন্তরের প্রতিচ্ছবি?

সুদর্শন। হ্যাঁ, তোমারই অন্তর্দ্বন্দের বহিঃপ্রকাশ। তুমি কখনও বা ভাবছ, পূর্ব্বের মত সংসার পেতে, ঐশ্বর্য্য আহরণে মেতে উঠি, আবার কখনও বা ভাবছ, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ভগবানের ইচ্ছার ওপরেই নির্ভর ক'রে বসে থাকি। অথচ কোনটাতেই তুমি মনস্থির করতে পারছ না। একজন নিসম্পর্কীয়াকে তুমি তোমার নিজের কন্যা ভেবে মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে সংসার সমুদ্রে শুধু হাবুডুবু খেয়ে মরছ, কোনও কূল পাচ্ছ না।

মার্দ্দিব। কি বল্লে তুমি? একজন নিসম্পর্কীয়াকে আমি আমার নিজের কন্যা ভেবে সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মরছি?

সুদর্শন। নিশ্চয়ই।

মার্দ্দিব। বাসবী আমার নিজের মেয়ে নয়?

সুদর্শন। বাসবী তোমার নিজের মেয়ে বটে, কিন্তু যার হাত ধরে তুমি এই সুদূর মৎস্যদেশে এসেছ, সে বাসবী নয়।

মার্দ্দিব। [সাশ্চর্য্যে] সে বাসবী নয়?

সুদর্শন। না।

মার্দ্দিব। সে তবে কে?

সুদর্শন। সে অবন্তীর রাণী বিনতাদেবী।

মার্দ্দিব। বিনতা দেবী? তার এমন কি স্বার্থ আছে যে, আমার

মুখে এক মুষ্টি ভিক্ষান্ন যোগাবার জন্যে সুদূর অবন্তী থেকে পায়ে হেঁটে সে এসেছে এই দেশে!

সুদর্শন। আছে বৈকি তার স্বার্থ। সে স্বার্থ হচ্ছে তার স্বামীর মঙ্গল। তোমার মুখে যে সে ভিক্ষান্ন যোগাচ্ছে, তারও মূলে সেই একই কারণ, তার স্বামীর মঙ্গল, তার স্বামীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। রাজা দণ্ডীও এসেছে এই দেশে। তাই দূরে থাক্‌লে পাছে তার স্বামীর শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য না রাখতে পারে এই ভয়ে সে এসেছে তোমার হাত ধরে এই দেশে।

মার্দ্দব। মিথ্যা কথা। শত্রুর গুপ্তচর তুমি,—এসেছ আমার শেষ আশ্রয়টুকু ভেঙ্গে দিয়ে আমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিতে।

সুদর্শন। ভুল বুঝেছ তুমি! আমি এসেছি তোমাকে অকূল-পাথার থেকে কূলে তুলতে! বেশ যদি বিশ্বাস না হয়, তা' হলে আমার কথাটা তুমি একবার পরীক্ষা করেই দেখ না।

মার্দ্দব। কি পরীক্ষা করতে পারি আমি?

সুদর্শন। তুমি লক্ষ্য করে দেখ যে, যখনই অবন্তীরাজের কোনও অমঙ্গল কামনা করতে যাবে তখনই সে চঞ্চল হয়ে তোমায় নিরস্ত করবে। তা' হ'লেই বুঝতে পারবে সে কার আত্মীয়—তোমার না অবন্তীরাজের।

মার্দ্দব। কিন্তু তুমি এত কথা জানলে কেমন করে? কে তুমি?

সুদর্শন। সে কথা জানবার তোমার সময় আসেনি এখনও। যে দিন আসবে, সেদিন এমনই জান্‌তে পারবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। এখন আমি চল্লুম, দরকার হলে তুমি আবার আমায় দেখা পাবে।

সুদর্শন প্রস্থানোদ্যত হইলে মার্দ্দব বাধা দিয়া বলিলেন।

মার্দ্দব। একটা কথা। তুমি শুধু আমায় বলে দাও,—আমার আমার বাসবী এখন কোথায়।

সুদর্শন। অবন্তীরাজের অত্যাচারে উন্মাদিনী হয়ে তোমার বাসবী এখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[চলিয়া গেলেন।

মার্দ্দিব। উন্মাদিনী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার বাসবী—শ্রেষ্ঠিপতি মার্দ্দবের একমাত্র সন্তান—অবন্তীর ধনকুবেরের স্নেহের দুলালী! বাসবী,—অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের কোলে যার জন্ম, অপরিসীম বিলাসের মধ্যে যার পরিবৃদ্ধি, সেই আমার একমাত্র মা-হারা মেয়ে আজ উন্মাদিনী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওঃ! ভগবান—ভগবান—এ শুনে এখনও আমি বেঁচে আছি—আমার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে—আমার চেতনা অবিকৃত রয়েছে।

পাত্রপূর্ণ জল লইয়া বিনতা আসিলেন

বিনতা। বাবা জল এনেছি।

মার্দ্দিব। [বিনতার কথা শুনিতে পাইলেন না, আপন মনেই বলিতে লাগিলেন] বাসবী—বাসবী—মা আমার, কোথায় কোন রুক্ষ রাজপথে রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তর পারে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস অভাগিনী! ফিরে আয়—ফিরে আয় মা আমার—তোকে বুকে চেপে ধরে, তুই আর আমি একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরি আয়!

বিনতা। [মনে মনে] একি আমার ছদ্মবেশ শ্রেষ্ঠিপতি ধরে ফেলেছেন না কি! কিন্তু কেমন করে হল এ সর্ব্বনাশ! [প্রকাশ্যে] বাবা—বাবা—তোমার জন্য জল এনেছি আমি।

মার্দ্দিব। এনেছিস—এনেছিস—আমার জন্যে জল এনেছিস মা তুই? বেশ করেছিস। একটু বিষ ওতে মিশিয়ে দেনা মা। আমার এই অন্ধ, অসহায়, স্থবির জীবনে অনেক উপকার করেছিস তুই আর একটু করনা মা। একটু বিষ মিশিয়ে দেনা মা ঐ জলে।

বিনতা। পাগলের মত তুমি এ কি বল্‌ছ বাবা?

মার্দ্দব। পাগলের মত? সম্পূর্ণ পাগল তাহ'লে হইনি এখনও? অবন্তীশ্বরের অত্যাচারে পাগল হয়ে সে আমার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি—আমি এখনও পাগল হ'তে পারলুম না রে! বলতে পারিস বল্‌তে পারিস মা, পাগল হওয়া যায় কি করে?

বিনতা। আমি যে তোমার কথা একটুও বুঝতে পারছি না বাবা!

মার্দ্দব। পারবি না—পারবি না—স্বর্গের দেবী তুই—এ মর্ত্ত-মানবের কথা তুই বুঝতে পারবি না। ওঃ! অবন্তীশ্বর—অবন্তীশ্বর—অভিসম্পাত করব—অভিসম্পাত করব তোমায় আমি এই বলে যে, আমার মত তোমারও চোখের জল যেন কোন দিন না—

বিনতা। (তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিলেন) বাবা—বাবা—বাবা—কি কর—কি কর তুমি! সে যদি নিজেকে ছোট করে, থাকে জগতের চক্ষে তোমার ওপরে তার রাজশক্তির অপব্যবহার করে', তুমি কেন বাবা ছোট হবে তার কাছে তোমার নৈতিক শক্তির অপপ্রয়োগ করে? তার নীচতার জন্যে তুমি তাকে করুণা কর বাবা। ক্ষমা কর--ক্ষমা কর বাবা তুমি তাকে।

মার্দ্দব। ঠিক বলে গেছে—ঠিক বলে গেছে তো সে! একেবারে বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। করব—করব—আমি তাকে ক্ষমাই করব মা! তোর স্বামী যে সে! তাকে কি আমি অভিসম্পাত করতে পারি? পারি না। তোর করুণার অশ্রু যে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আছে মা! অভিসম্পাতের শব্দ ফুট্‌বে কি করে? কিন্তু ঋণ আমি বাড়াব না। কারও দেওয়া অন্ন আর আমি মুখে তুল্‌ব না কোনদিন। তুই জানিস না মা,—সে আমার অনাহারে শুকিয়ে দিনের পর দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, হয়তো কোনো পথের পাশে নর্ম্মদার ধারে কিংবা কোনো গাছের তলায়

ধূলায় পড়ে। পাচ্ছি—পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি—কঙ্কালসার হয়ে গেছে তার দেহ,—কোটরে প্রবিষ্ট হয়েছে তার চক্ষু,—রুক্ষ ধূসর হয়ে গেছে তার চুল! পরণে তার বস্ত্র নেই, উদরে তার অন্ন নেই! কাঁদছে —কাঁদছে—বাবা—বাবা বলে চীৎকার করে সে কাঁদছে! আমি ছাড়া জগতে যে তার আর কেউ নেই! দাঁড়া—দাঁড়া বাসবি—যাচ্ছি— যাচ্ছি—অবন্তীর ধনকুবের তোর পিতা শ্রেষ্ঠীপতি মার্দ্দব আমি জীবিত থাকতে কিসের অভাব মা তোর। [উন্মত্তের মত চলিয়া গেলেন।

বিনতা। বাবা—বাবা—দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাব তোমার সঙ্গে! অন্ধ, অসহায়, জরাজীর্ণ তুমি—আমি সঙ্গে না থাকলে তোমার সেবা শুশ্রূষা কে করবে বাবা!

(নেপথ্য হইতে মার্দ্দবের কণ্ঠস্বর শুনা গেল)

মার্দ্দব। বাসবি! বাসবি, দাঁড়া, দাঁড়া মা আমার—যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

বিনতা! বাবা—বাবা, ফের'—ফের'—ফিরে এস বাবা—ফিরে এস তুমি— [ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ।—পাণ্ডবের অন্তঃপুরোদ্যান।

উর্ব্বশী একাকিনী ভাবিতেছিলেন

উর্ব্বশী। হায় হতভাগ্য রাজা,
অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের স্নেহের দুলাল,
তুচ্ছ এক রমনীর রূপাগ্নি-শিখায়
ভস্ম করি' জীবনের সকল সম্পদ,

ভিক্ষুকের মত দীন পরাশ্রয়ী আজি।
নাহি জানি ভাগ্যপটে আরো আছে কিবা !
দিনেক আশ্রয় তরে ভ্রমি' ত্রিভুবন,
বহুকষ্টে শেষে যদি মিলিল আশ্রয়,
প্রলয় ঝঞ্ঝার মেঘ
সঞ্চারিছে ভাগ্যাকাশে আশ্রয় দাতার !
হায় ভগবান,
তোমার করুণাধারা কোনোদিন কি গো
ঝরিবেনা সর্ব্বহারা দুর্ভাগার শিরে !
তোমার সৃজিত তারা, তবু তাহাদের,
কেমনে ভুলিয়া গেলে নিষ্ঠুর বিধাতা।

(গীতকণ্ঠে একে একে অন্তরীক্ষ পথে অপ্সরাগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল)

গীত।

মিশ্রকে । তুমিও বল কেমনে সখি, ভুলিয়া গেলে মোদের কথা।
তিলোত্তমা। ভুলিতে সখি বাজিল নাকি প্রাণে তোমার একটু ব্যথা ।
ঘৃতাচী । ফুটে না ফুল পারিজাতে,
ঝরিছে আঁখি দিবস-রাতে,
তব-বিরহ-বেদনাতে
স্বরগ ভরি' কাতরতা ॥
মেনকা। তোমারি লাগি' মন্দাকিনী কাঁদিছে সখি আকুল স্বরে।
গোপালী। তোমারি শোকে নন্দনেতে গাহে না গান বিহগগণে ॥
রম্ভা । নাট্যশালার বন্ধ দ্বার,
মদন-রতি নাচে না আর,
নাহিক লেশ শুভ্রতার,
সবারি মুখে মলিনতা ॥

উর্ব্বশী। সৌভাগ্য আমার,
তাই স্বর্গনিবাসিনী সখিগণ আজি
দয়া করি দিলে মোরে শুভ দরশন।
সত্য ভগ্নিগণ,
এ মর্ত্ত্যের ধূলিজালে স্বর্গের আলখ্যে
ঢাকা পড়ে গিয়েছিল অন্তরে আমার,—
সত্য আমি ভুলেছিনু তোমা সবাকারে!
অবন্তীর অধীশ্বর,
অকপট প্রণয়ের মন্ত্রবলে যেন,
যাদু করি' রেখে ছিল এতদিন মোরে?
হেরি' আজি তোমাদিগে, এই সন্ধ্যাকালে,
পড়িতেছে মনে মোর পূর্ব্বকথা যত!
আকুল অন্তর-তলে জাগিতেছে সাধ,
ফিরে যেতে পুনরায় বৈজয়ন্তধামে!
হায় সখি,
নাহি জানি কবে হবে পাপ-মুক্তি মোর।

অপ্সরাগণ। গীত।

বিদায় সখি, বিদায়।
এসেছিনু মোরা সুধাতে তোমারে
স্বরগে কেমনে ভুলিলে হায়॥
ত্রিদিব-বাসিনী তুমি অপ্সরা,
জ্যোতির মালিকা আঁখি-আলো করা,
দেবেশের তুমি সখি প্রিয়তরা,
মরতে তোমারে শোভা না পায়

ডাক' নারায়ণে, সাধ' নারায়ণে,
স পে দাও প্রাণ তাঁরি শ্রীচরণে ;
ডাকিলে কাতরে দুরিত-হরণে
ঘুচিবে তোমার এ ঘোর দায় ॥

উর্ব্বশী। বহুদিন পরে দেখা,
ছেড়ে দিতে তোমাদের প্রাণ নাহি চায়,
কিন্তু ধরে' রাখি,
কোথা মোর হেন পুণ্যবল !
এস সখিগণ,
ধন্যবাদ তোমাদের হেন করুণায়।
জানাইও দেবরাজে প্রণতি আমার।

[অপ্সরাগণের অন্তর্ধান।

মুহূর্ত্তের মুকুরেতে হেরিলাম আজি
স্বর্গের অপূর্ব্ব ছবি ক্ষণকাল তরে।
মনে পড়ে আজি সেই মন্দাকিনী নীরে
সখিগণ সহ মিলি' ফুল্ল জল কেলি,
নন্দনের কুঞ্জতলে দেবেন্দ্রের সহ
নিরালয় বসি' সেই প্রেমের গুঞ্জন,
নাট্যশালে শিক্ষাগুরু ঋষি ভরদ্বাজ,
অভিনয় সৌকর্য্যের কি তীব্র উৎসাহ !
হায় স্বর্গ, নাহি জানি,
কত দিনে ভাগ্য মোর হইবে প্রসন্ন,
ফিরিব আবার কবে পুণ্যতীর্থে তব !

দণ্ডী আসিলেন।

দণ্ডী। প্রিয়তমে,
এতদিনে বোধ হয় আসিল সুযোগ
চরিতার্থ করিবারে প্রতিহিংসা মোর।
শুনিলাম........

উর্ব্বশী। প্রিয়তম,
চিত্তমোর বড়ই বিক্ষিপ্ত;
শুনিতে অক্ষম আমি
সুযোগের সুবিস্তৃত বর্ণনা তোমার।

[চলিয়া গেলেন

অতিশয় বিস্মিত হইয়া উর্ব্বশীর চলিয়া যাওয়া পথের দিকে
কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে দীর্ঘশ্বাস
ফেলিয়া কহিলেন।

দণ্ডী। একি ভাবান্তর!
আমারে হেরিলে যার স্নিগ্ধনীল আঁখি,
নিশান্তের উষালোকে পূর্ব্বাকাশ সম,
আনন্দের স্বর্ণালোকে উঠিত উদ্ভাসি'
অন্তর উঠিত দুলি,
পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের মত,
বসন্তের বনশ্রেণী সম
অঙ্গে যার বয়ে যেত প্রফুল্ল হিল্লোল,
সেই সে উর্ব্বশী ওকি—প্রিয়তমা মোর!—
নারিনু বুঝিতে
কিবা হেতু, হল আজি হেন রূপান্তর

ভীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভীম। কার রূপান্তর রাজা—পাণ্ডবের নাকি?

দণ্ডী। না মহান্, রূপান্তর অদৃষ্টের মম।
সন্ধ্যায় আছিল যেই রাজ্য অধীশ্বর,
পরদিন প্রাতে হল পথের কাঙাল!
কাঙাল হলেও তবু
ত্রিভুবনে কেহ যারে করিল না কৃপা,
মহাবল শত্রুভয়ে
সবে যারে ঠেলে দিল দুয়ার বাহিরে,
দুর্ব্বলা রমণী এক মমতা রূপিনী।
মাতৃস্নেহে বক্ষে তারে দানিল আশ্রয়!
তাই ভাবি মনে জীবিত রহিলে আরো
নেহারিব অদৃষ্টের কত রূপান্তর!

ভীম। অদৃষ্টের রূপান্তর—
প্রিয়পাত্রে ঈশ্বরের পরীক্ষা ভীষণ।
জান রাজা, পাণ্ডবের সখা নারায়ণ,
তবু দেখ,
কি নির্ম্মম তাহাদের ভাগ্য-নিপীড়ন!
নিবায়োনা বক্ষে তব উৎসাহের দীপ,
ধৈর্য্য ধরি' নিয়তির লক্ষ্য কর গতি,
অবশ্যই পোহাইবে
জীবনের যাত্রাপথে দুঃখ-নিশা এই,
সুদিনের সূর্য্যোদয়ে
উঠিবে উদ্ভাসি' তব ভাগ্যাকাশে পুনঃ!

দণ্ডী। আশা কুহকিনী
গুঞ্জরিয়া কানে কানে শুধু সেই কথা
স্বপনের ইন্দ্রজাল করিছে বয়ন।
তাই আজো
পর-অন্নে পরাশ্রয়ে রয়েছি জীবিত।

ভীম। নহ পর তুমি রাজা,
অতি বড় আত্মজন তুমি পাণ্ডবের।
পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী জননী সুভদ্রা
সমাদরে আনি' যারে নিজ অন্তঃপুরে
দানিয়াছে অকপটে আপন আশ্রয়,
পর নহে পাণ্ডবের কভু সেইজন।
পর যদি ভাব তুমি আমাদের রাজা,
সেই হেতু আত্মগ্লানি
কর যদি হৃদয়ে পোষণ,
দুঃখের অবধি আর রবে না মোদের।

দণ্ডী। ক্ষম অপরাধ, দেব,
পর ভাবি' পাণ্ডবেরে কহি নাই কিছু,
নহি ভাষাবিদ,
তাই অক্ষম ভাষায়
মনোভাব করিয়াছি প্রকাশ আমার।
বেশ জানি আমি পাণ্ডবের মত মোর
নাহিক আত্মীয় কেহ ত্রিভুবন মাঝে।
দেব, বড় শ্রান্ত আমি,
বিশ্রাম মাগিছে যেন সর্ব্ব অঙ্গ মোর।

ভীম। যাও রাজা, করগে বিশ্রাম ;
কষ্ট দিয়ে নাহি চাই করিতে আলাপ।

দণ্ডী। পাণ্ডবের ঋণে
বাঁধা রবে চিরদিন জীবন আমার।

[চলিয়া গেলেন [

ভীম। এই সেই রাজা দণ্ডী—
অত্যাচারে যার অবন্তীর ঘরে ঘরে
উঠেছিল একদিন তীব্র আর্ত্তনাদ !
সেই অপরাধে
সমুচিত শাস্তি তার দেছেন শ্রীহরি ;—
কাড়ি' লয়ে রাজ্যৈশ্বর্য্য, আঁখির পলকে,
ললাট ফলকে তার দেছেন আঁকিয়া
পরাজয় কলঙ্কের গাঢ় মসি-লেখা !
এর চেয়ে গুরুতর কিবা শাস্তি আর
হতে পারে যুদ্ধধর্ম্মী ক্ষত্রিয় জীবনে !
নারিনু বুঝিতে কিন্তু,
তথাপি তাহার পরে ক্রোধ কিবা হেতু !
তাই মনে হয় ছদ্মবেশী এই ক্রোধে
নির্দ্ধারিত লক্ষ্য তাঁরে নহে দণ্ডী কভু।
লক্ষ্য তাঁর ছলনায় পাণ্ডব পরীক্ষা
তা না হ'লে,
ত্রিভুবনে কেহ যারে দিল না আশ্রয়,
তাহারে পাঠায়ে দিয়ে পাণ্ডব-আলয়ে
অভয় দানিল কেবা বসি' হৃদে মোর।

নারায়ণ,

হতে পার চতুরের চূড়ামণি তুমি,

কিন্তু জেন সখা, প্রকৃত ভক্তের কাছে,

বিফল তোমার হরি সর্ব্ব চতুরতা।

দণ্ডী তরে রণ যদি হয় তব সনে

অবশ্যই রণ জয় হবে আমাদের।

(অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

অর্জ্জুন, অবশ্যই রণ জয় হবে আমাদের।
সত্য বটে পৃথিবীর মহা মহা রথী
হইয়াছে সম্মিলিত দুর্য্যোধন সহ,
কিন্তু দেব,
গোবিন্দ হবেন মম সারথি সংগ্রামে।

ভীম। শুভ বার্ত্তা নিঃসন্দেহ।
কখন ফিরিলে তুমি দ্বারাবতী হতে ?

অর্জ্জুন। এইমাত্র ফিরিতেছি আমি।
নামি' রথ হতে
জানাইয়া অগ্রজের শ্রীপদে বারতা,
আসিয়াছি নিবেদিতে চরণে তোমার ;

ভীম। ভাই, শুনিয়াছ দণ্ডীরাজ বিবরণ কিছু ?

অর্জ্জুন। শুনিয়াছি দ্বারকায়, রাজ্য ছাড়ি রাজা,
কৃষ্ণ ভয়ে হইয়াছে নিরুদ্দেশ কোথা!

ভীম। নহে নিরুদ্দেশ,
পাণ্ডব আশ্রিত রাজা নির্ভয় এখন।
অর্জ্জুন। পাণ্ডব আশ্রিত রাজা?
ভীম। বিস্ময়ের কিছুমাত্র নাহিক অর্জ্জুন।
দেব-দৈত্য, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর,
কৃষ্ণ ভয়ে কেহ যারে দিল না আশ্রয়,
কৃষ্ণ-সখা ভিন্ন তারে কে দিবে অভয়?
অর্জ্জুন। কিন্তু দেব,
রুষ্ট যদি হয় সখা শুনি সমাচার?
ভীম। বুঝিব তাহলে
ক্ষত্রিয় সন্তান, লয়ে গোপায়ে পালিত,
বুঝি তার হয়ে গেছে গোপের মতন।
তা' না হ'লে,
কেন না বুঝিবে,
মহামানী ভরতের বংশধর মোরা,
সকাতরে কেহ আসি' যাচিলে আশ্রয়,
কেমনে তাহারে
তাড়াইয়া দিব দূরে করিয়া বিমুখ!
ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে সঙ্গত কি তাহা?
ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ যাহাদের
বল ভাই, কর্ত্তব্য কি তাহাদের তাহা?
অর্জ্জুন। বীরেন্দ্র পুঙ্গব তুমি ক্ষত্র ধর্ম্মচারী;
তুমি জান ভাল,
উচিত ও অনুচিত কিবা ক্ষত্রিয়ের।

অনুজ তোমার সেব চির অনুগামী।
আশ্রিত রক্ষণ তরে
ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম পালনে
হয় যদি প্রয়োজন কভু কোন দিন।
অম্লান বদনে প্রাণ ত্যজিবে অর্জ্জুন।
কিন্তু হে মধ্যম,
এই হেতু অগ্রজে কি
হেরিলাম কক্ষ কোণে বিষণ্ণ চিন্তিত ?

ভীম। বিষণ্ণ চিন্তিত তুমি হেরিলে অগ্রজে ?
নারিনু বুঝিতে কিবা কারণ ইহার।
আচ্ছা ভাল,—
পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি করগে বিশ্রাম,
এখনি চলিনু আমি অগ্রজের পাশে।

চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন। হায় লীলাময়,
একি এ অদ্ভুত লীলা বুঝিতে না পারি।
দুর্য্যোধন সহ ঘোর আসন্ন আহবে
পাণ্ডবের পক্ষে থাকি উপদেষ্টারূপে
সারথ্য করিবে মোর করিয়া স্বীকার,
একি এ চক্রান্ত জাল করেছ বিস্তার।
পাণ্ডবের ধ্যান, জ্ঞান, সখা তুমি প্রিয়,
তব ইচ্ছা ছাড়া,
যে পাণ্ডব কোনো কিছু করেনি জীবনে
তারি অন্তঃপুরে

শত্রু তব অনায়াসে লভিল আশ্রয় ?
কে দিল আশ্রয় তারে ? মধ্যম পাণ্ডব ?

সুভদ্রা আসিলেন।

সুভদ্রা। না দেব,
অপরাধী এই তব চরণের দাসী।
শাস্তি দাও আর্য্যপুত্র, যথা ইচ্ছা তব,—
আমি দিছি গৃহে মোর দণ্ডীরে আশ্রয়।

অর্জ্জুন। তুমি দেছ দণ্ডীরে আশ্রয় ?

সুভদ্রা। আমি দিছি দণ্ডীরে আশ্রয়।

অর্জ্জুন। কিন্তু ভদ্রা,
এই হেতু কৃষ্ণ সহ ঘটে যদি বাদ ?

সুভদ্রা। তাই যাদবের অস্ত্রভয়ে,
মনস্তুষ্টি করিবারে বন্ধুর তোমার,
অনাথ-পালন-ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি,
পাণ্ডব ত্যজিবে তার আশ্রিতে আজিকে ?
অপযশ ঘোষিবেনা তাহে ত্রিভুবন ?
পাণ্ডবের নামে পৃথী দিবেনা ধিক্কার ?
ধর্ম্মত্যাগী পাণ্ডবের
কৃষ্ণ সনে রহিবে কি বন্ধুত্ব তা হলে ?
বীর তুমি, অকপটে বলদেখি মোরে,
মৃত্যু কি নহেক শ্রেয়ঃ
পাণ্ডবের এই ঘোর অপকীর্ত্তি হতে!

অর্জ্জুন। সেই মূর্ত্তি—

গন্ধর্ব্ব বিবাহ শেষে একদিন যাহা
হেরিয়াছি হস্তিনায় ফিরিবার পথে
রথ-রশ্মি ধৃত করা
উন্মত্ত যাদব সৈন্য মাঝে

জনৈক পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরিচারিকা। মা, একজন ভিখারিণী আপনার দর্শন চায়।

সুভদ্রা। ভিখারিণী! আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস এখানে।

পরিচারিকা চলিয়া গেল।

অর্জ্জুন। ভদ্রা, আমি বড় ক্লান্ত।

সুভদ্রা। চল প্রভু, আজি নিজে সেবা করে তোমার শ্রান্তি দূর করিগে।

পরিচারিকাসহ বিনতা আসিলেন

সুভদ্রা। [বিনতার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিলেন] এ-ই ভিখারিণী! এ যে ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি-শিখা। (প্রকাশ্যে) কি চাও তুমি ?

বিনতা। আমি কি দেবী সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলছি ?

সুভদ্রা। হ্যাঁ, আমিই সুভদ্রা। কি চাও তুমি ?

বিনতা। একটু আশ্রয়।

সুভদ্রা। আশ্রয়! তোমার পরিচয় ?

বিনতা। ভিখারিণীর আবার পরিচয় কি দেবি! অবন্তীতে ছিল আমাদের বাড়ী। যাদবের আক্রমণে আজ সে দেশ ধ্বংশ হয়ে গেছে। তাই দু'টি উদারন্নের জন্যে অন্ধ পিতার হাত ধরে এসেছিলুম এই দেশে। হঠাৎ পিতা একদিন উন্মাদ হয়ে আমায় একলাটী ফেলে কোথায় নিরুদ্দেশ

হয়ে গেছেন। তাই অসহায় হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। এমন সময়ে শুনলুম আপনার করুণার কথা। ত্রিভুবনে কেউ যাকে আশ্রয় দেয় নি, সেই অবন্তীরাজকে নাকি আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই ভাবলুম, রাজা যেখানে আশ্রয় পায় সেখানে ভিখারিণীর কি পরিচারিকা রূপেও একটু স্থান হতে পারে না!

সুভদ্রা। (অর্জ্জুনের প্রতি) এ ক্ষেত্রে পাণ্ডু কুলবধূর কি কর্ত্তব্য স্বামী ?

অর্জ্জুন। যাদব কন্যার কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছু কম আছে বলে তো আমার মনে হয় না প্রিয়ে!

সুভদ্রা। এস ভিখারিণী; তোমাকে আমি আশ্রয় দিলুম—আমার পরিচারিকারূপে নয়, আমার অন্তরঙ্গ সখি রূপে।

বিনতা। কি বলে তোমায় আমি ধন্যবাদ দেব দেবি!

সুভদ্রা। কোন প্রয়োজন, নেই ধন্যবাদের। চল প্রভু, পরিশ্রান্ত তুমি বিশ্রাম কর্‌বে চল। এস সখি তুমি আমার অন্তপুরে।

[অগ্রসর হইলেন।

অর্জ্জুন। চক্রধারি, এও কি তোমার চক্রান্তের আর এক অধ্যায় ? জানি না তোমার মনে কি আছে নারায়ণ।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা। রাজপ্রাসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ। পরাজিত, পলায়িত, রাজা দণ্ডী এবে ;
ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার চূর্ণ করি' তার,
তারি অশ্রুজলে নিবায়েছি অবন্তীতে
অগ্নিমুখী অধর্ম্মের অনল উদ্গার।
কিন্তু তবু,
ভারতের বুক হতে করিতে উচ্ছেদ
যুগান্তরে সুসঞ্চিত পুঞ্জিভূত পাপ,
কুরুক্ষেত্র বেদীপীঠে
আরম্ভিতে ক্ষেত্র মেদ মহাযজ্ঞ মোর,
হয় নাই শেষ আজো সর্ব্ব আয়োজন।

নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নারদ। কবে হবে শেষ শ্রীমধুসূদন !
ভারতের ঘরে ঘরে উঠে আর্ত্তনাদ,
দিকে দিকে অত্যাচার নারীর লাঞ্ছনা—

শ্রীকৃষ্ণ। সব জানি ঋষি,
সেই ব্যথা বক্ষে মোর নীল হয়ে আছে—
কৌস্তুভ রতন বলি লোকে করি ভুল।
ভারতে করিব আমি মহান ভারত
স্বয়ম্বত ব্রত দোর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—
সেই হে এই মোর যজ্ঞ আয়োজন।

নারদ। আয়োজন কবে আর হ'বে শেষ প্রভু ?
শ্রীকৃষ্ণ। একরূপ হইয়াছে শেষ ; বাকী শুধু
ঋত্বিকের যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণ।
তারি তরে ঋষি, সংসারের সতরঞ্চে
দিয়াছি গজের কিস্তি অবন্তী-ঈশ্বরে !
সরিয়াছে রাজা, কিন্তু তার ত্রিভুবনে
করিয়াছি রুদ্ধ আমি প্রায় সর্ব্ব ঘর।
বাজীমাৎ করিবারে বাকী শুধু এবে,
কোথা দণ্ডী,
লভিবারে মাত্র তার সঠিক সন্ধান।

সাত্যকি উপস্থিত হইলেন।

সাত্যকি। মিলেছে সন্ধান দেব।
শ্রীকৃষ্ণ। মিলেছে সন্ধান ?
কহ, কহ প্রিয়বর, কোথা দণ্ডী এবে !
সাত্যকি। পাণ্ডব-আলয়ে।
শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব-আলয়ে !
বিকৃত মস্তিষ্ক তব হয়েছে সাত্যকি,—
অথবা কাদম্বী পানে হইয়া উন্মত্ত
করিতেছ পরিহাস মোর সনে তুমি।
সাত্যকি। নহে পরিহাস দেব, সত্য এ সংবাদ।
ফিরিয়াছে সবে মাত্র মৎস্য দেশ হতে
গুপ্তচর এই বার্ত্তা করিয়া বহন।
শ্রীকৃষ্ণ। শত্রুর উৎকোচগ্রাহী নিশ্চয় সে জন ;

কিংবা বন্ধুবর,
উন্মাদেরে বরিয়াছ গুপ্তচর পদে।
পাণ্ডব-আলয়ে আছে অরাতি আমার!
রাজসূয় মহাযজ্ঞে যে পাণ্ডবগণ
পূজিল চরণ মোর করিয়া বরণ,
আসন্ন কৌরব-যুদ্ধে স্বপক্ষ হইতে
করযোড়ে যারা আসি' যাচিল আমারে,
পরম বান্ধব মোর সে পাণ্ডব গৃহে
অবাধে লভিল দণ্ডী আশ্রয় তাহার!
অসম্ভব হেন বাণী বিশ্বাস না হয়।

সাত্যকি। বিশ্বাস কি হয় দেব, জলে ভাসে শিলা?
প্লাবন—তরঙ্গশিরে বটপত্র পরে
ভেসেছিলে একদিন তুমি নারায়ণ,
হয় কি প্রত্যয় তাহা করিলে শ্রবণ?
অচিন্ত্য তোমার মায়া, মহা মায়াধর,
অসম্ভব শব্দ নাহি তব অভিধানে।
নাহি জানি কি উদ্দেশ্য পাণ্ডবেরে বেড়ি'
দুর্ভেদ্য এ মায়াজাল করেছ বিস্তার!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রতি পদে তুমি মোরে দোষী কর সখা!
কিন্তু বুদ্ধিমান তুমি,
ভেবে দেখ একবার পাণ্ডবের রীতি!
রণে-বনে দুর্গম সঙ্কটে,
করিয়াছি পরিত্রাণ যাহাদের আমি,
কৌরব সভায় করি' লজ্জা নিবারণ

করিয়াছি যাহাদের নারীর সম্মান,
নিবিড় অরণ্য মাঝে দুর্ব্বাসা পারণে
বাঁচায়েছি যাহাদের ঋষি শাপ হ'তে,
সেই তারা আজি করি' অপমান মোরে
দর্পভরে দিল স্থান শক্রুরে আমার

নারদ। না পারি বুঝিতে প্রভু, সুবিজ্ঞ পাণ্ডব
কেমনে ভুলিল তব দর্পহারী নাম।

সাত্যকি। পায়ে ধরি আমি
ধোঁয়া দেখি মহানন্দে জ্বালিতে আগুন
দিও না ফুৎকার আর হে ঢেঁকি-বাহন।

নারদ। বৃথা তুমি দোষী কর আমারে সাত্যকি।
অতি দর্পী পাণ্ডবের অন্তঃপুর হ'তে
দণ্ডীসহ অশ্বিনীরে আনিতে ছিনায়ে
কৃষ্ণেরে কি করিতেছি উত্তেজিত আমি?
প্রভু তব যাহাদের পরম বান্ধব,
তাহাদের অপমান মসী মাখি' মুখে
পারি যদি অনায়াসে দেখাতে বদন,
কিবা ক্ষতি মোর?—সংসার বিরাগী আমি।

সাত্যকি। সংসার-বিরাগী তুমি, জানি তাহা ঋষি,
কিন্তু এই সংসারের সকল কোন্দল,
নাম তব চিরদিন করায় স্মরণ।

নারদ। ছিদ্রান্বেষী চিরকাল স্বভাব তোমার,
মোর নামে কর তাই বৃথা দোষারোপ!

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য প্রিয়তম,

বৃথা তুমি দেবর্ষিরে কর দোষারোপ।
আচ্ছা বেশ, মিটে যাক সর্ব্বগোলযোগ,—
বিবাদের পক্ষপাতী আমি নহি কভু।
আমার গরুড়ধ্বজে করি' আরোহণ,
যাও তুমি মৎস্যদেশে দূতরূপে মোর,
কহ গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে
দণ্ডী যদি থাকে তার অন্তঃপুর মাঝে,
বন্দী করি অশ্বী সহ এখনি তাহারে
সমর্পণ করিবারে চরণে আমার।
জেন প্রিয়বর, বড় প্রীতি হব আমি,
অনুরোধ রাখে যদি পাণ্ডব তোমার।

সাত্যকি। আর
উপেক্ষিত হয় যদি অনুরোধ মম ?

শ্রীকৃষ্ণ সাজিবে যাদব সৈন্য পণ্ডব-দমনে।

সাত্যকি। যাদবে পাণ্ডবে শেষে বাধিবে সংগ্রাম ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু তাই নয় সখা,
হলে প্রয়োজন,—
ত্রিভুবন এই যুদ্ধে করি' আমন্ত্রণ,
ধরা-পৃষ্ঠ হতে
মুছে দেব চিরতরে পাণ্ডবের নাম।

সাত্যকি। চতুরের চূড়ামণি তুমি, মূঢ় আমি,
কেমনে বুঝিব দেব, চতুরালি তব!
রসনায় উচ্চারিছ রূঢ় রোষ বাণী,
চোখে মুখে কিন্তু তব দীপ্তি উল্লাসের

অনন্ত তোমার লীলা, তুমি লীলাময় ;
কেমনে বুঝিব প্রভু, মহিমা তোমার ।
বেশ জানি, আশ্রিতেরে করিয়া বর্জ্জন
ধর্ম্মত্যাগী নাহি হ'বে পাণ্ডব কখনো ।
তবু যা'ব,—
আজ্ঞা-বাহী দাস আমি তব
আজ্ঞা তব অবশ্যই করিব পালন ।
[নারদকে প্রণাম করিয়া কহিলেন]
দাও পদধূলি ঋষি, করো এইটুকু,
কোন্দল জটিলতর নাহি হয় যেন ।

[চলিয়া গেলেন ।

নারদ । হাসি পায় সাত্যকির হেরি' অসন্তোষ,—
দু'টি চক্ষে ও আমারে পারে না দেখিতে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে দেবর্ষি,
আপনারে দেখিবার মত
স্বচ্ছ দৃষ্টি ক'জনের আছে ত্রিভুবনে ?
ব্রহ্মার মানস পুত্র, মুনিশিরোমনি,
তব জন্মরহস্যের অর্থ বুঝে কেবা ?
কেবা বুঝে ঋষি,
বিশ্বচক্ষু বিধাতার অভিপ্রেত কাজে·
তব শুভ পদার্পণ,—প্রাঞ্জল ভূমিকা ।

নারদ । উর্ব্বশী উদ্ধার হেতু পাণ্ডবের সনে
হে কেশব, সংগ্রাম কি সুনিশ্চিত তবে ?

শ্রীকৃষ্ণ । কেমনে বলিব ঋষিবর ?

পাণ্ডবের অভিপ্রায় পাণ্ডবেই জানে।
কিন্তু সংবাদ কি মুনিবর, ঋষি দুর্ব্বাসার ?

নারদ। উর্ব্বশী উদ্ধার হেতু মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
মহাতপে করেছেন আত্ম নিমগন।

শ্রীকৃষ্ণ। যথার্থই মহাঋষি শিবের নন্দন।
চলুন দেবর্ষি, আছে সৈন্য প্রদর্শনী,
হেরিবেন যাদবের সংগ্রাম পদ্ধতি।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ—পাণ্ডবের মন্ত্রণাকক্ষ।

যুধিষ্ঠির ও কুন্তি কথা কহিতে কহিতে আসিলেন।

যুধিষ্ঠির। শান্ত কর অন্তরের চঞ্চলতা মাতা,
ভীম তব নহে কভু অজ্ঞান সন্তান।

কুন্তী। তুচ্ছ দণ্ডী হেতু
তাই বুঝি কৃষ্ণ সনে দ্বন্দ্বে অগ্রসর ?

যুধিষ্ঠির। ভুল বুঝিও না মাতা!
ইচ্ছাময় নারায়ণ সর্ব্বমূলাধার,
তাঁর ইচ্ছা বিনা কার সাধ্য মাগো,
তুচ্ছ এক তৃণখণ্ডে করে স্থানচ্যুত।
ভীষণ বৈষ্ণবী মায়া বুদ্ধির অতীত
নাহি জানি কোন ছলে পাণ্ডবের সখা
বৈরীরূপে পাণ্ডবেরে করিছে আহ্বান।

কুন্তী। কৃষ্ণ কভু পাণ্ডবেরে
বৈরীরূপে করেনি আহ্বান ;
পাণ্ডব কৃষ্ণের সনে সাধিছে শত্রুতা।
কথা রাখ যুধিষ্ঠির,—শান্ত কর ভীমে,...
আসন্ন কৌরব যুদ্ধে
সারা পৃথ্বী সম্মিলিত পাণ্ডব বিপক্ষে...
কৃষ্ণ শুধু মিত্র তব এ ঘোর সঙ্কটে।
শোন কথা মোর—
দণ্ডীরাজে কৃষ্ণ করে করিয়া অর্পণ,
মিটাইয়া ফেল পুত্র, সর্ব্ব গোলযোগ।

ভীম আসিলেন।

ভীম। হেন বাণী
তব মুখে নাহি শোভে জননী আমার,—
ধর্ম্মরাজে দেছ স্থান জঠরে তোমার।
আপনার স্বার্থ সিদ্ধি পাছে নাহি হয়,
এই ভয়ে আশ্রিতেরে ত্যজিবে পাণ্ডব ?
হেন উপদেশ তুমি দাও—তাহাদের ?
ধর্ম্মত্যাগী হোক পুত্র,—এই চাহ মাতা ?

কুন্তী। ধর্ম্মত্যাগী ? ধর্ম্ম তুমি কারে বল ভীম!
নারায়ণে বৈরী করি' ধর্ম্মের সাধনা

ভীম। নারায়ণ কভু কারো বৈরী নহে মাতা,
বন্ধু ভাব, বৈরী ভাব,—
মাত্র মাগো, পাতকীর পরিত্রাণ তরে।
এতদিন বন্ধুভাবে করিয়াছি পূজা ;

নাহি জানি কি কারণ শক্র ভাবে আজি
পাণ্ডবের পূজা চান শ্রীমধুসূদন !
ইচ্ছাময় শুনিয়াছি নারায়ণ তব ;
পাণ্ডবের সহ মাতা, করিতে বিবাদ,
ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে তাঁর, তবে বল,
কার সাধ্য সে ইচ্ছারে করিবে লঙ্ঘন ।
রাজ ধর্ম্ম, ক্ষত্র ধর্ম্ম—আশ্রিত রক্ষণ ;
সেই ধর্ম্ম রক্ষা হেতু যায় যদি প্রাণ,
পাণ্ডুকুল হয় যদি সবংশে নির্ম্মূল,
জেন মাতা স্থির, পার্থসখা শ্রীকৃষ্ণের
অপার করুণা তার পাণ্ডবের প্রতি

যুধিষ্ঠির। জানি চিরদিন, আশ্রিত পালন—ধর্ম্ম,
সেই ধর্ম্ম আচরণে নাহি বুঝি কেন
অসন্তুষ্ট হবে মাগো শ্রীমতী-বল্লভ !
দারুণ সংশয় জাগে অন্তরে আমার,—
শ্রীপদে হয়েছি বুঝি অপরাধী মোরা !
তা না হলে
পাণ্ডবের ইষ্টদেব কেন
সহসা বিমুখ হেন পাণ্ডবের প্রতি !
শঙ্কা জাগে মনে,
পড়ি' বৈষ্ণবী মায়ায়
বুঝি বা বঞ্চিত হই শ্রীপদ সম্পদে ।

ভীম। অহেতুকী শঙ্কা তব দেব
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়,—কৃষ্ণ উপদেশ

যুধিষ্ঠির। শ্রেয়-প্রেয় কিছু আমি নাহি বুঝি ভাই,
জানি শুধু মাধবের রাঙা পা দু'খানি
জীবন-পাথারে চির ধ্রুব তারা মম।

কুন্তী। তব কর্ম্মদোষে ভীম হেরিতেছি আমি,
নিধন-ই পাণ্ডব ভাগ্যে নিয়তি নির্দ্দেশ।

ভীম। অগৌরব কিছুমাত্র নাহি তাহে মাতা।
ধর্ম্মরক্ষা তরে যদি
হয় যদি মাগো পাণ্ডব-নিধন
জুড়ি ত্রিভুবন,
শাশ্বত কালের তরে,
জয় ধ্বনি উঠিবে মা পাণ্ডবের নামে।

জনৈক প্রহরী আসিল।

প্রহরী। দেব, আসিয়াছে রথী এক দ্বারকা হইতে
পাণ্ডব-সদনে, সাত্যকি তাহার নাম।

যুধিষ্ঠির। যাও,
সমাদরে লয়ে এস এই কক্ষে তারে।

[প্রহরী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির,
কথা রাখ, প্রিয় পুত্র মোর,—
বিষ্ণু অবতার যেই মূর্ত্ত ভগবান,
তার সনে করিও না কভু বিসংবাদ।
বল করিবে না…[একটু থামিয়া কহিলেন]
নীরব কি হেতু বৎস ? কি ভাবিছ তুমি ?

যুধিষ্ঠির। সাত্যকির আগমন,—
অর্থ তার অতীব সরল।
নিদারুণ সমস্যায় নিপতিত আমি।
একদিকে ধর্ম্ম, আর কৃষ্ণ অন্যদিকে,
বুঝিতে না পারি মাতা, কর্ত্তব্য কি মোর!

ভীম। ধর্ম্মের তনয় তুমি,—ধর্ম্মরাজ নাম,
ধর্ম্ম হতে কৃষ্ণ তব নহে পূজনীয়।

কুন্তী। ক্ষান্ত হও তুমি ভীম,
যুধিষ্ঠিরে হবে না'ক দিতে উপদেশ।
সাত্যকি আসেনি আজ; সাত্যকির বেশে
মহাকাল সমাগত পাণ্ডবের দ্বারে।

অর্জ্জুন আসিলেন।

অর্জ্জুন। মহাকাল জয়ী পুত্র থাকিতে জীবিত,
চিন্তিত কি হেতু মাতা, মহাকাল হেরি'!

কুন্তী। ভীম সহ একমত তুমিও অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। মহামানী ভারতের বংশধর মোরা,
আশ্রিতে কেমনে মাতা, করিব বর্জ্জন?

কুন্তী। নকুল ও সহদেব—

অর্জ্জুন। তাহাদের এই মত
পাণ্ডব না করিবে মা, আশ্রিতে বর্জ্জন।

সাত্যকি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাত্যকি। আশ্রিত বর্জ্জন যদি না করে পাণ্ডব,
কৃষ্ণ সহ না রহিবে বন্ধুত্ব তাদের।

করি অনুরোধ আমি,
কৃষ্ণ সহ কভু করিও না হে পাণ্ডব, সংগ্রাম সূচনা।

যুধিষ্ঠির। এস হে সাত্যকি,
তুমিও পাণ্ডব-সখা কৃষ্ণেরি মতন ;
জিজ্ঞাসি' তোমারে আমি, দাও উপদেশ,
আশ্রিতে বর্জ্জন কিহে ধর্ম্ম মানবের ?
তুষ্ট কি হইবে কৃষ্ণ ত্যজিলে দণ্ডীরে ?

সাত্যকি। দণ্ডীরে ত্যজিলে, পাণ্ডব পাইবে ত্রাণ,
মহাবল যাদবের আক্রমণ হ'তে।

ভীম। যাদবের আক্রমণে ডরেনা পাণ্ডব।
'মহাবল' বিশেষণ সত্য কতখানি
সুভদ্রা হরণ কালে হয়ে গেছে বীর,
তৃতীয় পাণ্ডব সহ পরীক্ষা তাহার ;

সাত্যকি। শুধু তাই নয় বীর, হলে প্রয়োজন—
ত্রিভুবন সম্মিলিত হবে এই রণে।
কৃষ্ণ নিজে সৈন্যাপত্য করিয়া গ্রহণ
পাণ্ডব বিপক্ষে,
অসুরারি সৈন্যদলে করিবে চালনা

অর্জ্জুন। অসুরারি সৈন্যদল চেনে অর্জ্জুনেরে,
সাক্ষী তার কর ধৃত গাণ্ডীব আমার।
নিবাত কবচ বধে, খাণ্ডব দাহনে,
শৈলশিরে মহাকাল কিরাতের রণে,
পরিচিত বীর্য্য মোর অসুরারি দলে।

সাত্যকি। তা' হলে কি কৃষ্ণ সহ রণ,

একান্তই পাণ্ডবের মনের বাসনা ?

যুধিষ্ঠির। মনের বাসনা যাহা. অন্তর্‌যামী সে,
সম্ভবতঃ অবিদিত নাহি তাঁর কাছে।
তবু করি' অনুরোধ,
জানাইও শ্রীচরণে নিবেদন মম ;
রাজধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম, ধর্ম্ম মানবের.
করিতে পালন, কৃষ্ণ যদি হয় বাদী,
রাতুল চরণ তাঁর করিয়া স্মরণ,
পাণ্ডব ত্যজিবে প্রাণ প্রচণ্ড আহবে।

সাত্যকি। অবশ্যই নিবেদিব। বিদায় এক্ষণে—

যুধিষ্ঠির। কোথা যাবে বীর !
আতিথ্য গ্রহণ কর দান গৃহে আজি।

সাত্যকি। ক্ষমা কর রাজা,
অবিলম্বে ফিরিবারে আজ্ঞা মম প্রতি। [চলিয়া গেলেন।

কুন্তী। কি করিলে যুধিষ্ঠির !
সর্ব্বনাশে সমাদরে করিলে আহ্বান

যুধিষ্ঠির ! আশীর্ব্বাদ কর মাগো হেন সর্ব্বনাশ
প্রতিদিন ঘটে হেন ভাগ্যে পাণ্ডবের।
অসুরারি সেনা হবে যাদব-সহায়
তৃণাদপি তুচ্ছ এই পাণ্ডবের রণে !
এর চেয়ে মাতা
নাহিক সৌভাগ্য আর ক্ষত্রিয় জীবনে।
ধনঞ্জয়, দুর্য্যোধনে জানাও বারতা,
ভারত বংশের মান বিপন্ন আজিকে।

চাহে যদি রক্ষিবারে বংশের সম্মান
যোগ যেন দেয় আসি পাণ্ডবের সনে।

অর্জ্জুন। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব দেব। [চলিয়া গেলেন।

ভীম। একি আজ্ঞা অর্জ্জুনেরে দিলে নরবর।
সাহায্য করিতে ভিক্ষা দুর্য্যোধন পাশে
দীন নেত্রে নতশিরে পাণ্ডব আজিকে
দাঁড়াইবে গিয়া তার সিংহাসন তলে?

যুধিষ্ঠির। সাহায্য করিতে ভিক্ষা অর্জ্জুনেরে ভাই,
দুর্য্যোধন পাশে আমি করিনি প্রেরণ।
ভরতের বংশধর পাণ্ডব যেমন,
কৌরবো তেমনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান।
রক্ষিতে সে চাহে যদি বংশমান তার,
সংবাদ তাহারে আমি না করি প্রদান
সে সুযোগ কেন তারে করিব বঞ্চিত!

ভীম। ত্রিভুবন বুঝিবে না এই যুক্তি তব।
কহিবে সকলে,
যাদবের আক্রমণে ভয়ার্ত্ত পাণ্ডব,
করিয়াছে কৌরবের সাহায্য প্রার্থনা
হেন অপমান বাণী শুনিবার আগে
মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় শত গুণে।
যেই দুষ্ট দুর্য্যোধন প্রকাশ্য সভায়
পাণ্ডবের কুলবধূ আনিয়া সবলে
কুৎসিৎ ইঙ্গিত করি' দেখাইল উরু,
ভ্রাতা যার একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে ধরি

সহস্র আঁখির আগে করিতে উলঙ্গ
করেছিল টানাটানি পাশব-উল্লাসে,
মিলি তাহাদের সহ
ধাইবে যাদব-রণে নির্লজ্জ পাণ্ডব ?……
না না, পায়ে ধরি দেব, ফিরাও অর্জ্জুনে
করিয়াছি প্রজ্জলিত যেই অগ্নি আমি
আমিই ফুৎকারে তাহা করিব নির্ব্বাণ।
দিয়াছি আমিই একা দণ্ডীরে আশ্রয় ;
আমা হেতু নাহি চাই করিতে বিপন্ন
ভরতের বংশধর পাণ্ডব-কৌরবে।
পাণ্ডুকুল নিষ্কণ্টকে রহুক জীবিত
বিদূরিত হোক মাগো, দুশ্চিন্তা তোমার,
দাও পদধুলি শুধু, যাব দ্বারকায়,
ভেটিব কৃষ্ণেরে আমি দ্বৈরথ সমরে।
হত্যা করি মোরে
লয় যেন দণ্ডীরে সে অশ্বিনীর সহ। [চলিয়া গেলেন।

কুন্তী। নারায়ণ—নারায়ণ—নাহি জানি কেন
পাণ্ডবের হ'ল আজি মতিচ্ছন্ন হেন।

[চলিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির। জগত কারণ তুমি শ্রীমধুসূদন,
তোমার ইচ্ছায় স্রোতে তৃণখণ্ড সম
ভাসমান সর্ব্ব প্রাণী এই বিশ্বে মোর,
পূর্ণ হোক ইচ্ছাতব, ওগো-ইচ্ছাময়

[চলিয়া গেলেন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ—পাণ্ডবের অন্তঃপুরোদ্যান

সুভদ্রা ও বিনতা কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

সুভদ্র। আগুনকে কেউ কখনও পাতা চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে না। ভিখারিণী বলে পরিচয় দিলেও তোমার আকৃতি, তোমার কথাবার্ত্তা, তোমার চালচলন কিন্তু তা সমর্থন করে না। সত্য বল সখি, তুমি কে।

বিনতা। পৃথিবীতে আমার মাথা গুঁজে দাঁড়াবার স্থান নেই, ভিক্ষা ভিন্ন উদরান্ন সংগ্রহেরও কোন উপায় নেই। সত্যই দেবি, আমি ভিখারিণী। পথই আমার একমাত্র আশ্রয়,—ভিক্ষান্নই আমার একমাত্র উপজীবিকা।

সুভদ্রা। কিন্তু একদিন ছিল, যখন শত সহস্র দাস-দাসী পরিবেষ্টিত অমিত ঐশ্বর্য্যশালিনী অবন্তীর রাজ অট্টালিকায় মহারাণীরূপে সগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলে তুমি। বল, আমার এ অনুমান সত্য কিনা। আশ্রয়দাত্রীর সম্মান দিয়েছ তুমি আমাকে,—আমার কাছে তো তোমার মিথ্যে বলতে নেই সখি।

বিনতা। স্বপ্ন—স্বপ্ন—মুহূর্ত্তের সে স্বপ্ন দেবী, মুহূর্ত্তেই মিলিয়ে গেছে। সত্যই, আজ আমি ভিখারিণী ছাড়া আর কিছুই নই।

সুভদ্রা। না দেবি, ভিখারিণী হলেও তুমি রাজরাণী।' রাজা দণ্ডীর প্র[illegible]র বিক্ষেপের প্রতি তোমার গোপন অথচ সজাগ দৃষ্টি, তাঁর [illegible] জন্ম তোমার অলক্ষিত অথচ অবিরাম সেবা তাঁরই মঙ্গল কামনায়, [illegible]নের উদ্দেশ্যে বিনিদ্র রাত্রিতে তোমার নিরুচ্চারিত প্রার্থনা, তোমার ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ করে' তোমার প্রকৃত স্বরূপ যে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রকাশ করে দিচ্ছে সখি।

বিনতা। তোমার মত দেবীর কাছে আমি আত্মগোপন করে' আশ্রয় নিয়েছি, তার জন্য আমি আজ লজ্জিত, অনুতপ্ত। তুমি আমার ক্ষমা কর দেবী।

সুভদ্রা। না মহারাণী, তোমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আমি তোমায় শাস্তি দেব। শোন, যতদিন তোমাদের হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার না হবে, ততদিন তুমি আমার স্নেহের শৃঙ্খলে বন্দিনী হয়ে থাকবে আমার এই অন্তঃপুরে।

বিনতা। কি বলে তোমায় আমি আমার অন্তঃরের কৃতজ্ঞতা জানাব দেবি! এই স্বার্থপর জগতে এতবড় উদার হৃদয়—

সুভদ্রা। স্তব্ধ হও বন্দিনী আমার স্তবকথা করবার অধিকার দিইনি তোমাকে।

বিনতা। কিন্তু তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে পূজার মন্ত্রের মত আমার অন্তরের আবেগ যে স্তবের আকারে উচ্ছাসিত হয়ে ওঠে দেবি!

সুভদ্রা। তবে দূর হও তুমি কালামুখি, আমার কাছে থেকে।

বিনতা। সেই ভাল। দেবী দর্শনের পর তার স্তব না করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সে স্থান ত্যাগ করাই ভাল।

সুভদ্রা। বুঝেছি। অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি কিনা, তাই দেব দর্শনের জন্যে মনটা তোমার ছট্‌ফট্‌ করছে; যে কোনও ছলে এখন আমার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচো।

বিনতা। অন্তর্যামিনী দেবী তুমি, তোমার কাছে কথা বলে আর বাচালতা করবো না আমি। সখিরূপে তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছ তোমার পবিত্র অন্তঃপুরে, দেবীরূপে আমি তোমায় পূজা করব আমার নিভৃত মনোমন্দিরে,—চিরকাল, সারাজীবন, মৃত্যুর পরেও। [চলিয়া গেলেন

সুভদ্রা। দেবী আমি না দেবী তুমি! স্বামীর জন্য এই অপূর্ব

আত্মোৎসর্গ, এই দুশ্চর তপস্যা, সীতা—সাবিত্রীর পার্শ্বে তোমায় স্থান দেবে মহারাণি। জগতের সতীত্বের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে তোমার নাম বিশ্বের চক্ষে চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবে তোমার চরিত্র, নারীকুলের অন্তরে চিরদিনই পূজাই হয়ে থাকবে তোমার স্মৃতি। সখিরূপে তোমায় আমি আশ্রয় দিয়েছিলুম আমার অন্তঃপুরে, আজ গুরুরূপে তোমায় বরণ করে নিলুম আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তোমার মত অমন নীরব আত্মোৎসর্গ আজ থেকে যেন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়।

অর্জ্জুন আসিলেন।

অর্জ্জুন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হল ভদ্রা, কারণ তোমার স্বামীর মঙ্গল আপাততঃ আর নেই। শুনেছ বোধ হয়, যাদবের দূতরূপে সাত্যকি এসেছিল এখানে।

সুভদ্রা। শুনেছি! কিন্তু আমি তো তাতে দেখ্‌ছি প্রভু, পাণ্ডবের অভূতপূর্ব্ব মঙ্গল সূচনা!

অর্জ্জুন। মঙ্গল সূচনা? তোমার দেখার দৃষ্টিকে বাহবা দিতে হয় ভদ্রা। কিন্তু আরও শুনেছ বোধ হয়, পাণ্ডব ধ্বংসের জন্য তোমার ভাই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল একত্রিত করবার সঙ্কল্প করেছেন।

সুভদ্রা। শুনেছি! কিন্তু তাতেই বা কি! স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল—কোনখানেই তো আমার স্বামীর শক্তি অপরাজিত নেই প্রভু!

অর্জ্জুন। কিন্তু এবার যুদ্ধ স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমানের সঙ্গে।

সুভদ্রা। ধর্ম্ম রক্ষায় আশ্রিত পালনে। "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ" যার উপদেশ তাঁরই সঙ্গে এই ধর্ম্ম যুদ্ধ। অমঙ্গল এতে কিছুতেই হতে পারে না স্বামী। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান হলেও আমারই ভাই। যে রক্তস্রোত তাঁর দেহে প্রবাহিত, আমারও শিরায় শিরায় সেই রক্তস্রোত।

প্রয়োজন হলে অসি চর্ম্ম ধারণ করে আমিই প্রতিরোধ করব তাঁর আক্রমণ। ধর্ম্মত্রাতা নাম নিয়ে এই ধর্ম্ম যুদ্ধে কোন শক্তিতে তিনি পরাজিত করেন আমাদের।

অর্জ্জুন। তা হলে কি তোমাকেই এবার এ যুদ্ধে সৈন্যাপত্যে বরণ করবার জন্য ধর্ম্মরাজকে আমি একবার অনুরোধ করে দেখবো ভদ্রা? ভীষ্ম দ্রোণ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কৌরব-পাণ্ডবের সম্মিলিত বাহিনী পরিচালনা করবার মত যোগ্য ব্যক্তি—

সুভদ্রা। এক আমি ছাড়া আর কাকেও তুমি দেখতে পাচ্ছ না,—কেমন না? কিন্তু পরিহাস নয় আর্য্যপুত্র, সত্য বল তুমি, কৌরব কি পাণ্ডবের সঙ্গে এ যুদ্ধে যোগদান করবে?

অর্জ্জুন। সত্য ভদ্রা, কৌরব এ যুদ্ধে পাণ্ডবের সঙ্গে মিলিত হবে। এ সংবাদ তুমি কি শোননি এখনো?

সুভদ্রা। কই না।

অর্জ্জুন। ভারত বংশের সম্মান বিপন্ন হওয়ার সংবাদ দুর্য্যোধনকে দেবার জন্য ধর্ম্মরাজ আমাকে আদেশ করেন। আমি সে সংবাদ তাকে দেওয়া মাত্র স্বেচ্ছায় সে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পাণ্ডবের সহযোগিতা করবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু মধ্যম পাণ্ডবের তা মনঃপূত হয়নি! তাই তিনি কৃষ্ণকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করবার জন্য দ্বারকা যাত্রা করেছেন।

সুভদ্রা। এ সংবাদ যদি আমি আগে শুনতুম তাহলে মধ্যমপাণ্ডবের সঙ্গে আমিও একবার যেতাম দ্বারকায়।

অর্জ্জুন। কেন, ভাইকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করতে না কি?

সুভদ্রা। যাও। সব কথাতেই আজ তোমার কেবল ঠাট্টা! তোমার হয়েছে কি আর্য্যপুত্র?

অর্জ্জুন। অতুল আনন্দ। আমার সমস্ত জগত জুড়ে আজ আনন্দের

বান এসেছে। যতদূর দেখা যায় যতখানি শোনা যায়,—সবই আজ আমার কাছে আনন্দময়। আকাশে আজ আনন্দ দেখা দিয়েছে অসীম নীলিমা হয়ে, বনে-উপবনে আনন্দ ফুটে উঠেছে আজ ফল হয়ে! সত্য বলছি, জীবনে এত আনন্দের সন্ধান বোধ হয় আর কখনো পাইনি আমি। স্বয়ং নারায়ণের নেতৃত্বে অসুরারি সৈন্যদল চালিত হবে তৃণাদপি তুচ্ছ এই পাণ্ডব বিপক্ষে। এর চেয়ে আনন্দের কারণ ক্ষত্রিয়ের জীবনে আর কি হতে পারে ভদ্রা ?

সুভদ্রা। তবে তুমি আনন্দ কর, আমি কিন্তু এখন চল্লুম।

অর্জ্জুন। কোথায় ?

সুভদ্রা। অম্বিকা মন্দিরে, দেবীপূজায়।

অর্জ্জুন। হঠাৎ ?

সুভদ্রা। মধ্যম-পাণ্ডবের কল্যাণ কামনায়। যতদিন না তিনি অক্ষত দেহে ফিরে আসেন এই মৎস্যদেশে; ততদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে একাসনে বসে দেবীর আরাধনা করব আমি। দেখ্‌ব একবার নারায়ণ সর্ব্বশক্তিমান হলেও কেমন করে তিনি মধ্যম-পাণ্ডবকে পরাজিত করেন।

[চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি এই নারীজাতি! বহ্নি আর বারি, বজ্র আর ইন্দ্রধনুর কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! এরা কখনো দীপ, কখনো দাবানল!—কখনো কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী, কখনো নৃমুণ্ডমালিনী রণচণ্ডিকা।

উর্ব্বশী আসিলেন।

উর্ব্বশী। তবু এদের মত অসহায় ত্রিভুবনে আর কেউ নেই।

অর্জ্জুন। কে তুমি দেবি ?

উর্ব্বশী। আমাকে তুমি চিন্‌তে পারলে না অর্জ্জুন ?

অর্জ্জুন। একি! পুরূরবা মহিষী, ইন্দ্রসহচরী দেবী উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী। না বৎস্য, আজ আর আমি পুরুরবা মহিষী বা ইন্দ্রসহচরী নই ;—আজ আমি নিতান্তই দীনহীনা, পথের ভিখারিণী।

অর্জ্জুন। সে কি মা! স্বর্গের প্রধানা অপ্সরা তুমি—

উর্ব্বশী। সেই অহঙ্কারে একদিন আমি তোমাকে "নপুংসক হও" বলে অভিসম্পাত করেছিলুম অর্জ্জুন—

অর্জ্জুন। অভিসম্পাত নয় মা, সে তোমার আশীর্ব্বাদ।

উর্ব্বশী। ভুলে যাও পুত্র, আমার সে নিলর্জ্জতার কথা।

অর্জ্জুন। জীবনে তো তা' আর কোনদিন স্মরণ করিনি জননি!

উর্ব্বশী। জননী বলে সম্বোধন করেছ তুমি আমাকে,—পুত্রের কর্ত্তব্য কর বৎস্য—উদ্ধার কর তুমি আমাকে এই মর্ত্ত্যের নরক-যন্ত্রণা হতে।

অর্জ্জুন। মর্ত্ত্যের নরক-যন্ত্রণা হ'তে ? তোমার কথা যে আমি কিছু বুঝতে পারছিনা মা। পরিষ্কার করে' খুলে বল জননি, কি উদ্দেশ্যে আজ দীন সন্তানের গৃহে তোমার এই শুভ পদার্পণ।

উর্ব্বশী। পদার্পণ আমার আজ হয়নি বৎস। যেদিন তোমার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী রাজা দণ্ডীকে তাঁর অশ্বিনীসহ আপন অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছে সেই দিন থেকেই আমি তোমাদের আশ্রিত। রাজা দণ্ডীর অশ্বিনী আর কেউ নয় পুত্র,—আমিই। ঋষি দুর্ব্বাসার শাপে আমি দিবসে অশ্বিনী, রাত্রে উর্ব্বশী। এতদিন আমি সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে দণ্ডীর সহবাসেই ছিলাম পুত্র ; কিন্তু আজ কয়েকদিন হল স্বর্গের কথা মনে পড়ে আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মর্ত্ত্যের বাতাসে আমার শ্বাস রোধ হয়ে আসছে, বন্ধুর মৃত্তিকায় আমার পদতল ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, রাজা দণ্ডীর সংস্পর্শ আমার কাছে বিষের মত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। আমাকে তুমি উদ্ধার কর পুত্র'—উদ্ধার কর তুমি আমাকে।

[আকুল হইয়া অর্জ্জুনের দুইটী হাত চাপিয়া ধরিলেন।

অর্জ্জুন। কি করলে তোমার উদ্ধার হবে মা বল, আমি প্রাণ দিয়েও তা সম্পন্ন করব।

উর্ব্বশী। অষ্টবজ্র সম্মিলনে আমার উদ্ধার হবে বৎস।

অর্জ্জুন। অষ্টবজ্র সম্মিলনে?

উর্ব্বশী। হ্যাঁ পুত্র। পাণ্ডব বিপক্ষে অসুরারি সৈন্যদল চালিত হবে শুনে আশা হয়েছিল, হয়ত আমার উদ্ধারের শুভলগ্ন সন্নিকট। কিন্তু মধ্যম-পাণ্ডব নিজেই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে দ্বারকায় গিয়েছেন শুনে আবার আমি হতাশ হয়ে পড়েছি বৎস। মধ্যম-পাণ্ডবকে তুমি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে নিরস্ত কর অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। কিছুই করতে হবে না মা। অভিমানী মধ্যম-পাণ্ডব গিয়েছেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয়ে কৃষ্ণের চরণে আত্মদান করে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করতে। কিন্তু তা হবে না জননি। মধ্যম-পাণ্ডব নিহত হলেও আশ্রিত বৎসল ধর্ম্মরাজ কখনো তোমাদের পরিত্যাগ করবেন না। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা;—এ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

উর্ব্বশী। আমি আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, সর্ব্বযুদ্ধ-জয়ী হোক পাণ্ডব।

অর্জ্জুন। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে। পুরোদ্যান থেকে অন্তঃপুরে এস মা।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

দণ্ডী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দণ্ডী। এতদিন পরে আজ স্পষ্ট বোঝা গেল, উর্ব্বশীর ভাবান্তরের কারণ। হায় বারাঙ্গনা, স্বর্গে একদিন যার কাছে প্রেমের পশরা সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্ম্মম ভাবে প্রত্যাখ্যাতা হয়েছিলি, আজ মর্ত্ত্যে এসে আবার তার কাছে সেই মিনতিভরা আকুল আত্মনিবেদন! ওঃ! পিশাচি! তোর

জন্যে আমি কিনা করেছি! আমার রাজ্যৈশ্বর্য্য, মান-সম্ভ্রম, জীবন-মরণ, সমস্ত দিয়ে তোর পূজা করেছি আমি! অথচ...মনে পড়ে—মনে পড়ে আজ উপেক্ষিতা অভিমানিনী বিনতার কথা। সমুদ্রের মত অগাধ তার সেই ভালবাসা, আকাশের মত উদার তার সেই আত্মনিবেদন, পূজার ফুলের মত নিষ্কাম তার সেই সেবা ···ওঃ! কি ভুলই করে এসেছি আমি সারা জীবন ভোর! [সহসা দূরে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায়] ওরা কারা! প্রাসাদ-অলিন্দে চাঁদের আলোয় হাত ধরাধরি করে' দুটিতে দাঁড়িয়ে! একি! উর্ব্বশী আর অর্জ্জুন!—অসহ্য! অসহ্য! বারবার চোখের সামনে এই দৃশ্য······না, না, অসহ্য, অসহ্য! দাঁড়া—দাঁড়া বিশ্বাস-ঘাতিনী, অবন্তীর রাজা সেই দণ্ডী আমি,—আমি এর যোগ্য প্রতিফল দেব। জানি আমি তুই অমর। তবুও আজ আমি একবার দেখ্‌ব, এই সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণে তোর অমরত্বের শেষ হয় কি না।

নেপথ্য হইতে বিনতার কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

বিনতা। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও রাজা—নারী অঙ্গে—

বলিতে বলিতে বিনতা দেবী ছুটিয়া আসিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই দণ্ডী শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরে আহত হইয়া বিনতা লুটাইয়া পড়িলেন।

স্বামী—প্রভু—হৃদয় দেবতা আমার—

দণ্ডী। একি! একি! কে তুমি? কে তুমি?

বিনতা। দাসী। পায়ের ধুলো দাও স্বামী। [মৃত্যু]

দণ্ডী। কে—কে—কে তুমি? বিনতা? বিনতা? ওঃ হো হো হো—কি করলুম—কি করলুম—আমি কি করলুম! ভগবান—ভগবান

—নিবিয়ে দাও তোমার চন্দ্র-সূর্য্যের আলো, ডুবে যাক এ-বিশ্ব মহাপ্রলয়ের অন্ধকারে, গর্জ্জে উঠুক ভূগর্ভের অগ্নিস্রোত উন্মত্ত করাল গর্জ্জনে। না—না—না—দেখব—দেখব—একবার শেষ দেখা দেখতে চাই আমি ওকে। কতদিন—কতদিন দেখিনি এই মমতা মাখানো মুখখানি! জলে ওঠ—জলে ওঠ চন্দ্র—সহস্র সূর্য্যের রশ্মিজাল নিয়ে জলে ওঠ একবার!—দেখব—দেখব—দেখব আমি ওকে একবার—প্রাণ ভরে, অপলকে জন্মের মত।

বাসবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসবী। হাঃ হাঃ হাঃ। চোখ উপড়ে নেব—চোখ উপ্‌ড়ে নেব আমি তোর চোখ উপ্‌ড়ে নেব।

দণ্ডী! কে! কে! কে তুমি! বাসবী? বাসবী? বড় সুসময়ে আজ এসেছ তুমি। তোমার উপর যে অত্যাচার করেছি, তার জন্য অনুতপ্ত হলেও তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আর নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে চাই না আমি। আজ আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় দান করছি—নাও—নাও—শুধু চোখ উপ্‌ড়ে নেবে কেন বাসবি, এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি তোমার সম্মুখে, নাও—নাও—আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে নাও তুমি। আমি কাঁপব না—টলব না—এতটুকু বিচলিত হব না।

বাসবী। কিন্তু হঠাৎ এমন সুর কেটে গেল কেন?

দণ্ডী। শুধু সুর কেটে যায়নি বাসবি,—তার পর্য্যন্ত কেটে গেছে আমার জীবন-বীণার। দেখ্‌ছ—দেখছ—কে শুয়ে আজ আমার কোলে মাথা রেখে? আমার সহধর্ম্মিনী—অর্দ্ধাঙ্গিনী—জীবন মরণের চিরসঙ্গিনী। হত্যা করেছি—হত্যা করেছি বাসবি—স্বহস্তে একে হত্যা করেছি আমি।

বাসবী। বেঁশ করেছ—খুব করেছ—চমৎকার করেছ! হাঃ হাঃ হাঃ!

দণ্ডী। নাও—নাও—নাও—আমার হৃদপিণ্ড উপ্‌ড়ে নাও তুমি।

বাসবী। নেব না—নেব না—আর আমি তা নেব না। যে আগুনে আমার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, সে আগুনের ছোঁয়াচ আজ তোমারও অন্তরে এসে লেগেছে! জ্বলুক—জ্বলুক—ধু-ধু করে' জ্বলুক—ধু-ধু করে' জ্বলুক। হাঃ হাঃ হাঃ!

[চলিয়া গেলেন।

দণ্ডী। নিবিয়ে দাও—নিবিয়ে দাও—নিবিয়ে দাও ঈশ্বর বিশ্বের অন্তর থেকে এই মৃত্যু শোকের দাবানল। জীবনে কখনো কোনোদিন ডাকিনি তোমায়—আজ কায়মনোপ্রাণে ডাকছি—দয়া কর—দয়া কর দয়াল—পাপ করেছি আমি—আমায় প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দাও। জীবনসঙ্গিনী হলেও জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে যার সঙ্গ বর্জ্জন করে' চলেছি,—বাঁচিয়ে দাও—বাঁচিয়ে দাও তাকে—প্রতিজ্ঞা করছি আমি—এবার থেকে নির্ব্বিচারে তার অনুগমন করব আমি। বিনতা—বিনতা—ওঠ ওঠ—কথা কও। ঈশ্বর—ঈশ্বর—হল না—হল না তোমার দয়া? শুনলে না তুমি আমার এই আকুল প্রার্থনা? তবে শোন হে বিশ্ব-বিধাতা, রুরুর মত কঠোর সাধনায় বাঁচাব—বাঁচাব আমার প্রিয়তমাকে আমার সমস্ত পরমায়ু উৎসর্গ করে। সতী শোকে আত্মহারা উন্মাদ মহেশ্বরের মত প্রেয়সীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে আকুল আর্ত্তনাদে অরণ্য পর্ব্বত বিদীর্ণ করে সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে ঘুরে বেড়াব আমি,—দেখব, তোমার পাষাণ হৃদয় তাতে বিগলিত হয় কি না।

[বিনতার মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া চলিয়া গেলেন।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হস্তিনা —মন্ত্রণা কক্ষ

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন কথা কহিতে কহিতে আসিলেন।

দুর্য্যোধন। ভীষ্ম-দ্রোণে জানায়েছ প্রণাম আমার?

দুঃশাসন। জানায়েছি দেব।

দুর্য্যোধন। দিয়াছ সংবাদ মোর সেনাপতিগণে?

দুঃশাসন। দিয়াছি সংবাদ।

দুর্য্যোধন। যাদব-সাহায্যে সাজে অসুরারি সেনা;
দর্পিত দ্বারকাপতি করেছে ঘোষণা
ত্রিভুবনে পাণ্ডবের যে হবে সহায়
সবংশে তাহারে নিজে করিবে সংহার।
দম্ভ হেরি' জ্বলে যায় সর্ব্বাঙ্গ আমার;
ভাবিয়াছে মনে, ভারতের ক্ষত্রকুলে
নাহি হেন বীর, অকম্পিত চিত্তে যেবা
উপেক্ষিতে পারে তার সদম্ভ গর্জ্জন!
ভুল তার ভেঙে দেব; দেখাব যাদবে
ক্ষত্রিয়-সমাজে আজো আছে একজন,
তুচ্ছ তৃণসম কৃষ্ণে নাহি গণে যেবা।

দুঃশাসন। কিন্তু দেব, এই যুদ্ধে কৌরব যদ্যপি

না। হইত অগ্রসর পাণ্ডব সাহায্যে,
পাণ্ডব হইতে ধ্বংস যাদব-সংগ্রামে।

দুর্য্যোধন। জানি তাহা দুঃশাসন ; কিন্তু তারি সাথে
ভারত-বংশের মান যেত চিরতরে।
মানি আমি, মন্দপ্রার্থী পাণ্ডব আমার ;
কিন্তু তবু ভরতের বংশধর তারা।
কৌরবে পাণ্ডবে রণ বাধিবে যখন
এক পক্ষে শত ভ্রাতা আমরা কৌরব
অন্য পক্ষে পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডব তখন ;
কিন্তু যদি বহিঃ শত্রু করে আক্রমণ,
ভরতের বংশধর
একশত পঞ্চ ভ্রাতা আমরা তখন।

ভীষ্ম হাসিলেন।

ভীষ্ম। কৌরব-সম্রাট যোগ্য কহিয়াছ তুমি।

দুঃশাসন। কিন্তু পিতামহ, বংশ মান রক্ষা হেতু
বৃথা এই বলক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন,
শত্রু দ্বারা শত্রু যদি হয় উৎসাদিত।

দুর্য্যোধন। শত্রু? শত্রু তুমি কারে বল দুঃশাসন?
পাণ্ডব নহেক কভু শত্রু কৌরবের!
ভাই তারা ; অনুগত হ'ত যদি মোর,
অতি বড় আত্মজন হ'ত কৌরবের।
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে কেটে গেল কত শত দিন,
পরম আত্মীয় তা'রা র'ল পর হয়ে
ক্রূরমতি শ্রীকৃষ্ণের কূট মন্ত্রণায়।

সত্য পিতামহ, সৌভ্রাত্রের দাবী লয়ে
আজো যদি ফিরে আসে হস্তিনায় তারা,
কৃষ্ণের মধ্যস্থে নয়, ভায়ের মতন
নিজে আসি মোর কাছে চাহে যদি কভু,
মাত্র পঞ্চগ্রাম কেন, সিংহাসন মোর
অনায়াসে দিতে পারি আমি তাহাদের।

ভীষ্ম। কিন্তু হে সম্রাট,
আহত যে হবে তাতে সম্মান তাদের।

দুর্য্যোধন। সম্মান! সম্মান! রহুক সম্মান লয়ে
ভিক্ষুকের মত তবে এ বিশ্বের দ্বারে।
সম্মানের ক্ষেত্রে কভু
দিব না প্রাধান্য আমি কা'কেও জগতে।
"মহামানী দুর্য্যোধন হস্তিনার রাজা",
কালের সীমান্ত ছুঁয়ে এই গর্ব্ব বাণী
অনন্ত যুগের কণ্ঠে হইবে ঝঙ্কৃত,—
পাণ্ডবেরে সেথা কভু নাহি দিব স্থান।
সত্য পিতামহ,
পাণ্ডবেরে করি নাই ঈর্ষা কোনোদিন,
ঈর্ষা শুধু করিয়াছি আমি
নভোস্পর্শী তাহাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার।

দুঃশাসন। সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে পড়ি'
চির মিত্র কৃষ্ণ সনে করিয়া শত্রুতা
অসুরারি সৈন্যদলে আহ্বানি' সংগ্রামে
নিজ সর্ব্বনাশ আজি সাধিছে পাণ্ডব।

দুর্য্যোধন। হোক সর্ব্বনাশ,—তবু নাম রবে বিশ্বে।
ত্রিভুবনে কেহ যারে দিল না আশ্রয়,
তাহারে আশ্রয় দানি' নিজ অন্তঃপুরে
অসুরারি সৈন্যসহ করিয়া সংগ্রাম,
পাণ্ডব লভিতে চায় অতুল গৌরব।
সে গৌরবে আমি চাই অংশ কৌরবের।

ভীষ্ম। আশ্রিত রক্ষণ ধর্ম্ম ;—সেই ধর্ম্ম হেতু
ধর্ম্ম যুদ্ধে অগ্রসর আজিকে পাণ্ডব।

দুর্য্যোধন। ভাল,
ধর্ম্ম যুদ্ধে দিবে যোগ কৌরব বাহিনী।

দ্রোণাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্রোণাচার্য্য। কৌরব বাহিনী হবে অজেয় সংগ্রামে
যথা ধর্ম্ম তথা জয়—বিদিত ভুবনে।

দুর্য্যোধন। জয় পরাজয় রণে নহে সুনিশ্চয়।
কিন্তু হে আচার্য্য রাজনীতি হিসাবেও
পাণ্ডবের সহায়তা শ্রেয়ঃ কৌরবের।
আমাদের সহায়তা না করি' গ্রহণ,
যদি তারা কোনোরূপে এই মহারণে
করে লাভ আশীর্ব্বাদ বিজয়লক্ষ্মীর,
পৃথিবীর রাজা হবে ভয়ে অনুগত।
স্বপক্ষে আমার আর না রহিবে কেহ,
সংগৃহীত শক্তি মোর হবে হস্তচ্যুত

দুঃশাসন। রাজনীতি বিশারদ তুমি কুরুপতি;

ক্ষম অপরাধ,
করিয়াছি বুদ্ধিহীন তর্ক তব সনে।

দুর্য্যোধন। আমার দক্ষিণ বাহু তুমি দুঃশাসন।
যাও ভাই, সখা কর্ণে জানাও বারতা,—
যাদব সংগ্রামে মোরা পাণ্ডব সহায়।

দুঃশাসন। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব দেব।

[চলিয়া গেলেন।

দুর্য্যোধন। যান পিতামহ,
পাণ্ডব বিপক্ষে মোর সংগৃহীত সেনা,
পাণ্ডব সাহায্য তরে করুন সজ্জিত।

ভীষ্ম। যথাদেশ নরোবর।

[চলিয়া গেলেন।

দুর্য্যোধন। হে আচার্য্য,
শুনিয়াছি তব মুখে বহুবার আমি,
নররূপী নারায়ণ কৃষ্ণ দ্বারকার।
কিন্তু এই তুচ্ছ এক অশ্বিনীরে লয়ে
যে কীর্ত্তি সে করিতেছে বিশ্বের সমক্ষে,
হেরিয়া এ সব
শুনিতে বাসনা জাগে তব অভিমত।

দ্রোণাচার্য্য। কৃষ্ণ লীলাময়; অনন্ত অপার লীলা,—
কেমনে বুঝিব বৎস্য ক্ষুদ্র জীব আমি।

দুর্যোধন কৃষ্ণ যাদুকর; না পারি বুঝিতে দেব,
ভীষ্ম-দ্রোণে কেমনে সে করিয়াছে যাদু!
বৎসলতা করিয়াছে অন্ধ তোমা দোঁহে

তাই তার যতেক অন্যায়
লীলা বলি লভিতেছে এ হেন প্রশ্রয় !
লীলার ব্যাখ্যান আর না চাহি শুনিতে ,
শাস্ত্র হতে শস্ত্র তব অধিক আয়ত্তে
তাই তব 'পরে অর্পিলাম হে আচার্য্য
আসন্ন এ যুদ্ধ হেতু সৈন্য শিক্ষা ভার।

[চলিয়া গেলেন।

দ্রোণাচার্য্য। হায় বৃথা মদগর্ব্বী মোহান্ধ সম্রাট,
কৃষ্ণ দয়া বিনা লীলা তাঁর বুঝিবারে
পারে কোন জন !

[চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মৎস্য দেশ।—প্রান্তর

মার্দ্দবের হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে সুদর্শন আসিলেন। দেখা গেল
মার্দ্দব দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

সুদর্শন। **গীত।**

এমনি ধারা আকুল মনে
ডাকতে যদি নারায়ণে,
জুড়িয়ে যেত সকল জ্বালা
অশ্রু হত মুক্তা মালা,
হারা-মাণিক পেতে খুঁজে,
দিন যেত না অকারণে ॥

মার্দ্দিব। পেতুম? পেতুম? আমার হারা-মাণিক আমি খুঁজে পেতুম? ঠিক বলছ তুমি? বল—বল—ওগো অজানা বন্ধু আমার, সে কোথায়—সে কোথায়! আমার দৃষ্টি শক্তি দিয়েছ তুমি, দেখিয়ে দাও আমাকে সেখানে যাবার পথ। বলে দাও—কেমন করে আমি চলব সে পথে।

সুদর্শন। পূর্ব্বগীতাংশ।

পুড়িয়ে ফেলো অহমিকা,
জ্বালাও প্রাণের প্রদীপ শিখা;
ওই আলোকে সোজা চলে
যাও শ্রীহরির চরণ তলে
মিটবে তোমার সব কামনা
সেই শ্রীচরণ আরাধনে।

মার্দ্দিব। কিন্তু আমার যে কোনো পাথেয় নেই বন্ধু!

সুদর্শন। পাথেয় আমি দিচ্ছি তোমাকে,—নাও। বল, ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

মার্দ্দিব। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ! আহা-হা! কি অপূর্ব্ব তোমার এই পাথেয় বন্ধু! আমার শূন্য হৃদয় ভরে উঠছে—শিথিল চরণে শক্তি আসছে,—চলার আবেগে সর্ব্বাঙ্গ দুলে উঠছে!

সুদর্শন। আবার বল, ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ!

মার্দ্দিব। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। আমার জ্বালা জুড়িয়ে আসছে—দাহ নিবে আসছে—প্রাণ শীতল হয়ে আসছে।

সুদর্শন। বল আবার বল,—"ওঁ নমঃ বাসুদেবায় নমঃ"!

মার্দ্দিব। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ! একি হল! একি বিস্মরণী মন্ত্র বন্ধু! কোথায় আমি? কই আমি? আমি হারিয়ে

গেছি—ফুরিয়ে গেছি—নিঃশেষ হয়ে গেছি! আমার সুখ নেই—দুঃখ নেই—মায়া নেই! আকর্ষণ নেই! আমি মুছে গেছি—বিশ্ব লুপ্ত হয়ে গেছে—সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কিছুই নেই—কিছুই নেই—অন্ধকার—অন্ধকার—নিরন্ধ্র নিঃশব্দ অন্ধকার—তারই মাঝে বাঃ বাঃ বাঃ—উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে ফুটে উঠল এক আলোর কমল। মধু লোভী মন আমার ওরই পানে ছুটে যেতে যায়! কিন্তু পথ কই? পথ—

সুদর্শন। অসংখ্য পথ মিশেছে ওখানে। পথের ভাবনা নেই তোমার। পাথেয় সম্বল করে যাত্রা কর, যেখানে দিয়ে যাবে তুমি সেইটাই হবে তোমার পথ। আসক্তিকে দেখাও তোমার লক্ষ্য, বৈরাগ্যকে কর তোমার সঙ্গী, পৌছে যাবে তুমি তোমার অভীষ্ট স্থানে।

[সুদর্শন চলিয়া গেলেন।

গীতকণ্ঠে আসক্তি ও বৈরাগ্য আসিলেন

দ্বৈত গীত।

উভয়ে। আজ আমাদের সন্ধি হ'ল মিটল বিবাদ অতঃপর।
আজকে তুমি মোদের পরে করতে পার সুনির্ভর॥

আসক্তি। এস তুমি আমার পিছে আমি তোমার দীপশিখা।

বৈরাগ্য। চল তুমি দিলুম তোমায় এগিয়ে চলার জয় টীকা।

উভয়ে। আজকে মোরা প্রাণে প্রাণে,
ভাসিয়ে দিছি প্রেমের তরী একই ভালোবাসার বাণে।

আসক্তি। আজকে আমি শক্তি তোমার,

বৈরাগ্য। আমি চলার লক্ষ্য;

আসক্তি। আমি তোমায় প্রাণের ভক্তি

বৈরাগ্য। আমি তোমার মোক্ষ;

উভয়ে। এস মোদের হাতটি ধরে' অভয় তুমি নেইক ডর॥

মার্দ্দব। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ!

গীতকণ্ঠে সুদর্শন ও তাঁহার পিছনে পিছনে বংশীরব মুগ্ধা হরিণীর মত বাসবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুদর্শন।　　　　গীত।

তুমিও বল সতী—বল সতী।
ওঁ নমঃ বাসুদেবায়
　　চির-অগতির গতি॥
ইহ-বন্ধন হোক আজি ক্ষয়
মোহের তিমির হউক বিলয়
অন্তরে হোক নবারুণোদয়
　　ফুটুক বিমল জ্যোতি॥

বাসবী আসিয়া মার্দ্দবের দিকে কিছুক্ষণ বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল মার্দ্দব তাহার কে। মার্দ্দব কিন্তু তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য,—দৃষ্টি তাঁহার তখন অন্তর্মুখী।

বাসবী। [মার্দ্দবকে লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞাতসারেই যেন তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল।] তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি—তুমি যেন আমার কে ছিলে, কি যেন ছিল তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ! কে, কে তুমি?

সুদর্শন।　　　　পূর্ব্বগীতাংশ।

কেহ নয়—কেহ নয়।
পান্থশালায় পথিকে পথিকে
　　ক্ষণিকের পরিচয়॥

মহাসাগরের দু'টি ফোটা জল
মহাসাগরের পানে ফিরে চল
সেই তো জীবের সাধনার ফল
মহীয়সী পরিনতি ॥

সুদর্শন যখন গাহিতেছিল বাসবী তখন মন্ত্রমুগ্ধার মত ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার পায়ের তলায় আপন মস্তক লুটাইয়া দিল। গান গেয়ে সুদর্শন অন্তর্ধান করিলেন। বাসবী বাহ্য-জ্ঞান হীনার মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া মার্দ্দবের একটি হস্ত ধারণ করিল। তখন আসক্তি ধরিল মার্দ্দবের একখানি হাত আর বৈরাগ্য ধরিল বাসবীর একখানি হাত।

আসক্তি ও বৈরাগ্যের গীত।

ফিরে চল—চল ফিরে।
দীপ জ্বালি ওই ডাকে শুক তারা
উদয়-অচল-শিরে ॥
তিমির নিশার হল অবসান.
প্রভাতের পাখী ধরিয়াছে তান
মহা যাত্রার হে যাত্রী চল মহাসাগরের তীরে ॥

[চলিয়া গেলেন।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা। রাজপ্রাসাদ

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। এই পুণ্য ভূমি—
সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত যেথা
সরস্বতী তটে যেথা নিত্য সামগান,
অনাহত বেদধ্বনি অগ্নি স্তূয়মান,—
এই সেই পবিত্র ভারত,
মেলি তার অসহায় অশ্রুসিক্ত আঁখি
চেয়ে আছে নিশিদিন মোর পানে যেন।

নারদ আসিলেন।

নারদ। মুছাও নয়নে তার অশ্রুধারা তুমি;
প্রসারিত কর করযুগ, হে কেশব,
নির্ব্বিকারে কত দিন রবে উদাসীন!

শ্রীকৃষ্ণ। হায় ঋষি,
শক্তিমান ছিল যত রাজা ভারতের
মদৈশ্বর্য্যে ভুলে গেল ধর্ম্ম মানবের;
শক্তির আঘাত হানি' শক্তি হীনে তারা,
ঘরে ঘরে তুলিয়াছে আর্ত্ত হাহাকার!
চতুর্দ্দিকে বলদৃপ্ত উন্মাদ হুঙ্কার,
দুর্ব্বলের হাহাকারে বিদীর্ণ আকাশ,
ভেদি' সেই অভ্রভেদী প্রমত্ত চীৎকার,

লাঞ্ছিতা রমণী কণ্ঠে উঠে আর্ত্তনাদ!
জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—জ্বলে গেল ঋষি,
অধর্ম্মের অগ্ন্যুদ্গারে সমগ্র ভারত!
দাহ তার কত তীব্র, বুঝিল না কেহ,—
তাপ তার লাগিল না আর কারো প্রাণে!

নারদ। প্রাণ কোথা পীতাম্বর? নিষ্প্রাণ ভারত!
প্রাণ যদি কারো দেহে রহিত ভারতে
সহিত কি অধর্ম্মের হেন উৎপীড়ন!

শ্রীকৃষ্ণ। আশীর্ব্বাদ কর ঋষিবর,
নিদ্রা যাক সমগ্র ভারত—নাহি ক্ষোভ—
একা আমি ভারতেরে করিব উদ্ধার
চূর্ণ করি অধর্ম্মের সর্ব্ব অহঙ্কার।

সাত্যকি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাত্যকি। অধর্ম্মের অহঙ্কার রহুক কুশলে—
ধর্ম্মের স্পর্দ্ধারে আগে করো বিদলন।

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে সাত্যকি! কি সংবাদ প্রিয়বর?

সাত্যকি। বন্ধুত্বের বিনিময়ে আশ্রিতে বর্জ্জন,
শ্রেয় বলি বুঝিল না মূর্খ পাণ্ডবেরা।

শ্রীকৃষ্ণ। মহাকাল পাণ্ডবেরে করেছে স্মরণ!
তবে আর বিলম্বের কিবা প্রয়োজন?
সাজাও বাহিনী মোর সুরাসুরজয়ী,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে জানাও বারতা,—
ত্রিভুবন মোর নামে কর আমন্ত্রণ।

সাত্যকি। নারিনু বুঝিতে দেব,
ত্রিভুবন আমন্ত্রণে কিবা প্রয়োজন !
তুচ্ছ এই পাণ্ডবেরে করিতে দমন
যাদব কি, হে মুরারি, এত হীন বল ?
দীন হীন পঞ্চজন ভিক্ষুকের রণে
সাহায্য করিয়া ভিক্ষা অসহায় সম
যাদব ভ্রমিবে প্রভু সারা ত্রিভুবন ?
না পারি বুঝিতে দেব, কিসে যাদবেরে
এতই দুর্ব্বল ভাব,—তুমি যদুপতি !

নারদ। যাদব যে কত বলবান,—জানা আছে
সুভদ্রা হরণ যবে
নিবারিতে রথ গতি একা অর্জ্জুনের,
অস্ত্র ধরি ছুটেছিলে তোমরা সকলে !
হে বীর পুঙ্গব,
সেই হেতু শ্রীহরির হেন আয়োজন

সাত্যকি। মহাহরি ভক্ত বলি খ্যাত তুমি ঋষি,
হরি গুণগান তব কণ্ঠের ভূষণ,—
অথচ জান না তুমি কীর্ত্তি শ্রীহরির !
গুণধর হরি তব সেই যুদ্ধে যদি
না করিত কায়মনে সাহায্য তাহার
সাধ্য ছিল অর্জ্জুনের্ করে পলায়ন।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই বলি অর্জ্জুনেরে ভাবিও না তুমি,
শক্তিহীন তুচ্ছ এক সামান্য সৈনিক।
ইন্দ্রকীল শৈল শিরে যেই ধনঞ্জয়

মহেশ্বরে মহাযুদ্ধে করি পরাজয়
লভিয়াছে মণিময় উজ্জ্বল-কিরীট,
বজ্র তুল্য শক্তিধর অস্ত্র সম্মোহন,—
উপেক্ষার পাত্র তারে ভাবিও না তুমি।
শুধুই কি তাই? পার্শ্বে তার রহিয়াছে
ভীমসেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ বলবান,—
কালকূট পানে যাঁর হয়নি মরণ;
একাকী সে বধিয়াছে হিড়িম্ব রাক্ষসে,
গদাযুদ্ধে নাহি যার সমকক্ষ কেহ।
তদুপরি আছে বীর পশ্চাতে তা'দের,
কৌরব সংগ্রাম হেতু সংগৃহীত সেনা।
ভাবিও না প্রিয়, ফুৎকারে উড়ায়ে দিবে
এই যুদ্ধে পাণ্ডবেরে যাদব তোমার।

প্রহরী আসিল।

প্রহরী। যদুপতি,
দ্বারে তব সমাগত মধ্যম পাণ্ডব।

শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যম পাণ্ডব!
যাও স-সম্মানে তাঁরে লয়ে এস হেথা।

[প্রহরী চলিয়া গেলেন।

বৃথা তুমি করিয়াছ আমারে সাত্যকি,
যুদ্ধ হেতু উত্তেজিত এতক্ষণ শুধু।
পাণ্ডব কি যেতে পারে বিরুদ্ধে আমার?
চিরদিন সৌহার্দ্দ্য যে তাহাদের সনে!

যেন সুনিশ্চয়,
দণ্ডীরে করিয়া দান চরণে আমার
সন্ধি হেতু আসিয়াছে মধ্যম পাণ্ডব।

ভীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভীম। নহে সন্ধি হেতু হেথা আগমন মোর।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ সর্ব্বশক্তিমান,
জান তুমি অন্তরের কি যে ব্যথা মোর।
ব্যথা-হারী নাম তব বিদিত ভুবনে,
ব্যথা মোর কর দূর শ্রীমধুসূদন।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যথার রহস্য তব নারিনু বুঝিতে।
বিপক্ষে আমার দেছ দণ্ডীরে আ য়,
প্রাণপণে করিতেছ যুদ্ধ আয়োজন,
তার মাঝে সহসা এ ব্যথার কাহিনী...
নারিনু বুঝিতে কিবা উদ্দেশ্য তোমার!

ভীম। উদ্দেশ্য কি অবিদিত শ্রীচরণে তব?
ভাল, যদি তাই হয়,
শোন হে শ্রীপতি,
বংশমান রক্ষা হেতু যাদব সংগ্রামে
পাণ্ডব মিলিত হবে কৌরবের সহ।
কু-মন্ত্রণা যাহাদের
করিয়াছে পাণ্ডবেরে পথের ভিক্ষুক,
করিয়াছে অপমান কুল কামিনীরে,
তাহাদের অনুকম্পা করিয়া সহায়

পাণ্ডব হইবে ব্রতী তোমা সহ রণে !
এর চেয়ে লজ্জা আর কি আছে কেশব !
ত্রিভুবন এই দৃশ্য দেখিবার আগে
চাই আমি তব পদে ত্যজিতে জীবন।
বিশ্বাস যদ্যপি কর আমার কথায়,
শোন নারায়ণ, নহে অন্য কেহ আর,
একা আমি দিয়াছি আশ্রয় দণ্ডীরাজে !
আমি তোমা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে করি আবাহন ;
বধি মোরে কর তব বাসনা পূরণ,—
লয়ে এস দণ্ডীরাজে অশ্বিনীরসহ।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ—
চতুর বলিয়া মোর ছিল অহঙ্কার,
কিন্তু হেরি আমা হতে সুচতুর তুমি !
সম্ভবতঃ শুনিয়াছ সাত্যকির মুখে
অসুরারি সৈন্য হ'বে সহায় আমার,
বুঝিয়াছ মনে,
অসম্ভব এই যুদ্ধে জয়লাভ তব,
তাই বুঝি আসিয়াছ হত্যা করি মোরে
সুকৌশলে নিবারিতে যুদ্ধ সম্ভাবনা !

ভীম। কৌশলেরে এ জীবনে দিইনি প্রশ্রয়,
ছল কভু নাহি বুঝি হে ছলনাময়,
অতীব সরল আমি জানে ত্রিভুবন।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই বুঝি আজি অম্লান বদনে ভুলি,
সমযস সহ রণ বন্ধ যুদ্ধ নীতি

আমা হতে বলবান তুমি বৃকোদর,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে মোরে তুমি করিছ আহ্বান !

ভীম। তোমা হ'তে আমি বলবান! হেন কথা,
কেমনে কহিলে গোবর্দ্ধন ধারি !

শ্রীকৃষ্ণ। ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন ; কিন্তু বীর,
যেই জরাসন্ধ ভয়ে ত্যজিয়া মথুরা
দ্বারকায় লভিয়াছি স্বেচ্ছা নির্ব্বাসন,
সেই জরাসন্ধে তুমি তুচ্ছ তৃণ-বৎ
ছিন্ন করি দেখায়েছ তব ভুজবল।
যাও ফিরি, মৎস্যদেশে মধ্যম পাণ্ডব
অথবা আতিথ্য মোর কর হে গ্রহণ,
দ্বন্দ্বযুদ্ধ তব সনে করিব না আমি।

ভীম। ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি দ্বারকার রাজা,
দ্বারে আসি' শত্রু তব বীর দর্প ভরে
দ্বৈরথ-সমরে তোমা করিল আহ্বান,—
আর তুমি ফিরাইয়া বধির শ্রবণ
রহিলে অটল স্থির নির্ব্বিকার সম !
বীরত্বের অভিমানে বক্ষ তব উঠিল না ফুলি ?
হইল না লজ্জা তব রহিতে নিশ্চল ?
ছল বলি' জানিতাম তোমারে কেশব,
কিন্তু আজি হেরি
নির্লজ্জ তোমার মত নাহি ত্রিভুবনে।
তা না হ'লে ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে তুমি
পরাজয় ভয়ে হও রণে পরাঙ্মুখ !

ভক্তাধীন নাম ধর তুমি নারায়ণ,
মনপ্রাণ দিয়াছি তোমার রাঙা পায়,
তথাপি ঠেলিলে তুমি চরণে আমায় !
কি করিব,—নিরুপায়,—বাঞ্ছাকল্পতরু
পূর্ণ যদি নাহি করো মনোবাঞ্ছা মোর,—
কি আর কহিতে পারি সামান্য মানব !
কিন্তু হে মাধব,
লব প্রতিশোধ আমি এই উপেক্ষার ।
উচ্চ কণ্ঠে ত্রিভুবনে করিব ঘোষণা,—
নহ তুমি ভক্তাধীন, নহ দয়াময়,
মিথ্যা—মিথ্যা তব বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ।
তুমি শঠ,—তুমি ছল,—তুমি কাপুরুষ ।

[চলিয়া গেলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । হাঃ হাঃ হাঃ !
মত্ত হস্তী ছিঁড়িয়াছে বন্ধন শৃঙ্খল !
যাও হে সাত্যকি,
অবিলম্বে দেবগণে জানাও বারতা
চাই আমি এই যুদ্ধে সাহায্য তাঁদের । [চলিয়া গেলেন ।

সাত্যকি । এতদিনে বাঞ্ছা তব পূর্ণ হল ঋষি ?

নারদ । এখনো হয়নি পূর্ণ, কিছু আছে বাকী ।

সাত্যকি । এখনও বাকী !—
পারি কি জানিতে, দ্বারকার রাজ গৃহে
দয়া করি এই তব আতিথ্য গ্রহণ,
কতকাল পরে আর শেষ হবে ঋষি ?

নারদ।		দুশ্চিন্তায় দেহপাত করিও না বীর,
সম্ভবতঃ সেই দিন অতি সন্নিকট।		[চলিয়া গেলেন।

সাত্যকি।		নাহি জানি, দ্বারকার আকাশ হইতে
কবে তুমি অস্ত যাবে ঋষি ধূমকেতু !
[চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ। অম্বিকা দেবীর মন্দির

সুভদ্রা

সুভদ্রা। মা কালী করালী, আমার মুখ তুমি রেখেছ মা। দ্বারকা থেকে মধ্যম পাণ্ডব অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন। আজ আবার আমি তোমার পূজায় বসব মা,—কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, সমগ্র ভারত বংশের কল্যাণ কামনায়। মুখ রেখ মা সতী কুলরাণী, এবারেও মুখ রেখ মা আমার।

কঞ্চুকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঞ্চুকী। এই তো সেই বনের মধ্যে ত্রিশূলশীর্ষ মন্দির। ঠিক এসে গেছি। তা আসব বৈ কি! জয় মা তারা! এখন ভালয় ভালয় মা'র পায়ের জবা ফুলটি নিয়ে খোকা বন্ধুটির কাছে হাজির হতে পারলেই হয়। সহসা সুভদ্রাকে দেখিয়া] ওরে বাবারে! এখানেও ঘুড়ীভূত! এ যে দেখি সরষের ভেতরে ভুতরে বাবা!

সুভদ্রা। কে তুমি ব্রাহ্মণ ?

কঞ্চুকী। যেই হইনা বাছা; তোমার সে জমা-খরচে কাজ কি ! অমন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছ যে ? দোহাই তোমার শ্যাওড়া গাছের মা ঠাকরুণ, আমার ঘাড়ে আর ভর করোনা যেন! নেহাত গরীব গোবেচারা আমি; আমার মার্কেল পাথরের ঘোড়া শালও নেই, ঘাড়ে চড়বার মত কোমরের জোরও নেই !

সুভদ্রা। একি ! ব্রাহ্মণ পাগল নাকি।

কঞ্চুকী। হ্যাঁ বাছা, হ্যাঁ পাগল বলে পাগল,—একেবারে বদ্ধ পাগল। পাগলের সঙ্গে মিছে মাথা বকিয়ে আর কি হবে বল! তার চেয়ে বরং তুমি তোমার পথ দেখ।

সুভদ্রা। এখানে তোমার প্রয়োজন ?

কঞ্চুকী। প্রয়োজন! না, তা প্রয়োজন এমন কিছু নয়। এই সন্ধ্যে বেলায় একটু বায়ু সেবনে আসা আর কি!

সুভদ্রা। বায়ু সেবনে এই বনের মধ্যে ?

কঞ্চুকী। ঠিক বায়ু সেবনেও নয়,—তবে কিনা হ্যাঁ, সব কথা কি আর যার তার কাছে বলা চলে! বুঝেছ তো! তা মা ঠাকুরুণের এখানে দরকার ?

সুভদ্রা। আমি এসেছি মায়ের পূজা করে' ভারতবংশের জন্য মার আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে।

কঞ্চুকী। এঁ্যা! তাই নাকি! তাহ'লে তুমি ঘুড়িভূত নও? তা বেশ—বেশ। তাহ'লে তো দেখছি তোমার আমার একই উদ্দেশ্য। আমিও এসেছি আমার রাজার কল্যাণের জন্য মায়ের ফুল নিয়ে যেতে।

সুভদ্রা। তবে এসো ব্রাহ্মণ, জীবনপণ করে' আমরা মা'র আরাধনায় বসি।

উভয়ে পূজায় উপবেশন করিলেন ; গীতকণ্ঠে যোগিনীগণ আসিল।

যোগিনীগণ। গীত।

পচা মড়ায় নেইক স্বাদ, জ্যান্ত মানুষ চাই।
ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁই সাঁ—সাঁ—সাঁই॥
ঘুটঘুটে এ রাতের কালো হাজার ঝিঁ ঝিঁ হাঁকে,
শিদিলি দেয় হিমেল হাওয়া, কুটুরে পেঁচা ডাকে
সই লো সই,
ওই লো ওই,
ঘাড়টি ভেঙ্গে আয় লো সবে রক্ত চুষে খাই।
ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁই, সাঁ—সাঁ—সাঁই॥

সুভদ্রা ও কঞ্চুকীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত: হইল।

সুভদ্রা। নমস্তে কালী কপাল-মালিকে।
শিবে সর্ব্বাণী সর্ব্বার্থ সাধিকে॥
নমস্তে দেবী অবিদ্যা বারিণী।
নমো নমঃ মহাভয়বিনাশিনী॥

কঞ্চুকী। এ তো ঘুড়ীভুত নয়,—এ যে দেখি শাকচুন্নীর দল রে বাবা! আচ্ছা, আমিও বামুনের ছেলে আসন শুদ্ধি করে' মা'র পূজায় বসেছি, দেখি কার সাধ্যি আমার কাছে ঘেঁসে!

ওঁ করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্!
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
সদ্যশ্ছিন্ন শির খড়্গ বামধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদাঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্

যোগীনীগণ। ওরে বাবারে! এরা মায়ের ভক্ত রে! এখানে বড় সুবিধে হবে না,—চ' চ' পালিয়ে চ'। [চলিয়া গেলেন।

দৈববাণী। দেবী সুভদ্রা, তুমি মায়ের নিত্য সাধিকা। মা তোমার পূজায় চিরদিনই প্রসন্ন। তোমার মনস্কামনা তিনি পূর্ণ করেছেন। তুমি গৃহে ফিরে যাও, আসন্ন এ যুদ্ধের ভারতবংশের কোন অমঙ্গল হবে না।

সুভদ্রা। মহামায়ে জগন্মাতঃ কালীকে ঘোর দক্ষিণে। গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি [প্রণমান্তে] মা করুণাময়ি, এ অধম তনয়ার উপরে তোমার করুণা চিরদিন যেন এমনি ভাবেই ঝরে পড়ে মা।

[চলিয়া গেলেন।

দৈববাণী। হে ব্রাহ্মণ, তুমি ও ওঠ। মা তোমারও মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন।

কঞ্চুকী। আরে যা—যা বেটি, আমাকে ওর মত মেয়েমানুষ পাস্‌নি যে ধাপ্পাবাজীতে ভুলিয়ে তুই তুলে দিবি।

দেববাণী। সন্দেহ কোর না ব্রাহ্মণ, মা তোমার প্রতি যথার্থ প্রসন্ন।

কঞ্চুকী। মা যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে তাঁর পায়ের জবা ফুলটা তিনি দিয়ে যান আমাকে।

দৈববাণী। তুমি হাত খুলে দেখ, তোমার হাতের মধ্যেই তোমার সেই কামনার ধন!

কঞ্চুকী। [হাত খুলিয়া দেখিয়া] তাই তো! আমার হাতের মধ্যে এ জবাফুল এল কোথা থেকে! তাহলে; মা নিশ্চয়ই প্রসন্ন হয়েছেন। সন্তানের প্রতি তোর এত দয়া মা। জয় মা তারা।

[চলিয়া গেলেন।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ।—প্রান্তর।

বিনতার মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া দণ্ডী আসিলেন

দণ্ডী। চুপ·· চুপ...চুপ। ঘুমুচ্ছে···ঘুমুচ্ছে! চুপ···পাতা নড়ো না,···পাখী ডেকো না,....শিশির পড়ো না। কতকাল—কতদিন এমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়নি ও!—অনাহারে—অনিদ্রায় সহস্র উদ্বেগ নিয়ে ভিখারিণীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে এতদিন—তাই ক্লান্ত হয়ে এমন গভীর ঘুমে ঢুলে পড়েছে আজ! চুপ····চুপ····চুপ! আকাশে আজ চাঁদ উঠেছে,—বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ,—চমৎকার রাত্রি! মাথার উপরে অসংখ্য নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতপ—পায়ের নীচে সবুজ তৃণের কোমল মখমল! শোও,—আমার কোলে মাথা রেখে এই খানে শুয়ে ঘুমাও তুমি। কেউ তোমাকে ডাকবে না,—কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না,—আমি রইলুম তোমার শিয়রে বসে বিনিদ্র প্রহরী।

বিনতার মৃত দেহটি মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া সযত্নে তাহার মাথাটি
আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। এমন সময়ে
অদূরে কঞ্চুকী ও সুদর্শনকে আসিতে দেখা গেল।

কঞ্চুকী। মায়ের পা'র ফুল তো নিয়ে এলুম, কিন্তু আমার রাজারাণী কই বন্ধু?

সুদর্শন। এই যে তোমার রাজারাণী বন্ধু।

কঞ্চুকী। কই? ও তো একটা পাগল একটা স্ত্রীলোকের গলিত শবদেহ কোলে করে' বসে আছে!

সুদর্শন। ওই পাগলই তোমার সেই রাজা, আর ঐ গলিত শবদেহটি তোমার রাণীর।

কঞ্চুকী। এঁ্যা—কি বল্লে তুমি ? আমার রাজা পাগল,—রাণী মৃতা ?

সুদর্শন। বিধাশাপ বন্ধু।

কঞ্চুকী। মহারাজ—মহারাজ—মহারাজ—

[ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন।

দণ্ডী। কে—কে—কে ? কে তুমি ? কৃষ্ণ ? কৃষ্ণ ? এখনও তুমি শত্রুতা করবে আমার সঙ্গে ? বুঝেছি।—তুমি এসেছ আমার বুক থেকে আমার বিনতাকে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুক্‌রো করে' কেটে সমস্ত পৃথিবী ময় ছড়িয়ে দিতে ? কিন্তু জেনে রেখ' এ ভোলা মহেশ্বর নয়—অবন্তী রাজা দণ্ডী। আমি দেব না। আমি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘিরে রাখব আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে—আমার সকল শক্তি দিয়ে ধরে রাখ্‌ব আমার প্রিয়তমাকে। না—না—এরা ষড়যন্ত্র করেছে —ষড়যন্ত্র করেছে! নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমুবে,—তারও অবকাশ দেবে না! সুযোগ পেলেই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবে! কৃষ্ণ এসেছে—কৃষ্ণ—সতীদেহ ছিন্নকারী কৃষ্ণ—অবন্তীধ্বংসকারী কৃষ্ণ—আমার চিরশত্রু কৃষ্ণ। না—না—দেব না—দেব না—দেব না—

[বিনতার মৃতদেহ বুকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

কঞ্চুকী। এ আমায় তুমি দেখালে বন্ধু ?

সুদর্শন। সংসার সমুদ্রের দু'একটি তরঙ্গ।

কঞ্চুকী। কিন্তু তাতে যে তোমার প্রতিজ্ঞা ডুবে যায়।

সুদর্শন। কেন ?

কঞ্চুকী। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, আমি ফুল কাড়িয়ে আনলেই তুমি আমার রাজার ঘাড়ের ঘুড়ীভূত ছাড়িয়ে দেবে।

সুদর্শন। দিয়েছি তো! রাজা এখন সম্পূর্ণরূপে তার প্রভাব মুক্ত।

কঞ্চুকী। আরো বলেছিলে রাজা রাণীর মিলন করিয়ে দেবে।

সুদর্শন। তাও দিয়েছি। রাজা রাণীতে তো এখন এক মুহূর্ত্তও ছাড়া ছাড়ি নেই!

কঞ্চুকী। এর নাম মিলন?

সুদর্শন। মিলন নয় তো কি?

কঞ্চুকী। এর নাম তোমার বজ্জাতি। শোন বন্ধু, আমি বুঝতে পারছি, জগতের সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলে তুমি। তোমার ইচ্ছাতেই সব হয়। আমার রাজারাণীর যে আজ এই দশা, এর মূলেও তুমি। কিন্তু কেন? আমার মনে দুঃখ দেবার জন্যই কি তোমার এই আয়োজন বন্ধু?

সুদর্শন। না বন্ধু, কারও মনে দুঃখ দিতে আমি চাই না। দুঃখ যদি তুমি পেয়ে থাক, তবে বল বন্ধু, কি করলে সে দুঃখ দূর হবে।

কঞ্চুকী। আমার রাজাকে তুমি সারিয়ে দাও বন্ধু,—আমার রাণীকে তুমি বাঁচিয়ে দাও! এবার থেকে তারা দুটিতে যেন মিলেমিশে সংসারের পথে চলে! আবার যেন তারা তাদের হারাণো রাজ্য ফিরিয়ে পায়।

সুদর্শন। আচ্ছা, তাই হবে।

কঞ্চুকী। হবে? হবে? হবে বন্ধু—হবে?

সুদর্শন। হতেই হবে। তা নাহলে আমার প্রতিজ্ঞা যে ডুবে যায় বন্ধু!

গীত।

প্রাণে আমার সইব কেমন করে'—
তোমার যে জন সে যদি গো
কেঁদে কেঁদে ঘোরে।
কাঁদিয়ে তারে আপনি কাঁদি,
কাছেই থাকি দুখের সাথী,

তার নয়নে আমার অশ্রু
নিতুই যে ঝরে॥
এস আজকে তুমি সঙ্গে মোর
দেখবে তোমার প্রিয়জনের
রাত্রি হ'ল ভোর॥
মুখে তাহার ফুটবে হাসি,
প্রাণে তোমার বাজবে বাঁশী,
অরুণ আলোর আশীষ ধারা
পড়বে শিরে ঝরে॥

[কঞ্চুকীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ। পাণ্ডব শিবিরের সম্মুখ ভাগ

দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

দুর্য্যোধন। আনিয়াছে গুপ্তচর সংবাদ এখনি,
কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের পারে
পরিখা খনন করি' গত নিশা যোগে
স্থাপিয়াছে যাদবেরা অসংখ্য শিবির।
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহেশ্বর, কার্ত্তিক, বরুণ,
যমরাজ নিজে হইয়াছে সম্মিলিত
অসুরারি সৈন্য লয়ে শ্রীকৃষ্ণেরসহ।

যুধিষ্ঠির। আমাদেরো সৈন্যদল রয়েছে প্রস্তুত।
কিন্তু আজি সারাদিন, কেন নাহি জানি,
করিল না আক্রমণ যাদব মোদের।

ভীষ্ম আসিলেন।

ভীষ্ম। কালি প্রাতে সম্ভবতঃ হবে আক্রমণ;
বিশ্রাম করিছে আছি শ্রান্ত সৈন্যদল।

দুঃশাসন আসিলেন।

দুঃশাসন। শ্রান্ত যদি বিপক্ষের লক্ষ অনিকিণী,
তবে উচিত মোদের আজি নিশা যোগে

অতর্কিতে আক্রমণ করি তাহাদের
ছিন্ন ভিন্ন করি দেওয়া বিশাল বাহিনী।

অর্জ্জুন আসিলেন।

অর্জ্জুন। নিশাযোগে আক্রমণ নহে ক্ষত্র-নীতি।
শ্রান্ত যদি শত্রুদল, করুক বিশ্রাম,
নহে জয়, ধর্ম্মরক্ষা লক্ষ্য আমাদের
নহি মোরা এই যুদ্ধে আক্রমণকারী;
আক্রান্ত হইতে মোরা সমবেত হেথা।

দ্রোণাচার্য্য আসিলেন।

দ্রোণাচার্য্য। দ্রোণাচার্য্য শিষ্য যোগ্য কহিয়াছ তুমি,
সার্থক জীবন মোর শিক্ষা দানি' তোমা।
অধর্ম্ম আশ্রয় করি' যেই জয় লাভ,
ধর্ম্মহেতু পরাজয় শ্রেয় তাহা হতে।

কুন্তী আসিলেন।

কুন্তী। ধর্ম্ম তুমি কারে বল আচার্য্য প্রধান!
মহাজ্ঞানী তুমি,—জ্ঞানহীনা নারী আমি,—
বুঝাও আমারে দেব,
নারায়ণসহ বাদ ধর্ম্ম হ'ল কিসে।

দ্রোণাচার্য্য। যাগ-যজ্ঞ, পূজা আরাধনা. নহে ধর্ম্ম মাতা;
ধর্ম্ম হ'ল হৃদয়ের বৃত্তি অকপট
দণ্ডীরে ত্যজিতে যদি কাঁদে প্রাণ তব,
জেন স্থির, স্বার্থ হেতু কিংবা ভয়ে পড়ি'
দণ্ডী ত্যাগে হবে তব অধর্ম্ম ভীষণ।
নারায়ণ যদি তাহা করেন কামনা,

সেই হেতু তাঁর সহ ঘটে যদি বাদ,
ধর্ম্ম বলি' নিঃসংশয়ে জেন তাহা তুমি।

কুন্তী। হে আচার্য্য, দণ্ডীরে ত্যজিতে কাঁদে প্রাণ
কিন্তু কহি অতি সত্য বাণী,
ততোধিক কাঁদে প্রাণ পুত্রের কারণে।
যেই কৃষ্ণ নর-রূপী বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের,
যার সহ রণে হত কংস-শিশুপাল,
সেই কৃষ্ণসহ, দেব, এই বিসংবাদ ;
নাহি জানি কি ঘটিবে এই কাল রণে।
মার প্রাণ চাহে সদা পুত্রের কল্যাণ,
হই আমি ক্ষত্রিয় রমণী,—
তবু আমি পুত্রের জননী ;······
সন্ধি কি হয় না দেব শ্রীকৃষ্ণের সহ ?

ভীম আসিলেন।

ভীম। বৃথা চেষ্টা মাতা ; সন্ধি তো দূরের কথা,—
প্রাণ দিয়ে চেয়েছিনু মিটাতে বিরোধ,
করে নাই কর্ণপাত তাহে কৃষ্ণ তব।
ক্ষত্রিয় সন্তান,·······
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমি তারে করিনু আহ্বান,
করযোড়ে কহিলাম চরণে তাহার,
"হত্যা করি মোরে নির্ব্বিবাদে তুমি
লয়ে এস দণ্ডীরাজে অশ্বিনীর সহ।"
অম্লান বদনে মোরে কহিল কেশব,
"আমা হতে বলবান তুমি বৃকোদর,

তব সনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করিব আমি।”

দুর্য্যোধন। ভীরু কাপুরুষ! যাদব কলঙ্ক কৃষ্ণ!
পুত্র হেতু করিও না বৃথা চিন্তা মাতা,
ক্ষত্রিয় সন্তান আমি রাজা দুর্য্যোধন,
স্পর্শ করি অসি মোর করিতেছি পণ,
সমগ্র কৌরব যোদ্ধা না করি নিহত
নাহি দিব যাদবেরে এই যুদ্ধে আমি.
ছায়া স্পর্শ করিবারে পাণ্ডবেরে কভূ।

কুন্তী। করি আশীর্ব্বাদ,
ত্রিভুবন যশে তব হোক উদ্ভাসিত।
কিন্তু দুর্য্যোধন, পাণ্ডব যেমন পুত্র,
কৌরব কি সেইরূপ নহে পুত্র মোর?—

ভীম। কিন্তু মাগো, শিশু নহে পুত্রগণ তব।

কুন্তী। শিশু—শিশু—ওরে—
চিরকাল শিশু তোরা আমার সকাশে।

ভীষ্ম। শান্ত হও তুমি মাতা।—বৎস্য যুধিষ্ঠির,
সৈনাপত্যে তুমি মোরে করেছ বরণ,
আমি চাই এই যুদ্ধে জয়লাভ তব।
কিন্তু যদি বিনা যুদ্ধে পুরে মনস্কাম.
আপত্তি কি আছে বৎস্য তাহে তোমাদের?

যুধিষ্ঠির কিছুমাত্র নাই ; বরং—
সানন্দে সম্মত আছি আমরা তাহাতে।

অর্জ্জুন। চিরদিন জানি কৃষ্ণ সখা আমাদের,
চিরদিন জানি তারে পরম আত্মীয়

তার সহ রণ,—
কল্পনাও করি নাই কভু পিতামহ।
নিরুপায় হয়ে মোরা নামিয়াছি রণে,
নাহি জানি,
কেমনে ধরিব অস্ত্র বিপক্ষে তাহার।

ভীষ্ম। ভাল,
সন্ধি হেতু শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে
যাব আমি একবার যাদব শিবিরে।
আশ্রিত বর্জ্জন হেতু পাণ্ডবেরে আমি
নাহি চাই করিবারে কোনো অনুরোধ;
বরং
আশ্রিত রক্ষণে আমি সহায় তাদের।
কিন্তু যদি পরিবর্ত্তে তারে চাহে কৃষ্ণ
ধন-রত্ন ইচ্ছা মত তার,
নত শিরে পাণ্ডবেরে দিতে হবে তাহা।

যুধিষ্ঠির। নত শিরে শ্রীচরণে দিব উপহার।

ভীষ্ম। শুনিয়াছি, ভীম দেছে দণ্ডীরে আশ্রয়;
হ'লে প্রয়োজন,
মার্জ্জনা মাগিতে হবে কৃষ্ণ পাশে তারে।

ভীম। রাতুল চরণ দু'টি চাপিয়া হৃদয়ে
অশ্রু জলে মেগে নেব মার্জ্জনা তাহার।

দুঃশাসন। কিন্তু দেব,
এই সর্ত্তে কৃষ্ণ যদি সম্মত না হয়?

ভীষ্ম। ঝাঁপায়ে পড়িব মোরা প্রচণ্ড আহবে।

সন্ধি হবে এই আশে হয়ো না শিথিল ;
সর্ব্বদা রহিবে সবে
যাদবের আক্রমণ করিয়া প্রতীক্ষা।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ব্যূহ করিয়া সৃজন
অসুরারি সৈন্যদলে ভেটিব আমরা।

দুর্য্যোধন। আদেশ জানান তবে
কোথাকায় হবে অবস্থান।

ভীষ্ম। মধ্যে র'ব আমি আর আচার্য্য প্রধান।

দ্রোণাচার্য্য। পেলে অনুমতি
সুসজ্জিত করি মোর দুর্ম্মদ বাহিনী।

ভীষ্ম। ইচ্ছা তব দেব, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হেন
যুদ্ধ হেতু হতে পারি প্রস্তুত আমরা।

দ্রোণাচার্য্য। যথাদেশ ভারত-প্রধান। [চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। দক্ষিণে রহিবে মোর কর্ণ যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির। যথা আজ্ঞা হে বীর-গৌরব। [চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। বামে র'বে দুর্য্যোধন আর অশ্বত্থামা।

দুর্য্যোধন। সসম্মানে এ গৌরব লইলাম শিরে। [চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। পশ্চাতে রহিবে মোর—
কৃপাচার্য্য ধনঞ্জয় সাহায্যে আমার।

অর্জ্জুন। যোগ্য যেন হই আমি হেন দায়িত্বের। [চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। ভীম সেন একা র'বে
দুর্য্যোধনে করিবারে সাহার্য্য তাহার।

ভীম। নত শিরে আজ্ঞা তব পালিবে এ দাস। [চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। কর্ণের সাহায্যে রবে তুমি দুঃশাসন।

দুঃশাসন। প্রাণপণে আজ্ঞা তব করিব পালন। [চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। যাও ফিরে অন্তঃপুরে পাণ্ডব-জননী,
বৃথা চিন্তা মনে তব দিও নাক স্থান ;
যুদ্ধার্থে যদিও মোরা রহিনু প্রস্তত ;
তথাপি জানিও মাতা,
বিন্দুমাত্র থাকে যদি সন্ধি সম্ভাবনা,
অবশ্যই এই যুদ্ধ যাইবে থামিয়া।

সহসা নেপথ্য হইতে যাদব সৈন্যগণের রণোল্লাস ধ্বনি শুনা গেল।

যাদব সৈন্যগণ [নেপথ্যে] জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়—জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়—জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

ভীষ্ম। একি!
সহসা এ রণোল্লাস যাদব সৈন্যের!

বেগে একজন চর উপস্থিত হইল।

চর। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—ভারত-প্রধান ;
অতর্কিতে আক্রমণ করেছে যাদব।

ভীষ্ম। অতর্কিতে আক্রমণ করেছে যাদব!
তবে আর মাতা,
কৃষ্ণ সনে নাহি হ'ল সন্ধি পাণ্ডবের।
যাও তুমি অন্তঃপুরে জননী আমার
কোন চিন্তা নাহি,
চলিলাম রণক্ষেত্রে রাম-শিষ্য আমি।
এস তুমি মোর সাথে বীর।

[চরের সহিত বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

কুন্তী। ভগবান—ভগবান—দয়া কর প্রভু.
রক্ষা কর জ্ঞান-হীন পুত্রগণে মোর। [চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মৎস্যদেশ।—প্রান্তর

কঞ্চুকী ও সুদর্শন কথা কহিতে কহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঞ্চুকী। ধাপ্পাবাজীতে আর কতদিন ভুলিয়ে রাখবে বন্ধু? রাজা হল উন্মাদ, রাণী মা হল মৃতা, অবন্তী হল শশ্মান,—কিন্তু তবু তোমার মিথ্যা স্তোক দেওয়ার বিরাম নেই। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে বোকা বামুন পেয়ে কেবল দমবাজি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছ।

সুদর্শন। দম-বাজি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছি?

কঞ্চুকী। হ্যাঁ।

সুদর্শন। তার মানে?

কঞ্চুকী। মানে অতি সোজা। তোমার কেবল মুখেই মালসাট,—কাজের বেলাতে অষ্টরম্ভা। তোমার কথাতেই জীবন বিপন্ন করে' পেত্নীপাড়া থেকে মা চণ্ডিকার পায়ের ফুল নিয়ে এলুম, কিন্তু কই, তাতে ফল হ'ল কি। সে ফুল তো আজ শুকিয়ে পাঁপর ভাজা হয়ে উঠেছে বাপু!

সুদর্শন। তা উঠলোই বা;

কঞ্চুকী। উঠলোই বা! তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদোড়! দেখ, তোমাকে আমি সাফ বলে দিচ্ছি বাপু, আজ যদি তুমি আমার রাজা-রাণীর কোন ব্যবস্থা না কর তা' হ'লে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরে তোমাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকে ফেলব আমি।

সুদর্শন। ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু! কথা যখন দিয়েছি, তখন তা করবই করব।

কঞ্চুকী। আর করবে তুমি বচু! আজ কদিন হল রাজা-রাণীর তো কোন পাত্তাই নেই।

সুদর্শন। পাত্তা নেই কি রকম! ঐ দেখ বন্ধু, রাণীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তোমার রাজা এই দিকেই আসছে।

কঞ্চুকী। এঁ্যা, তাই নাকি! [পথের দিকে চাহিয়া] সত্যই ত! দোহাই তোমার, আমার রাজাকে তুমি সারিয়ে দাও, রাণীমাকে বাঁচিয়ে দাও। ওদের এ দশা আমি আর দেখতে পারছি না বন্ধু।

সুদর্শন। আর তোমাকে দেখতে হবে না বন্ধু। আজি আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব। মার পায়ের ফুলটা আমাকে দিয়ে তুমি এখন একটু অন্তরালে যাও। কি জানি তোমাকে দেখ্‌তে পেলে তোমার রাজা হয়ত এদিকে আর না আসতে ও পারে।

কঞ্চুকী। বেশ। দেখা যাক তোমার বাহাদুরীটা।

[চলিয়া গেলেন।

সুদর্শন। দণ্ডীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। উদ্ধত দণ্ডী আজ নত হয়ে পড়েছে। এইবার তার মাথা আমার পায়ের তলায় লোটাতে পারলেই হবে তার মুক্তি,—এক জীবনেই হবে তার নব জন্মান্তর।

বিনতার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দণ্ডী আসিলেন।

দণ্ডী। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ! চারিদিকে ঘিরে শুধু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ! —কোথায় রাখি—কোথায় লুকিয়ে রাখি আমার প্রিয়তমাকে! এই নির্জ্জন প্রান্তরে—এই উন্মুক্ত আকাশের তলে—হ্যাঁ, একটু বসি,—একটু জিরিয়ে নিই।

বিনতার মস্তক কোলে লইয়া উপবেশন করিলেন পরে সাদরে বিনতার কপালের চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন।

দেবি—দেবি—কথা কও—কথা কও—একবার—শুধু একটিবার—জাগ দেবি—জাগ। ওগো অভিমানিনী, এ অভিমান কি আর কোনদিন ভাঙ্‌বে না তোমার।

সুদর্শন। ভাঙতে পারে—যদি তোমার আত্মাভিমান তুমি ছাড়তে পার রাজা।

দণ্ডী। ছাড়ব—ছাড়ব—সব ছাড়ব। কথা দাও—কথা দাও—এই নির্ব্বাক পাষাণ প্রতিমার মুখে তুমি কথা দাও। তোমার পায়ে আমি আমার ইহকাল পরকাল বিকিয়ে দেব।

সুদর্শন। ঠিক ?

দণ্ডী। ঠিক।

সুদর্শন। দোখো !

দণ্ডী। রাজা দণ্ডী জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি।

সুদর্শন। গীত।

জাগো, জাগো, দেবি জাগো।
আর কেন মিছে মায়া ঘুমঘোরে ঢুলে থাকো॥
পোহায়ে গিয়াছে দুখের রাতি
পূরবে ফুটেছে অরুণ ভাতি
জীবনের পথে আবার তোমার চরণচিহ্ন আঁকো।

সুদর্শন গান গাহিয়া বিনতার মস্তকে চণ্ডিকা পূজার ফুল ছোঁয়াইলেন।
বিনতা যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন।

বিনতা। একি ! আমি কোথায় !

দণ্ডী। আমার কোলে—আমার বুকে—আমার অন্তরের অন্তস্তলে।

বিনতা। স্বামী—স্বামী—

দণ্ডী। দেবি—দেবি—

উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।

সুদর্শন। কিগো, আমাকে ভুলে গেলে নাকি ?

দণ্ডী। তোমাকে ভুলে যাব ! তুমি আমার ইহকালের ঔপাস্ত—

পরকালের মোক্ষ। তুমি আমার গুরু—ইষ্টদেবতা। [বিনতার প্রতি] এস বিনতা, আমাদের নব জন্মদাতাকে প্রণাম করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া সুদর্শনকে প্রণাম করিবার জন্য মস্তক নত করিলেন।
ইত্যবসরে সুদর্শন অন্তর্ধান করিলেন এবং তাঁহার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ
আবির্ভূত হইয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন। প্রণামান্তে
দণ্ডী মাথা তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া
অবাক হইয়া গেলেন।

দণ্ডী। [বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন] কে—কে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। [হাসিয়া ফেলিলেন]।

দণ্ডী। বল—বল—বল তুমি কে।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা দণ্ডী যদি মিথ্যাবাদী না হয় তা হলে আমি তার ইহকালের ঔপাস্য—পরকালের মোক্ষ। আমি তার গুরু—ইষ্টদেবতা।

দণ্ডী। তুমি—তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ আমি, দ্বারকার রাজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

দণ্ডী। তুমি আমার পত্নীকে নব-জীবন দান করেছ?

শ্রীকৃষ্ণ। নহি আমি—ছদ্মবেশী তেজো মূর্ত্তি মোর।
আমার চরণে করি আজি আত্মদান
হে ভূপাল হলে তুমি নূতন মানুষ,
লুপ্ত হোক অন্তরের সর্ব্ব পাপ তব।
যাদব-পাণ্ডবে রণ হলে অবসান
সাথে লয়ে সতী-সাধ্বী পত্নীরে তোমার
ফিরে গিয়ে নিজ রাজ্যে অবন্তীরে তব
পুত্রবৎ প্রজাপুঞ্জে করিও পালন।

দণ্ডী। নারায়ণ,

পাতকী তারণ নাম সার্থক তোমার,....
এত দয়া দীনে তব হে করুণাময় ।
কি আর বলিব আমি অতি অভাজন,....
লহ মোর অন্তরের সভক্তি প্রণাম ।

দণ্ডী ও বিনতা প্রণাম করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে পুনরায় মস্তক নত করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন এবং তাঁহার স্থলে সুদর্শন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠাইলেন ।

সুদর্শন । গীত ।

ওঠ বীরবর,—ওঠ মা জননী,......
দুয়ারে দাঁড়ায়ে সিদ্ধি ।
সকল হারায়ে লভিয়াছ আজি
জীবের পরমা ঋদ্ধি ॥

কঞ্চুকীর প্রবেশ ।

কঞ্চুকী। বাঃ রে, বাঃ! এ যে তাজ্জব ব্যাপার, বাবা! ঘুড়ির ভেতর ছুঁড়ী, খোকার ভেতর বুড়ো. আবার বুড়োর ভেতর খোকা! বাঃ বন্ধু, বেশ ; আচ্ছা যাদুকর বটে তুমি! কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিল তবে এতদিন মিছামিছি এতটা ভোগালে কেন বাবা!

সুদর্শন। গীত।

আমি নহি দোষী সখা!
আপনার হাতে লিখিতেছে জীব
আপনার ভাগ্য-লেখা।
জ্বালি প্রেম-দীপ অন্তরতলে
এস এস আজি মোর সাথে চলে,
আঁধার কর' না বুদ্ধি ॥

[সকলে চলিয়া গেলেন ।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

ইন্দ্র ও অর্জ্জুন আসিলেন

ইন্দ্র। ফিরে যাও হে অর্জ্জুন; পুত্র তুমি মোর,
তব অঙ্গে অস্ত্রাঘাত নারিব করিতে।

অর্জ্জুন। বাৎসল্যের বশীভূত এতই যদ্যপি,
তবে কহ হে দেবেন্দ্র,
সন্তানের ন্যায়ান্যায় না করি বিচার,
সাজাইয়া দেব সৈন্য পরের কথায়
কিবা হেতু আগমন রণক্ষেত্রে তব।
পুত্র মুখ দরশনে সস্নেহ অন্তরে
এস নাই সুনিশ্চিত বজ্র লয়ে করে।
স্নেহের ও অভিনয় ত্যাগ কর পিতা,
ধর অস্ত্র তব,
লয়ে যাও যোগ্যতার পরীক্ষা আমার।

ইন্দ্র। রাখ অনুরোধ, পুত্রহত্যা মহাপাপে
করিও না কলঙ্কিত হে ফাল্গুনী মোরে।

অর্জ্জুন। পুত্র স্নেহ যদি তব এতই প্রবল,
মেনে লও পরাজয় মোর করে তবে।

ইন্দ্র। পরাজয় মেনে লব! এও কি সম্ভব?

অর্জ্জুন। যুদ্ধ ছাড়া তবে আর নাহি গত্যন্তর।

ইন্দ্র। বীরত্বের অভিমানে জ্ঞানহারা তুমি;
সতর্ক অর্জ্জুন, যেন বজ্রধর আমি।

অর্জ্জুন হায় বজ্রধর, স্মরণ কি নহি তব
খাণ্ডব দাহনকারী আমিও অর্জ্জুন!

ইন্দ্র। বিচূর্ণিব আজি তব অহঙ্কার

অর্জ্জুন পুত্র নহে পরাক্রমে হীন পিতা হ'তে।

উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। দ্রোণাচার্য্য আসিলেন।

দ্রোণাচার্য্য। চমৎকার! চমৎকার! প্রিয় শিষ্য মোর।
ঘন ঘন বজ্রনাদে কাঁপিছে অম্বর,
বিদ্যুৎ উঠিছে জ্বলি' অন্ধ করি' আঁখি,
বৃষ্টিধারা সম অস্ত্র ঝরিছে মস্তকে,
তবু ওর কোনদিকে নাহি দৃষ্টিপাত,—
যুঝিতেছে ইন্দ্রসনে একাকী নির্ভীক!
ধন্য ধন্য রে অর্জ্জুন,....
সার্থক জীবন মম শিক্ষা দানি তোরে।

ভীষ্ম আসিলেন।

ভীষ্ম। সার্থক জীবন দেব আমা সবাকার।
তুচ্ছ এই মানবের রণে হে আচার্য্য,
পৃষ্ঠদেশ দেখায়েছে দেবতা নিকর।
ওই হের মৃত্যুপতি ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
বৃকোদর ধায় বেগে পশ্চাতে তাহার।
দুঃশাসন-মহাবীর্য্য বিজিত বরুণ,
কর্ণ যুদ্ধে বিচঞ্চল দেব সেনাপতি,
দুর্য্যোধন রোধিয়াছে বীর বলরামে।

দ্রোণাচার্য্য। কিন্তু ওকি?

ব্রহ্মাসহ মহারণে বিপন্ন নকুল !
মুহূর্ত্ত বিলম্বে আর ঘটিবে প্রমাদ,—
চলিলাম আমি দেব, রক্ষিতে উহারে।

[ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। ওকি ?
শঙ্কর কি নিনাদিল প্রলয় বিষাণ ?
ওঃ ! কি ভয়ঙ্কর রণ !
বাণে বাণে ছেয়ে গেল ঊর্দ্ধে মহাব্যোম
অস্ত্রপাতে কণ্টকিত নিম্নে বসুন্ধরা,
মহাভয়ে রুদ্ধবাক্ যেন ত্রিভুবন
বাঃ বাঃ ! বাঃ !
চমৎকার ! চমৎকার আচার্য্য প্রধান।
বার্দ্ধক্যেও বাহুমূলে এত শক্তি তব !
সাবাস ! সাবাস !
দ্রোণাচার্য্য আক্রমণে বিপন্ন বিরিঞ্চি।
কিন্তু ওকি !
ব্রহ্মারে করিতে রক্ষা ধায় মহেশ্বর !
সাবধান গঙ্গাধর,
গঙ্গার নন্দন তোমা রবে আগুলিয়া।

[ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন।

সাত্যকি। গেল—গেল—সর্ব্বনাশ হ'ল যদুপতি !
দেব দৈত্য যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব্ব-কিন্নর
নিবারিতে নাহি পারে কৌরব-পাণ্ডবে !

ঐ ঐ হের দেব,
ভীমসেন গদাঘাতে মূৰ্চ্ছিত শমন
হেঁট মুণ্ডে ফেরে ইন্দ্র অর্জ্জুনের রণে,
দ্রোণশরে নহে স্থির বিরিঞ্চি সমরে,
গঙ্গাধরে নিবারিছে গঙ্গার নন্দন !
ঐ ঐ শোন, ঘন ঘন গাণ্ডীব ঝঙ্কার
ছত্রভঙ্গ যাদবের লক্ষ অনিকীনি !
এ হেন আশ্চর্য্য রণ দেখিনি জীবনে !

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য হে সাত্যকি,
এ হেন আশ্চর্য্য রণ দেখিনি জীবনে !

সাত্যকি। এ হতেও আশ্চর্য্যের আরো আছে দেব।

শ্রীকৃষ্ণ। কি সে সাত্যকি ?

সাত্যকি। দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রে স্থাণুর মতন
স্বপক্ষ নিধন হেরি'
নির্ব্বিকার এই তব অপার ঔদাস্য।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ দেখ হে সাত্যকি
ভারত-প্রধান মহেশ্বরে জিনি'
ভীম বেগে করিয়াছে শাম্বে আক্রমণ।

সাত্যকি। শাম্বে আক্রমণ !
রহ তুমি দাঁড়াইয়া নিষ্পদ নিশ্চল,
চলিলাম আমি তব পুত্র রক্ষিবারে।

[ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। পরীক্ষায় সুউত্তীর্ণ হে পাণ্ডবগণ,
মোর যজ্ঞে উপযুক্ত ঋত্বিক তোমরা

আশ্রিত রক্ষণে হেন সর্ব্বস্ব-অর্পণ
জগত হেরিল এই জীবনে প্রথম।

নারদ আসিলেন।

নারদ। জগত হেরিল এই জীবনে প্রথম
সপ্তবজ্র সম্মিলনে এ হেন সংগ্রাম।
কিন্তু হে মুরারি
যার লাগি এই নিষ্ঠুর সংগ্রাম
হইবে কেমনে উর্ব্বশী উদ্ধার
বিনা অন্যতম বজ্র খড়্গ চণ্ডিকার।
রহুন নিশ্চিন্ত ঋষি,
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান পাণ্ডবের রণে
চণ্ডিকার কৃপা বিনা নাহিক নিস্তার।

[চলিয়া গেলেন।

নারদ। হায়!
এ হেন সময় কোথা মহর্ষি দুর্ব্বাসা
ভাঙেনি কি মহাযোগ আজিও তাঁহার ?
যাই আমি সঙ্গে লয়ে আসি নিজে
অভাগিনী উর্ব্বশীরে এই রণভূমে।

[চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল—অপর পার্শ্ব ।

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রথমে ভীষ্ম ও সাত্যকি এবং পরে ইন্দ্র ও অর্জ্জুন প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময়ে সহসা নেপথ্যে পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিল। অমনি ইন্দ্র ও সাত্যকি বিস্মিত হইয়া আপন আপন অস্ত্র সম্বরণ করিলেন।

ভীষ্ম। [সবিস্ময়ে] একি !
যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা হে বীর,
অস্ত্র সম্বরণ সবে করিল কি হেতু ?

সাত্যকি। উপায় নাহি দেব,
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে যাদবের প্রতি
যুদ্ধ বিরতির লাগি রটিল নির্দ্দেশ ।

অর্জ্জুন। কিন্তু হে বীর,
অনির্ণীত রহি গেল জয় পরাজয়।

ইন্দ্র। তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
এখনি আসিতে পারে আজ্ঞা অন্যতর ।

শ্বেত পতাকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ। নহে আজ্ঞা,
একমাত্র অনুরোধ পাণ্ডবের প্রতি—

হস্তস্থিত শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিলেন।

ভীষ্ম। [অধিকতর বিস্মিত হইয়া] একি !
সুশুভ্র পতাকা হস্তে নিজে যদুপতি !

শ্রীকৃষ্ণ।　　যাদব করেছে তার অস্ত্র সম্বরণ
তুমিও জানাও আজ্ঞা পাণ্ডবের প্রতি।

(ভীম তুর্য্যধ্বনি করিলেন। অর্জ্জুন অসিকোষ বন্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য আসিলেন)

দ্রোণাচার্য্য। যুদ্ধ বিরতির এই তীব্র ধ্বনি
অকস্মাৎ কিবা হেতু ভারত-প্রধান?

দুর্য্যোধন আসিলেন।

দুর্য্যোধন।　পরাজিত প্রায় যবে শত্রু অনীকিনী,
হেনকালে সাঙ্কেতিক এই তুর্য্য নাদ
সমীচীন নহে কভু বুদ্ধিমান জনে।

ভীষ্ম।　　শত্রু পক্ষ করিয়াছে অস্ত্র সম্বরণ,
সম্ভবতঃ সন্ধি প্রার্থী যদুপতি এবে।

ভীম আসিলেন।

ভীম।　　অসম্ভব হেন বাক্য বিশ্বাস না হয়।
জয় যবে নিজে গিয়ে দ্বারকার দ্বারে
খুঁড়িল মস্তক তা'র করিতে বরণ,
ছল করি যেই কৃষ্ণ উপেক্ষিল তারে,
সেই কৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থী এত অনায়াসে!
হে কেশব, সত্য কহ, সন্ধিপ্রার্থী তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ।　　শান্তি প্রার্থী আমি।
বৃথা এই রক্তপাতে কিবা প্রয়োজন?
অনর্থক কেন এই আত্মীয় বিচ্ছেদ?
হে পাণ্ডব আমি নিজে এই শেষবার,
করিতেছি অনুরোধ,

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বিনিময়ে মোর,
দণ্ডীরাজে দাও মোরে অশ্বিনীর সহ,
অবিলম্বে নিভে যা'ক রণ বহ্নি এই।

ভীম। সেই পুরাতন কথা—
"দণ্ডীরাজে দাও মোরে অশ্বিনীর সহ!"

যুধিষ্ঠির আসিলেন।

যুধিষ্ঠির। তার চেয়ে লহ সখা, জীবন মোদের,
মুছে ফেল ধরা হতে পাণ্ডবের নাম।

শ্রীকৃষ্ণ। অভিমত কিবা তব ভারত-প্রধান?

ভীম। ক্ষত্রিয় জনে না কভু আশ্রিত বর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আর নহি দোষী আমি।
আজ্ঞা দাও পাণ্ডবেরে অস্ত্র ধরিবারে,....
জীবনের শেষ দিন আজি তাহাদের!
যাও রে সাত্যকি,
দেবগণে জানাও আদেশ,
সবে মিলি এইবার পূর্ণোদ্যমে যেন
নিজ নিজ মহা অস্ত্র করেন প্রয়োগ।
পদ্মযোনি অক্ষ তাঁর করুণ গ্রহণ,
ধরুন শঙ্কর তাঁর প্রচণ্ড ত্রিশূল,
করুন গ্রহণ যম দণ্ড ভয়ঙ্কর,
কার্ত্তিক ধরুণ শক্তি,—পাশাস্ত্র বরুণ,
বৃত্রনাশী মহাবজ্র ধরহে বাসব,
আমি নিজে ধরিলাম সুদর্শন মোর
আত্মরক্ষা কর এবে কৌরব পাণ্ডব।

সাত্যকি চলিয়া গেলেন। গীত কণ্ঠে দ্বাপর আসিলেন ।

দ্বাপর। গীত

কি কর—কি কর—কি কর—
ত্রিলোক বিনাশী সপ্ত বজ্র
প্রভায় ত্রিলোক স্বর' স্বর' ॥
হেরগো অদূরে জগজ্জননী,
চরণ প্রভায় উজ্জ্লি অবনী
সৃষ্টি বাঁচাতে আসিছে আপনি
শিহরে ধরণী থর'—থর' ।।

[চলিয়া গেলেন।

ভীষ্ম। মাভৈঃ! মাভৈঃ! দৃঢ় হও পাণ্ডব-কৌরব !
রণে আসে শক্তিরূপে শঙ্করী আপনি,—
ডাক—ডাক সমস্বরে "জয় মা জননী !"

কৌরব ও পাণ্ডবগণ। জয় মা জননী। [কালীর আবির্ভাব]।

কালী। শান্ত হও সবে।
যদুপতি !
সুভদ্রার পূজা হেতু মম আশীর্ব্বাদে
অজেয় ভরত-বংশ এই ঘোর রণে।

ভীষ্ম। বল—বল বীরগণ'—
ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমঽস্তুতে

কৌরব ও পাণ্ডবগণ। ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমঽস্তুতে

নারদ। এস মা আমার,

পঞ্চবজ্র হেরিয়াছ পথিমধ্যে তুমি,
অবশিষ্ট তিন বজ্র ওই হের মাতা
ইন্দ্র হস্তে জলে বজ্র মহা ভয়ঙ্কর,
কৃষ্ণ হস্তে মহাচক্র,—খড়্গ চণ্ডী করে
শাপ-মুক্তা আজি তুমি স্বর্গের অপ্সরা,
অনায়াসে যেতে পার বৈজয়ন্তে এবে।

ভীষ্ম। এতক্ষণে বুঝা গেল, কেন কৃষ্ণ তুমি
ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে অবলীলা ক্রমে
কর নাই কর্ণপাত
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হেতু মোর সাগ্রহ আহ্বানে।

শ্রীকৃষ্ণ। সমবেত দেবগণ, কৌরব—পাণ্ডব,
ক্ষমা কর মোরে করিয়াছি বহু ছল,
দিছি কষ্ট বহুতর সবাকার আমি
অভাগিনী উর্ব্বশীরে করিতে উদ্ধার।
হে দেবি উর্ব্বশী, শাপ-মুক্ত আজি তুমি,
মর্ত্ত্য হ'তে শুচিস্মিতে লও মা বিদায়,
দেব রাজ উপস্থিত লয়ে যেতে তোমা।

উর্ব্বশী। কৃতজ্ঞতা জানাবার নাহি ভাষা মোর,
করুণায় বিগলিত অন্তর আমার........
নির্ব্বাক প্রণাম মোর লহ নারায়ণ।

(প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন)

যবনিকা পতন